নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

“মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট”

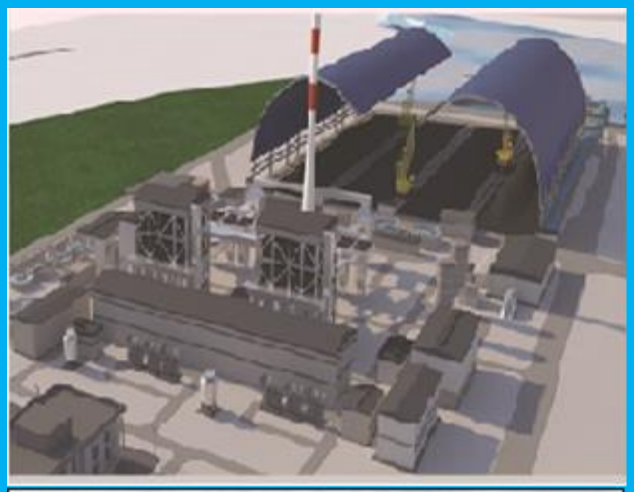

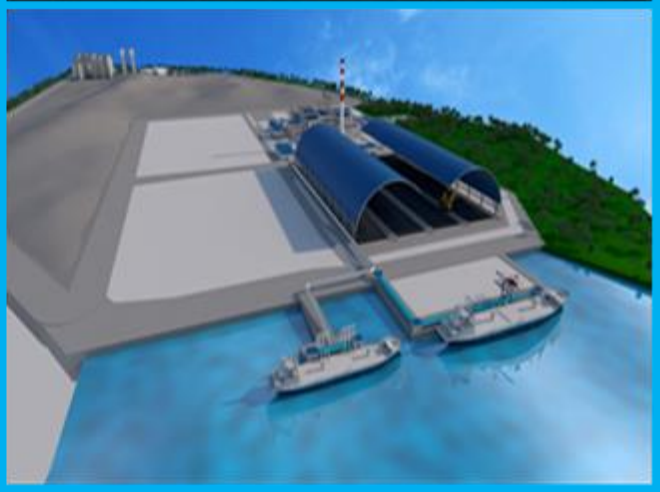

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২১

সূচিপত্র

টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় কর্মশালার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চেকলিস্ট		
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		v- vi
List of Abbreviations		vii
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.১.১	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রম	৩
১.৩	প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	৩
১.৪	প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন মাইলফলক	৫
১.৫	প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ	৬
১.৬	লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিবর্তনের তুলনামূলক বিবরণ	৯
১.৭	অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	১০
১.৮	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ	১১
১.৯	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	১২
১.১০	প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় কর্মপরিকল্পনা	১৬
১.১১	প্রকল্পের লগফ্রেম	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা		
২.১	পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)	২১
২.২	এলাকা নির্বাচন	২২
২.২.১	সমীক্ষার নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	২২
২.২.২	পরিমাণগত নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	২২
২.৩	সরেজমিন পরিদর্শন	২৩
২.৪	গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার	২৩
২.৫	প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট	২৪
২.৬	আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান	২৪
২.৭	প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ	২৪
২.৮	কর্ম-পরিকল্পনা	২৪
তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	২৫
৩.১.১	প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কার্যক্রমের সিডিউল	২৫
৩.১.২	প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি	২৬
৩.১.৩	প্রকল্প দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য	২৬
৩.১.৪	প্যাকেজ ১.২ (EPC প্যাকেজ) এর আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ	২৬
৩.২	ইপিসি কার্যক্রমের হালনাগাদ বিস্তারিত তথ্য (মে ১৯, ২০২১)	২৭
৩.৩	স্থাপনা অনুসারে প্রকল্পের সমাপ্ত ও চলমান ভবন এবং অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ	২৮
৩.৪	যন্ত্রাদি প্রস্তুতকরণের হালনাগাদ অবস্থা	৩১
৩.৫	ফরোয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি	৩২
৩.৬	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩৩
৩.৭	অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	৩৪
৩.৮	প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন	৩৪
৩.৯	তুলনামূলক বিবরণ	
৩.১০	সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত অগ্রগতির তথ্য ও ফলাফল	৩৬
৩.১১	পোর্ট ও জেটি সংক্রান্ত মতামত	৩৭

৩.১২	ক্রয় কার্যক্রম	৩৯
৩.১৩	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৪৩
৩.১৪	ইন্সপেকশন সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪৩
৩.১৫	উদ্দেশ্য অর্জন	৪৪
৩.১৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৪৪
৩.১৭	সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা	৪৭
৩.১৭.১	কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী	৪৭
৩.১৭.২	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে লোডশেডিং এর ওপর প্রভাব	৪৭
৩.১৭.৩	প্রকল্পের উপকারভোগিদের থেকে সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	৪৭
৩.১৭.৪	উত্তরদাতাদের পেশা	৪৭
৩.১৭.৫	জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি	৪৮
৩.১৮	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)	৪৯
৩.১৮.১	অংশগ্রহণকারীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা	৪৯
৩.১৮.২	প্রকল্পের ফলে এলাকার কর্মসংস্থান বাড়বে কি না সে সম্পর্কিত মতামত	৪৯
৩.১৮.৩	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত মতামত	৪৯
৩.১৮.৪	ব্যবসা করার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত মতামত	৪৯
৩.১৮.৫	নতুন হোটেল রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করার সুযোগ সম্পর্কে মতামত	৫০
৩.১৮.৬	টাউনশীপের কাজ বাস্তবায়নের ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ে মতামত	৫০
৩.১৮.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এলাকার বাইরে থেকে অনেকে এখানে অবস্থান করায় স্থানীয় বাজারে অর্থের সঞ্চালন	৫০
৩.১৮.৮	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	৫০
৩.১৮.৯	প্রকল্পের কিছু ভালো দিক সম্পর্কে মতামত	৫০
৩.১৯	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	৫১
৩.২০	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ	৫৩
৩.২০.১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কেআইআই	৫৩
৩.২০.২	যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর সাক্ষাৎকার	৫৪
৩.২০.৩	আইএমইডি প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার	৫৫
৩.২১	অডিট সম্পর্কিত বিবরণ	৫৫
চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT)		
৪.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	৫৭
৪.২	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	৫৭
৪.৩	প্রকল্পের সুযোগসমূহ	৫৮
৪.৪	প্রকল্পের ঝুঁকি	৫৮
পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ		
৫.১	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা	৫৯
৫.২	প্রকল্প থেকে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা ছাড়া আরো যে সুবিধা সমূহ পাওয়া যাবে	৫৯
৫.৩	ডিপিপি ও আরডিপিপির তুলনামূলক ব্যয়ের পর্যালোচনা	৬০
৫.৪	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ	৬৫
৫.৫	প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	৬৬
৫.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা মনিটরিং	৬৬
৫.৭	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৬৬
৫.৮	প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট/ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৬৭
৫.৯	প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত পর্যালোচনা	৬৭
৫.১০	সমীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত পর্যালোচনা	৬৭

৫.১১	উদ্দেশ্য অর্জন	৬৮
৫.১২	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্ল্যান্ট নির্মাণ	
৫.১৩	চ্যানেল প্রসস্থকরণের বিষয়ে পর্যালোচনা	৬৮
৫.১৪	প্রকল্পের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ	৬৯
৫.১৫	SWOT ANALYSIS	৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার		
৬.১	সুপারিশসমূহ	৭০
৬.২	উপসংহার	৭১

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টঃ ১- পরামর্শকের টিওআর
পরিশিষ্টঃ২- প্রকল্পে চলমান ৫ টি বৃহত্তম চুক্তিগুলোর তথ্য
পরিশিষ্টঃ ৩- টেকনিক্যাল কমিটির কার্যবিবরণী
পরিশিষ্টঃ ৪- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী
পরিশিষ্টঃ ৫- জাতীয় কর্মশালার কার্যবিবরণী
পরিশিষ্টঃ ৬- প্রকল্প দফতর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ
পরিশিষ্টঃ৭-তথ্যসংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত সকল প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টসমূহ

২৪.০৫.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদনে গৃহীত ব্যবস্থাবলী

ক্রমিক	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশসমূহ	সংশোধনী	পৃষ্ঠা নাম্বার	অনুচ্ছেদ
৪.১	১ম অধ্যায়: প্রকল্পের পটভূমি, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উদ্দেশ্য, সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব, প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ, অঙ্গভিত্তিক বিবরণ, প্রকল্পের টার্গেট প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকল্পের লগফ্রেম, মূল ও প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে হবে। প্রকল্পের পটভূমিতে বিদ্যুৎ সেক্টরের মাস্টার প্ল্যান ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	১-১৫	১.১
৪.২	২য় অধ্যায়: পরামর্শকের কর্মপরিকল্পনা (ToR) এর আলোকে ১ম অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে অগ্রগতির বিবরণ (ভৌত ও আর্থিক) প্রদান করতে হবে। অগ্রগতির বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	১৮, ২০-২২, ২৩-৩৩,	২.২.১, ২.৩.২. ২.৩.৪, ২.৩.৭, ৩.১.৩
৪.৩	ToR অনুযায়ী পরামর্শকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ১৪টি কার্যপরিধি অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	১৭	২.১.১৪
৪.৪	প্রতিটি অঙ্গের আওতাধীন বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	২৬-৩০	৩.১
৪.৫	প্ল্যান্টের কোন যন্ত্রপাতি কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, কোন যন্ত্রপাতির অগ্রগতি হয়নি তার বিবরণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৩০	৩.১
৪.৬	নির্মাণ কাজের প্রতিটি ভবনের বিস্তারিত অগ্রগতি ও গুণাগুণ উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	২৭-৩০	৩.১
৪.৭	অসমাপ্ত কাজের বিবরণ ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রদান করতে হবে;			
৪.৮	প্রকল্প সংশোধনের কারণ এবং মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	৩-৬	১.৩.১,
৪.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নের ঝুঁকি উল্লেখ করে তা নিরসণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৬৩	৪.৪
৪.১০	৩য় অধ্যায়: ২য় অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হবে;	করা হয়েছে	২৪, ২৬, ৩৪,	৩.১, ৩.১.১, ৩.১.৪,
৪.১১	৪র্থ অধ্যায়: ৩য় অধ্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে কোন মতামত থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে;	পঞ্চম অধ্যায় করা হয়েছে	৬৪-৬৭	
৪.১২	প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি কিভাবে নিরসণ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৬২-৬৩	৪.১. ৪.২,৪.৩, ৪.৪
৪.১৩	প্রকল্পের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করতে হবে;	করা হয়েছে	৬৩	৪.৪
৪.১৪	৫ম অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৬৪-৬৭	৫.১-৫.১০
৪.১৫	৬ষ্ঠ অধ্যায়: বাস্তবভিত্তিক মতামত বা সুপারিশ প্রদান করতে হবে; এবং	করা হয়েছে	৬৮	৬.১
৪.১৬	উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে পুনর্গঠন করে ০১/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে প্রেরণ করতে হবে।	করা হয়েছে		

১২.০৬.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির **সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে**
সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনে গৃহীত ব্যবস্থাবলী

ক্রমিক	স্টিয়ারিং **কমিটির সুপারিশসমূহ**	**সংশোধনী**	**পৃষ্ঠা নাম্বার**
৪.১	প্রকল্পের অর্থায়নের একটি অংশ গভীর পোর্ট নির্মাণের জন্য এবং এর ব্যয়ভার নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় প্রদান করবে। তাই প্রকল্পের Mode of Financing স্পষ্টভাবে লিখতে হবে;	করা হয়েছে	২৬
৪.২	মূল ডিপিপির তুলনায় প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬,৪০৪.৩১ কোটি টাকা, যা ৪৫.৫৮%। ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকল্পের কোন কোন অঙ্গের (component) পরিমাণ কতটুকু কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধি যৌক্তিক কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক বিবরণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৩
৪.৩	প্যাকেজ-১.১ এর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩,১৯৭ কোটি টাকা, যা মূল প্যাকেজের চেয়ে ৫২.৯৭% বেশি। এ ব্যয় কি জন্যে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কোন অঙ্গের (component) পরিমাণ কতটুকু, বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে বিবরণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৮
৪.৪	প্যাকেজ-১.১ এর আওতায় স্কোপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি হয়েছে কিনা, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ব্যয় ও পরিমাণ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে;	করা হয়েছে	১৩
৪.৫	কয়েকটি প্যাকেজ ও অঙ্গের ব্যয় খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন প্যাকেজ-১.১, প্যাকেজ-১.২, প্যাকেজ-১.৩, প্যাকেজ-১.৪ এবং পরামর্শক সেবা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। এসব প্যাকেজ ও অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কি তা উল্লেখ করতে হবে এবং ব্যয় বৃদ্ধির ভিত্তি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, এসব প্যাকেজের কাজ একই ঠিকাদার দ্বারা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে;	করা হয়েছে	৪২
৪.৬	মূল ডিপিপিতে প্যাকেজ সংখ্যা ছিল ৬টি। সংশোধিত ডিপিপিতে প্যাকেজ সংখ্যা ৬৫টি। এসব প্যাকেজের কাজ কখন করা হয়েছে এবং এ কাজ করার ফলে বিদ্যমান পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	২৩
৪.৭	কয়েকটি অঙ্গে ইতোমধ্যে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে অধিক ব্যয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে;		৪৩
৪.৮	জ্বালানি হিসেবে কয়লার সাশ্রয়ের বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৫৫
৪.৯	প্ল্যান্ট নির্মাণের ফলে পরিবেশের ক্ষতি Mitigation এর কৌশল কি নেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	৪৭
৪.১০	বায়ু দূষণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে;	করা হয়েছে	২৩
৪.১১	জাপানের ঠিকাদার ও পরামর্শকদের সিকিউরিটি মেজার সম্পর্কে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করতে হবে;	পঞ্চম অধ্যায় করা হয়েছে	২১
৪.১২	এই প্ল্যান্ট ঘিরে আরো ৩৭টি প্রকল্প হবে, যার বেইজ হচ্ছে বিবেচ্য প্ল্যান্ট। উক্ত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন সুবিধা এ প্রকল্পে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে বিবরণ রাখতে হবে;	করা হয়েছে	৫১
৪.১৩	নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	৩৫
৪.১৪	পোর্ট-নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি অন্যতম কারণ। কি কারণে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পোর্ট নির্মাণের সিদ্ধান্ত আসলো সে বিষয়টি প্রতিবেদনে যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে	৪৪
৪.১৫	এই প্রকল্পে প্রায় ৪০০০ লোক কাজ করছে। এ বিষয়ে একটি বিবরণ প্রদান করতে হবে। প্রকল্পটির কার্যক্রম নিয়মিত ভিডিও মনিটরিং করা হচ্ছে। এ বিষয়টি রিপোর্টে আনতে হবে; এবং	করা হয়েছে	৬৩
৪.১৬	উপরিউক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ করতে হবে।	করা হয়েছে	৬৯

১৪.০৬.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত ২য় খসড়া প্রতিবেদনে গৃহীত ব্যবস্থাবলী

ক্রমিক	কর্মশালার **সুপারিশসমূহ**	**সংশোধনী**	**পৃষ্ঠা নাম্বার**
৪.১	১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ও ২৪ মে, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভা এবং ০২ মার্চ, ২০২১ ও ১২ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করতে হবে;	করা হয়েছে	-
৪.২	প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে Critical Analysis ধর্মী মতামত ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	-
৪.৩	প্রকল্প এলাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৮
৪.৪	সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম করণ হিসেবে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের স্কোপ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা এবং বর্ধিত ব্যয়ের অনুমোদন অবস্থার বিবরণ প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	১৩
৪.৫	SOWT ANALYSIS আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান করতে হবে;	করা হয়েছে	৪২
৪.৬	তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে;	করা হয়েছে	২৩
৪.৭	মূখ্য আলোচক জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী, মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, আইএমইডি কর্তৃক প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা ও মতামত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে;		৪৩
৪.৮	প্রকল্পটির মাধ্যমে মাতারবাড়িসহ আশেপাশের এলাকায় উন্নয়নের মাধ্যমে যে ব্যাপক পরিবর্তন হতে চলছে যেমন- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উক্ত এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থানে বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আলোচ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রয়োজন।	করা হয়েছে	৫৫

নিবাহী সার-সংক্ষেপ

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের জুন নাগাদ শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে। বর্তমানে দেশে স্থাপিত ক্ষমতা ২৫,০০০ মেগাওয়াটের কিছু বেশি। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দৈনিক চাহিদা ১৩,৫০০-১৩,৭০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত উঠা নামা করে। জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে জ্বালানী বহুমুখীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো গ্যাসচালিত এবং পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রগুলো আমদানি নির্ভর তেল ব্যবহার করে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কোন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। দেশে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মজুদ কমে আসায় জ্বালানী বহুমুখীকরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পরেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হওয়ায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার জ্বালানী গ্যাসের বিকল্প হিসেবে কয়লাকে বেছে নেয়। এ কারণে সরকারের ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সবার জন্য মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে "মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

এই প্রকল্পের জন্য লবণ চাষ নির্ভর মহেশখালি উপজেলার ১৬০৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং এতে ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে ২০২৩-২০২৪ সাল পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ২ বছর। এছাড়াও ঋণ চুক্তির আওতায় প্রকল্পের জন্য দীর্ঘ ৩ বছর মেয়াদি সেবা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে যাতে জাইকা অর্থ প্রদান করবে।

এ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে ২টি ৬০০ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, প্রকল্প এলাকার জন্য সমুদ্রে গভীর নাব্যতার চ্যানেল এবং তেল ও কয়লার জন্য পৃথক পৃথক ২টি জেটি নির্মাণ, স্থায়ী টাউনশীপ নির্মাণ, বিভিন্ন পূর্ত কাজ, ভূমি অধিগ্রহণ ও তার উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের কাজগুলো উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত জাপানী ঠিকাদার এবং বিশ্বের বিভিন্ন পরামর্শক কর্তৃক চলমান রয়েছে যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে Japan এর Sumitomo Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation and IHI Corporation কাজ করছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের নামকরা প্রতিষ্ঠান TEPSCO (Japan), NIPPON KOEI (Japan), FICHTNER (Germany) & SMEC (Australia) কাজ করছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানই এই প্রকল্পের ডিজাইন করছে যেখানে উন্নত এবং সুলভ প্রযুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৪২.০%, আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৬৭% এবং ইপিসি কাজের অগ্রগতি ৫২.১১%। ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন সহায়তা কার্যক্রম, ভূমি উন্নয়ন, চ্যানেল ড্রেজিং ও সেডিমেন্ট মিটিগেশন ডাইক, Revetment, ও Seawall নির্মাণ, বয়লারের স্টোল কাঠামো ইরেকশন প্রভৃতি কাজ হয়েছে। পোর্ট ও জেটির নির্মাণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সমুদ্রগামী বিভিন্ন জাহাজ থেকে প্রকল্পের মালামাল খালাসে গত ডিসেম্বর ২০২০ থেকে নবনির্মিত একটি স্থায়ী জেটি ইতোমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আরেকটি জেটি নির্মাণাধীন।

ফরোয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্প যা মূল প্রকল্পের ট্রায়ালের আগে সমাপ্ত করা জরুরি সেগুলিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। যার মধ্যে পিজিসিবি কর্তৃক নির্মাণাধীন মাতারবাড়ী থেকে মদুনাঘাট ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এর কাজ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ১২.৬ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ। এ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সৃষ্টি হবে যা পরবর্তীতে এ ধরনের অন্যান্য প্রকল্প হাতে নিতে সহায়ক হবে।

চলমান এ বিদ্যুৎ প্রকল্পটি একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আর তদারকির জন্য রয়েছে একটি স্টিয়ারিং কমিটি যাতে বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিনিধিগণ আছেন। মনিটরিং করা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো আইএমইডি, বিদ্যুৎ বিভাগ, জাইকা, ইআরডি, বিদ্যুৎ বিভাগের সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌবরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসকের দপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা।

এটি জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বিধায় সুদের হার অন্যান্য অর্থায়নের চেয়ে কম এবং কাজের গুণগত মান ভালো। প্রকল্পে যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে। তবে ভূমি অধিগ্রহণ করা মালিকদের ক্ষতিপূরণে বিলম্ব এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা ও বারবার তা পরিবর্তন হওয়া প্রকল্পের দুর্বল দিক হিসেবে পরিচিত। প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হলে অত্র এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নত হবে এবং দেশের বিদ্যমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণসহ মহেশখালী ও অত্র এলাকায় চলমান অন্যান্য প্রকল্পের কাজকে বেগবান করবে। এর সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং শিল্পায়ন বাড়বে।

এ প্রকল্প কিছু সাধারণ সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যা দ্বিতীয় পর্যায়ের ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজেও ব্যবহার হবে। এর ফলে সে প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ও পরিচালন ব্যয় কমবে, যা শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের ট্যারিফ কমাতে ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্প একটি বন্দর সুবিধা নির্মাণ করছে, যাতে ৩৫০ মিটার প্রশস্ত, ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৮.৫ মিটার গভীর চ্যানেল অন্তর্ভুক্ত থাকছে। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য প্রথম বন্দর সুবিধা যেখানে ১৮.৫ মিটার গভীর নাব্যতার চ্যানেল থাকবে। এই অবকাঠামো মাতারবাড়ী বাণিজ্যিক বন্দরও ব্যবহার করবে, যার পরিচালন ব্যয় ও আয় সিপিজিসিবিএল এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মাঝে শেয়ার হবে। সার্বিকভাবে এই প্রকল্পের সাধারণ সুবিধাসমূহ শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের ট্যারিফ কমাতে ভূমিকা রাখবে। কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল (যা এখনও কোম্পানীর পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে) বাস্তবায়ন হলে চ্যানেলের অবকাঠামোও ব্যবহৃত হবে, যার ফলে কয়লা ভিত্তিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমে যাবে। মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিগ-বি উদ্যোগের দ্বার উন্মোচিত হবে, যা নিয়েছেন বাংলাদেশ ও জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। যেটি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দেবে। বর্তমানে মাতারবাড়ী এলাকায় ৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মিডি কমিটি কাজ করছে, যা বিগ-বি উদ্যোগের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ যাতে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয় সে জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন; প্রকল্পের জন্য বিদেশে প্রস্তুতাধীন যন্ত্রাদির নির্মাণ কাজ কোন পর্যায়ে আছে তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন এবং ফ্যাক্টরীতে টেস্টিং এর সময় CPGCBL এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন; প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি সহ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ডিপিপি সংশোধন ও অনুমোদন করা প্রয়োজন; FAPAD অডিট সংক্রান্ত যে তিনটি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন; আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি পরিচালনার জন্য প্রকল্প নিজেদের হাতে বুঝে নেয়ার পূর্বেই এদেশীয় প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা মনিটরিং করা দরকার; সারা বছর প্রকল্প সংলগ্ন চ্যানেলের নাব্যতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মনিটরিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহও নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত করা দরকার; সরকারের ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সবার জন্য মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের এই ধরনের প্রকল্পে শুরু থেকেই পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া উচিত; ফরোয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক। এর ধারাবাহিকতায় অবশিষ্ট কাজগুলোও যেন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ট্রায়ালের আগেই সমাপ্ত হতে পারে সেটি মনিটরিং করা প্রয়োজন। মূল প্রকল্পের ব্যয় ৩৫,৯৮৪,৪৫.৯৮ কোটি টাকা। সংশোধিত প্রস্তাব করা হয়েছে ৫২,৩৮৮,৭৭.১১ কোটি টাকা। গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের সংস্থান রাখা ব্যয় বৃদ্ধির অন্যমত কারণ। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গের স্কোপ বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিরও অন্যমত কারণ গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের স্কোপ বৃদ্ধি পাওয়া।

List of Abbreviations

Acronyms	:	Elaboration
CPGCBL	:	Coal Power Generation Company Bangladesh Limited
CPA		Chittagong Port Authority
DDS	:	Data Development Services
EA	:	Executing Agency
ERD		Economic Relations Division
FAPAD	:	Foreign Aided Projects Audit Directorate
FGD	:	Focus Group Discussion
GOB	:	Government of Bangladesh
ICB	:	International Competitive Bidding
IDB	:	Islami Development Bank
IMED	:	Implementation Monitoring & Evaluation Division
JICA		Japan International Cooperation Agency
KII	:	Key Informant's Interview
MIDI		Moheshkhali Integrated Development Initiative
RFP		Request for Proposal
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper
DPP	:	Development Project Proposal
RPA	:	Reimbursable Project Aid
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SWOT	:	Strength Weakness opportunity & Threat
TOR	:	Terms of Reference

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের জুন নাগাদ শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্লান অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশে স্থাপিত ক্ষমতা ২৫,০০০ মেগাওয়াটের কিছু বেশি। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দৈনিক চাহিদা ১৩,৫০০-১৩,৭০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত উঠা নামা করে। জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে জ্বালানী বহুমুখীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো গ্যাসচালিত এবং পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রগুলো আমদানি নির্ভর তেল ব্যবহার করে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কোন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নাই। দেশে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মজুদ কমে আসায় জ্বালানী বহুমূখীকরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পরেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হওয়ায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার জ্বালানী গ্যাসের বিকল্প হিসেবে কয়লাকে বেছে নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সরকারের ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সবার জন্য মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে "মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। স্থিতিশীল ও নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। আগামীতে বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ভিশন ও মিশন হলো-সকল জনগণকে ২০২১ সালের মধ্যে নির্ভরযোগ্য এবং গুণগতমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনয়ন করা এবং বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সকলকে নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটি সরকারের উক্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এটি বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

১.১.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট।
উদ্যোগী ন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৩ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে) প্রকল্পের সমাপ্তি ডিসেম্বর ২০২৬ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)
প্রকল্পের অবস্থান	:	মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়ন, উপজেলা-মহেশখালী, জেলা-কক্সবাজার
অর্থায়নের উৎস		জিওবি, জাইকা ঋণ সহায়তা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থ
উন্নয়ন সহযোগী	:	জাইকা

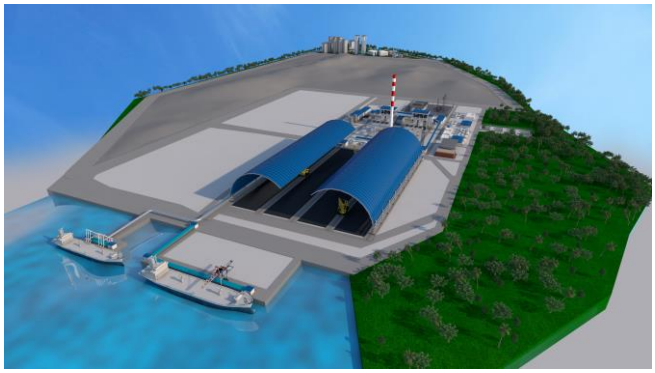
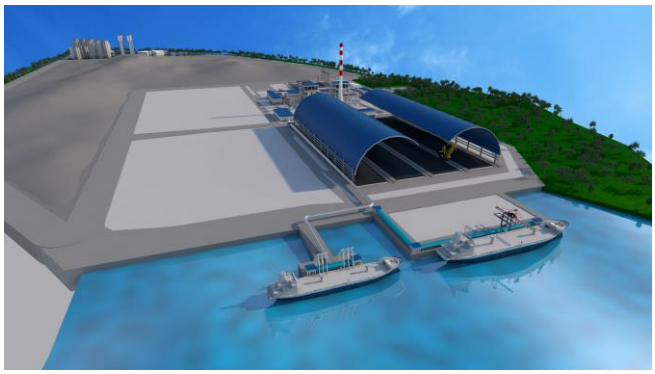

ছবিঃ প্রকল্পের প্রস্তাবিত থ্রি-ডি দৃশ্য

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

প্রকল্পের নামঃ "মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধন)"

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

মূল প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ১২ আগস্ট ২০১৪।

	প্রকল্প শুরু	**প্রকল্প সমাপ্ত**
মূল অনুমোদিত ডিপিপি	জুলাই/২০১৪	জুন/২০২৩
প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি	জুলাই/২০১৪	ডিসেম্বর/২০২৬

প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	**জেলা**	**উপজেলা**	**ইউনিয়ন**
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	মহেশখালী	মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা

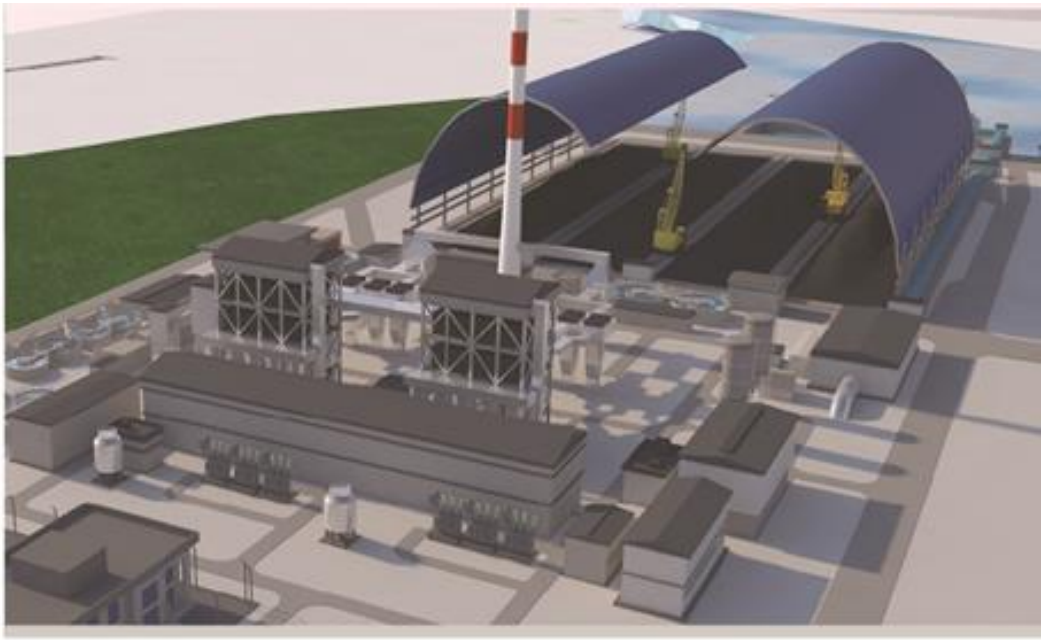

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমঃ

- মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে ২×৬০০ মে:ও: ক্ষমতার আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ;
- কোল আনলোডিং সুবিধাসম্পন্ন ১৪.৩ কি:মি: দীর্ঘ, ৩৫০ মি: প্রশস্ত ও ১৮.৫ মি: গভীরতা সম্পন্ন চ্যানেল নির্মাণ;
- ২০২৪ সালের মধ্যে মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ; এবং
- জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ

- চ্যানেল নির্মাণ (১৪.৩ কি:মি: দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮.৫ মিটার গভীর), সি-ওয়াল ও Revetment নির্মাণ এবং Sediment Mitigation Dike সহ আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিস;
- Deep Mixing Method (DMM) এবং PVD-PHD পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন;
- কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটি, কোল ইয়ার্ড এবং ২৭৫ মি. উচ্চ চিমনি নির্মাণ;
- ২×৬০০ মেঃওঃ ক্ষমতার আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিস নির্মাণ;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন;
- টাউনশিপ নির্মাণ; এবং
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন করা হয় ২০১৪ সালে। তবে ইতোমধ্যে অনুমোদনের জন্য একটি সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে প্রকল্পের সময় ও ব্যয় উভয়টিই বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। প্রকল্পের ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তুলনামূলক তথ্যাবলী নিম্নের সারণিতে সন্নিবেশিত হলোঃ

প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)

বিষয়	প্রাক্কলিত ব্যয়					বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		নিজস্ব অর্থায়ন		
মূল	৩৫৯৮৪৪৫.৯৮	৪৯২৬৬৫.৬৬	২৮৯৬৯০৩.৬৩		২১১৮৭৬.৬৯	জুলাই ২০১৪ –জুন ২০২৩ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে)	১২.০৮.২০১৪
প্রস্তাবিত ১ম সংশোধন	৫২৩৮৮৭৭.১১	৬৪৩০৬৩.৯৯	৪২০৪৯৭৩.৪৮	২৩৭৭৭৯.৯০	১৫৩০৫৯.৭৫	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২৬	-
ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	১৬৪০৪৩১.১৩	১৫০৩৯৮.৩৩	১৩১১০৬৯.৮৫	*২৩৭৭৭৯.৯০	-৫৮৮১৬.৯৫	-	-
ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	৪৫.৫৯%	৩০.৫৩%	৪৫.৩০%		-২৭.৭৬%	-	-

*প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২৩৭৭৭৯.৯০ লক্ষ টাকা "মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" এর অতিরিক্ত ১০০মিটার চ্যানেল ড্রেজিং এবং ৩৯৭ মিটার ব্রেক ওয়াটার নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে। যা ভ্যারিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে সিপিজিসিবিএল এর ইপিসি ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যকর করা হবে। অপরদিকে সরকারের এই অতিরিক্ত ঋণ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করবে। উল্লেখ্য যে, চ্যানেলের বর্ধিত কাজের নির্মাণের জন্য উল্লিখিত অতিরিক্ত প্রাক্কলিত ব্যয়টি "মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" এ দেখানো হয়েছে শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য এবং এই খরচের বিপরীতে কোন এডিপি বরাদ্দ প্রযোজ্য হবে না। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাটি বিদ্যুৎ বিভাগ এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাঝে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্টেন্ডিং, বিদ্যুৎ বিভাগ, ইআরডি ও জাইকার মাঝে স্বাক্ষরিত এমওডি, মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রস্তাব এবং আন্তমন্ত্রণালয়ের সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পের অবস্থান

From	To	Km
Project Area	Ctg. City	67
	Chokoria	20
	Cox's Bazar City	33
	Cox's Bazar Air Port	31
	Sonadia Island	24

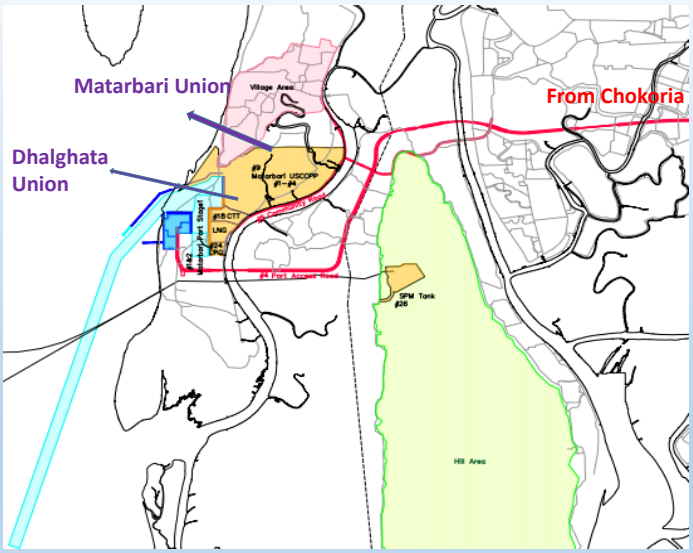

23-Jun-21 3

১.৪ প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন মাইলফলক

সিপিজিসিবিএল কর্তৃক ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন মাইলফলক নিম্নে দেখানো হলো

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা	লক্ষ্য অর্জন
১	ডিপিপি অনুমোদন	৩১ মার্চ ২০১৩	১২ আগষ্ট ২০১৪
২	EIA রিপোর্ট অনুমোদন	৩১ অক্টোবর ২০১৩	১০ ইঅক্টোবর ২০১৩
৩	সরকারের সাথে সাপসিডিয়ারি লোন চুক্তি	এপ্রিল ২০১৪	২৮ জুলাই ২০১৪
৪	পরামর্শক নিয়োগের জন্য (RFP)	এপ্রিল ২০১৪	৮ মে ২০১৪
৫	জাইকার সহিত ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর	১৬ মার্চ ২০১৪	৬ জুন ২০১৪
৬	ভুমি অধিগ্রহণ	-	১৪ আগষ্ট ২০১৪
৭	পরামর্শক (MJVC) বাছাই	অক্টোবর ২০১৪	৭ জানুয়ারি ২০১৫
৮	EPC বাছাইয়ের জন্য চূড়ান্ত দরপত্র প্রদান	মার্চ ২০১৬	২৪ মার্চ ২০১৬
৯	EPC বাছাই	এপ্রিল ২০১৭	২৭ জুলাই ২০১৭
১০	EPC চুক্তি স্বাক্ষর	-	২৭ জুলাই ২০১৭
১১	EPC কার্যক্রম শুরু	-	২২ আগষ্ট ২০১৭
১২	Unit-1 বয়লার স্থাপনের জন্য পাইলিং কাজ শুরু	৭ই এপ্রিল ২০২০	৫ই মার্চ ২০২০
১৩	Unit-1 এর টেস্টিং ও কমিশনিং	জানুয়ারি ২০২৪	
১৪	Unit-2 এর টেস্টিং ও কমিশনিং	জুলাই ২০২৪	

১.৫ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

২০১৪ সালের মূল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবটি সংশোধন করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এতে বিদ্যুৎ প্রকল্পটির জন্য সময় ও ব্যয় উভয়টিই বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ মেয়াদী এ প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো চ্যানেল ড্রেজিং ও চ্যানেলের অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ ও জেটি নির্মাণ কাজে এবং প্রকল্পের ওয়ারেন্টি সেবার সময় বৃদ্ধি পাওয়া সংশোধনের কারণগুলোর বিস্তারিত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি

জাইকা ওডিএ ঋণ সহায়তায় মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট বাংলাদেশ সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প। জাইকা কর্তৃক সম্পাদিত প্রাথমিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে মূল ডিপিপি প্রণীত হয়েছিল যা ১২ আগস্ট ২০১৪ সালে অনুমোদিত হয়। সেখানে প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয়েছিল জুলাই/২০১৪ থেকে জুন/২০২৩। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ প্রাথমিক সার্ভে রিপোর্ট ২০১৩ পর্যালোচনা করেন এবং অতিরিক্ত ৭৩টি বোরহোলের (জাইকা ৪৫টি এবং পরামর্শক ২৮টি) মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সয়েল প্রফাইল অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। সয়েল প্রফাইলের পূর্ণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার মাটির গুণগত অবস্থা জাইকা কর্তৃক প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনায় অপ্রত্যাশিতভাবে খুবই দুর্বল। কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের পরামর্শক প্রকল্প এলাকায় সাবসয়েল উন্নয়ন কাজের জন্য ডীপ মিক্সিং মেথড (ডিএমএম) রেকমেন্ড করেন। আর পাওয়ার ব্লক এরিয়ায় ভূমির রিক্লেমেশেনের জন্য প্রিফেব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেইন (পিভিডি) পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয় পরামর্শকের পক্ষ থেকে। এই বড় পরিবর্তনটি নভেম্বর ৩০ থেকে এবং ডিসেম্বর ১০, ২০১৫ তারিখের মধ্যে জাইকা এপ্রেইজাল মিশনের পরিদর্শনে নিশ্চিত করা হয়। ইতোপূর্বে প্রকল্প এলাকার দুর্বল মাটির উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় নিয়ে উপর্যুপরি আরো দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগে অনুষ্ঠিত ২য় সভাটিতে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজকে আরো একটি বিড দ্বারা পৃথক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। সাথে সাথে সয়েল ইমপ্রুভমেন্টের জন্য সিমেন্ট মিশ্রণ ব্যবহারের দিকটি পরামর্শক কর্তৃক পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

ডিটেইল ডিজাইনে এসে চ্যানেলের নাব্যতা সংকটটি প্রতিভাত হয়। চ্যানেলের কাজের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে ৩.০ কিঃমিঃ থেকে ১৪.৩০ কিঃমিঃ, নাব্যতা ১৫ মিঃ থেকে ১৮.৫ মিঃ উন্নীত করা হয় এবং সেডিমেন্টেশন মিটিগেশন, সী-ওয়াল, রিভেটমেন্ট ও নেভিগেশন এইড সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সংযুক্ত হয় যা প্রাথমিক নিরীক্ষায় আলোচনা হয়নি। প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির জন্য পাওয়ার প্লান্ট ও পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণ কাজের ইপিসি কন্ট্রাকটর নিয়োগের পূর্বেই প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ (২.৭৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ, ১০০ মিঃ প্রশস্ত ও ৭ মিঃ গভীর চ্যানেল নির্মাণ) পৃথক প্যাকেজের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

২০১৬ সালে গুলশানের ঘটনার প্রেক্ষিতে ইপিসি বিড সাবমিশন দীর্ঘায়িত হয় (জুলাই ২০১৬ থেকে জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত) এবং পাওয়ার প্লান্টের ওয়ারেন্টি সময়সীমাও ১২মাস থেকে ২৪ মাসে বৃদ্ধি করা হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর কারণে প্রকল্পের প্রি-কনস্ট্রাকশন সময় ১১ মাস বর্ধিত হয়েছে (২০ মাস থেকে ৩১ মাসে), নির্মাণকালীন সময় ৮ মাস (৭৬ মাস হতে ৮৪ মাসে) বর্ধিত করা হয়। ইপিসি কাজ শুরু করেছে ২ আগস্ট ২০১৭ থেকে। ইপিসি কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী, ১ম ইউনিটের সি.ও.ডি হলো জানুয়ারী ২০২৪ এবং ২য় ইউনিটের সি.ও.ডি.

হলো জুলাই ২০২৪ এবংওয়ারেন্টি পিরিওড শেষ হবে জুলাই ২০২৬। সে হিসেবে উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে প্রজেক্টের কার্যকাল প্রস্তাব করা হয়েছে জুলাই/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময়কালকে।

(খ) নিম্নোক্ত কাজ/যন্ত্রপাতি সমূহে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি জনিত কারণেঃ

প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয় ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় অনুমোদিত ডিপিপির তুলনায় ১৬৪০৪৩১.১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এর ভেতর ২৩৭৭৭৯.৯০ (৬.৬১%) লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ড্রেজিং কাজ এবং ৩৯৭ মিটার ব্রেক ওয়াটার নির্মাণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সেবা বাবদ। অধিকন্তু ১৭৭৭২১.২৩ (৪.৯৪%) লক্ষ টাকা মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের জন্য বৃদ্ধি পাবে।

ব্যয় বৃদ্ধির বড় কারণগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্যাকেজ ১-১ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নির্মাণ) এবং চ্যানেল ও জেটি নির্মাণঃ

প্যাকেজ-১-১ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পূর্ত) ও চ্যানেল ও জেটি নির্মাণে মোট ব্যয় মূল ডিপিপিতে আছে ৭০৯১২৫.০ লক্ষ টাকা যা বৃদ্ধি পাবে ১৪৩২৬৯৭.৬৯ লক্ষ টাকা। এর ভেতর মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে পরামর্শক সেবা ব্যতিত অতিরিক্ত কাজের (অতিরিক্ত ১০০ মিঃ চ্যানেল প্রশস্তকরণ এবং ৩৯৭ মিঃ ব্রেক ওয়াটার নির্মাণ) জন্য ২৩৫০,১৩.১৩ লক্ষ টাকা। ১১৯৭৬,৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা মাতারবাড়ি পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্টে মাটির উন্নয়নের জন্য (ডিএমএম এবং পিভিডি অনুযায়ী), নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চ্যানেলের প্রয়োজনীয় পরিবর্ধনের জন্য (৩.০ কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং ১৫.০ মিঃ গভীর চ্যানেল থেকে ১৪.৩০ কিঃমিঃ দীর্ঘ ও ১৮.৫ মিঃ গভীর চ্যানেল করা) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর জন্য বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত কাজ ও ব্যয় ভ্যারিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যকর করা হবে। এটি সিপিজিসিবিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

(২) প্যাকেজ-১-২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার (ইপিসি অংশ)

ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এবং মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামার জন্য এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৬৫০,৮৫.৪২ লক্ষ টাকা যা মূল ডিপিপিতে আছে ৮০৩৭,১৮.৭৫ লক্ষ টাকা।

(৩) প্যাকেজ-১-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন ও জেনারেটর (ইপিসি অংশ):

মূল ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ৪৫৭৯,০৬.২৫ লক্ষ টাকা। ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এবং মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামার জন্য এ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৬৪২,১৯.৩৯ লক্ষ টাকা।

(৪) প্যাকেজ-১-৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং সিষ্টেম (ইপিসি অংশ)

ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এবং মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামার জন্য এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১৯২২৯.২৯ লক্ষ টাকা যা মূল ডিপিপিতে ২২২৩৫৯.৩৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

(৫) প্যাকেজ-১-৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (১২০ পিএম) (ইপিসি অংশ)

ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৭৪৯.৬৩ লক্ষ টাকা মূল ডিপিপিতে যে খরচ ১৪৮৭.৭০ লক্ষ টাকা।

(৬) প্যাকেজ-১-৭ ট্রায়াল রান (ইপিসি)

মূল ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ১৯২৬৬৪.০৬ লক্ষ টাকা। ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ২৫২৮৩.৫৬ লক্ষ টাকা।

(৭) প্যাকেজ-৯ বিদ্যুত কেন্দ্র ষ্টাটআর্প এর যন্ত্রপাতি (ইপিসি)

ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এবং মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামার জন্য এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১৯২.৬২ লক্ষ টাকা।

(৮) ইন্সুরেন্স লোকাল ট্রান্সপোর্ট পোর্ট হ্যান্ডিলিং চার্জ ৭% সিএনএফ (ইপিসি)

ইপিসি কন্ট্রাক্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে এবং মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামার জন্য এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১০৬৮১.১৭ লক্ষ টাকা।

(৯) পরামর্শক সেবা পোর্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও কয়লা ক্রয় সংক্রান্ত লোকাল ১১৪৩.০২ pm ও বিদেশি ১৪২৬.৩৪ pm

পরামর্শক সেবার ব্যয় ৩২৭৮১.৫৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এর ভেতর মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্টের অতিরিক্ত কাজের জন্য ২৭৬৬.৭৭ লক্ষ টাকা যা সরকারকে সিপিএ ফেরত দেবে, ১২৬২৯.৮১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে পরামর্শকের সাথে চুক্তি মুল্য বৃদ্ধির কারণে এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি, পোর্ট ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্ধিত কাজ ও ওয়ারেন্টি সময়কাল বৃদ্ধির কারণে ব্যয় বাড়বে ১৭৩৮৫০.০১ লক্ষ টাকা।

(১০) ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর

কনসালটেন্সি সার্ভিসের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান ভ্যাট-আইটি নীতিমালার (১৫%+১০.৫% থেকে ১৫%+১২%) কারণে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১০৫৯৫.৬৮ লক্ষ টাকা।

(১১) পল্লী বিদ্যুতায়ন টেস্টিং আইটি বাবদ

বিভিন্ন ভৌত কাজের প্রেক্ষিতে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৩৬৪৩.৫৪ লক্ষ টাকা। পিজিসিবি এবং বিআরইবির মাঝে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে পল্লী বিদ্যুতায়ন ফ্যাসিলিটির যাবতীয় ব্যয় পিজিসিবি এবং বিআরইবি পরিশোধ করবে।

(১২) ইরেকশন ও কমিশনিং এর উপর ভ্যাট ৭.৫% + ৭.৫% আয়কর (জিওবি অংশ)

বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণে ইপিসি ব্যয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান ভ্যাট-আইটি নীতিমালার (৫.৫%+৫.০% থেকে ৭.৫%+৭.৫%) কারণে এখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১৫৩১২৩.২৮ লক্ষ টাকা।

(১৩) পূর্ণবাসন এ্যাকশন প্ল্যান এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান (NGO-র সহায়তা

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যানের এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিকস সহ পুনর্বাসন বাজেট প্রস্তুতির কারণে এ খাতে ২১৬৫৭.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

(১৪) ভূমি উন্নয়ন (১৩৬০৩৫৪.৬৯) কিউবিক মিটার টাউনশীপ এর জন্য

ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১৮৮৪.৩৪ লক্ষ টাকা যার কারণ হচ্ছে টাউনশীপ এলাকার ভূমির উন্নয়নের উচ্চতা ৮মিঃ হতে ১০মিঃ এ বৃদ্ধি এবং টাউনশীপ এলাকার আয়তন ১০.৫ হেকটর বৃদ্ধি (১৭ হেকটর থেকে ২৭.৫১ হেকটর)।

(১৫) পূর্তকাজ (অনাবাসিক) টাউনশিপ এর জন্য

ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৬৮৯০.২৩ লক্ষ টাকা। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত ব্যয় একটি বড় কারণ। এছাড়াও ইটিপি/ এসটিপি/ডব্লিউটিপি এর জন্য বর্ধিত ব্যয় ও ভূমি উন্নয়নে উচ্চতা বৃদ্ধি এবং টাউনশীপ এলাকার আয়তন বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য।

(১৬) টাউনশীপ এর জন্য পূর্ত কাজ (আবাসিক)

পূর্বের প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে গাণিতিক ভুলের কারণে এবং পিডব্লিউডি'র সংশোধিত শিডিউল এর কারণে ব্যয় ৪২১২.৫৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে যা পূর্বের হিসেবে ৮৬৭৪.৭২ লক্ষ টাকা।

(১৭) ট্রান্সপোর্ট/যানবাহন

ব্যয় হ্রাস পাবে ১০৫৬.৬৫ লক্ষ টাকা।

(১৮) টাউনশীপ উন্নয়ন ও বাহ্যিক পরিবীক্ষণ এর পরামর্শ সেবা

সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৪৩৮.১২ লক্ষ টাকা।

(১৯) কাস্টমস ডিউটি, ট্যাক্সেস ও ভ্যাটঃ

পাওয়ার প্লান্ট ও পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণে ইপিসি ব্যয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান নীতিমালার কারণে ব্যয় বাড়বে ৫২৮৮৯.৩০ লক্ষ টাকা।

(২০) অফিস কেনা/ভাড়া, ফার্নিচার, যন্ত্রপাতি (টাউনশীপ)

৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে যার কারণ হচ্ছে বিদেশীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা এবং পুলিশ/আনছার ব্যারাকের জন্য অতিরিক্ত আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়।

(২১) বিবিধ খরচ (ডিসপিউট বোর্ড, প্রভৃতি, লাম্পসাম (দেশি এবং বিদেশি))

ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১৯১৪০.২০ লক্ষ টাকা।

(২২) ৬০% ইকুইটি ৪০% ঋণ হিসাবে অভ্যন্তরীণ GoB খাতে ৩% হারে সুদ বাবদ এবং বিদেশি খাতে ২% হারে

ব্যয় কমবে ৫৮৮১৬.৯৫ লক্ষ টাকা।

(২৩) Physical contingency

Physical contingency সরাসরি ব্যয়ের ২% ধরার কারণে এ খাতে ব্যয় হ্রাস পাবে ৬১৯০২.৯৪ লক্ষ টাকা।

(২৪) Price contingency

Price contingency সরাসরি ব্যয়ের ৫% ধরার কারণে এ খাতে ব্যয় হ্রাস পাবে ১১১০৬২.০৩ লক্ষ টাকা যা পূর্বের হিসেবে ধরা আছে ২৯৯০১৫.৬৩ লক্ষ টাকা।

১.৬ লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিবর্তনের তুলনামূলক বিবরণ

ক্র.	কাজের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে কাজের পরিধি	প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে কাজের পরিধি	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (কোটি টাকার)
০১	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫০০ একর	১৬০৮ একর	০.০০
০২	চ্যানেল, জেটি, ভূমি উন্নয়ন, পাওয়ার প্ল্যান্ট সিভিল ওয়ার্কস	চ্যানেল অবকাঠামো ৩ কি.মি. দীর্ঘ ২৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণ	চ্যানেল অবকাঠামো (ক) ১৪.৩ কি.মি. দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮.৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণ (খ)Dyke, Seawall, Revetment, Embankment (গ) Navigation Aids, etc	১৪,৩২৬.৯৭
		ভূমি উন্নয়ন : Compaction & Reclamation	ভূমি উন্নয়ন : (ক) Deep Mixing Method (DMM) (খ)Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) পদ্ধতিতে Land Reclamation	
০৩	পাওয়ার প্ল্যান্ট	পাওয়ার প্ল্যান্ট প্যাকেজের অংগসমূহ : বয়লার, টারবাইন,	পাওয়ার প্ল্যান্ট প্যাকেজের অংগসমূহ : (ক) বয়লার, টারাইন, জেনারেটর,কয়লা এবং উৎপন্ন	১,৪০৭.৭৭

		জেনারেটর, কয়লা এবং উৎপন্ন এ্যাস ব্যবস্থাপনা, ট্রায়াল রান, অন্যান্য	এ্যাস ব্যবস্থাপনা, ট্রায়াল রান, অন্যান্য (খ) Security Module	
০৪	পরামর্শক সেবা (Port-Power Plant, Coal Procurement, etc)	২৩৮৩ জন-মাস (স্থানীয় ১৩৪১ ও বৈদেশিক ১০৪২ জন মাস)	২৬৮৬ জন মাস (স্থানীয় ১১৬৯ ও বৈদেশিক ১৫১৭ জন মাস)	৩২৭.৮২
০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন	সঞ্চালন লাইন (সিঙ্গেল টাওয়ার) ও ২ X ১৫/২৫ এমভিও উপকেন্দ্র নির্মাণ	সঞ্চালন লাইন (ডাবল টাওয়ার) ও ২ X ২৫/৪১ এমডিও উপকেনদ্র নির্মাণ	৩৬.৪৪
		বিতরন লাইন ও ৫ এমভিও উপকেন্দ্র নির্মাণ	বিতরণ লাইন ও ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ	
০৬	পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ কার্যক্রম	থোক	Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) অনুযায়ী (ক) এককালীন সহায়তাসহ জমির অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ (খ) ক্ষতিগ্রস্থদের প্রশিক্ষন প্রদান (গ) ছিন্নমূলের জন্য ৫০টি বাড়ি নির্মাণ (ঘ) প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন	২১৬.৫৮
০৭	টাউনশীপ নির্মাণ	টাউনশীপ নির্মাণ কাজের অংগসমূহ : (ক) ভূমি উন্নয়ন (উচ্চতা ৮ মিটার ও আয়তন ১৭ হেক্টর) (খ) আবাসিক-অনাবাসিক ভবন নির্মাণ	টাউনশীপ নির্মাণ কাজের অংগসমূহ : (ক) ভূমি উন্নয়ন (১০ মি. ২৭ হেক্টর) (খ) আবাসিক-অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (গ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ (ঘ) ETP/STP/WTP	১২৯.৮৭
০৮	ভ্যাট-এআইটি, আমদানী শুল্ক	থোক	থোক	২,১৬৬.০৮
০৯	লোকাল ট্রান্সপোর্টেশন ইন্স্যুরেন্স, অন্যান্য	থোক	থোক	১০৬.৮১
১০	নির্মাণকালীন সুদ (IDC)	জিওবি ঋণের ৩% বৈদেশিক ঋণের ২%	জিওবি ঋণের ৩% বৈদেশিক ঋণের ২%	-৫৮৮.১৭
১১	কন্টিনজেন্সি	থোক	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ২% প্রাইস কন্টিনজেন্সি ৫%	-১,৭২৯.৬৫

উপরোক্ত সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, চ্যানেল ও জেটি নির্মাণে বর্ধিত ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হবে। উল্লেখ্য যে, বর্ধিত চ্যানেলটি শুধু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজের জন্য নয় বরং প্রস্তাবিত 'মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে' ও তা ব্যবহার হবে। ফলে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের ২৩৭৭.৭৯৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে একই প্রক্রিয়ায় বর্তমান ঠিকাদারের মাধ্যমেই কিন্তু তার ঋণ পরিশোধ করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

১.৭ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

২০১৪ সালের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১২০০ মেঃওঃ কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫৯৮৪৪৫.৯৮ লক্ষ টাকা। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মোট ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ১৬৪০৪৩১.১৩ লক্ষ টাকা যার ভেতর প্রকল্প সাহায্য থেকে ১৫৪৮৮৪৯.৭৫ লক্ষ টাকার (বৃদ্ধি ৪৫.৩%) এবং জিওবি ফান্ড থেকে ১৫০৩৯৮.৩৩ লক্ষ টাকার (বৃদ্ধি ৩০.৫৩%) সংস্থান করা হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৪৫.৫৯%।

মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান চ্যানেলের বর্ধিত অংশের জন্য ড্রেজিং এবং অতিরিক্ত ব্রেক ওয়াটার নির্মাণ বাবদ ২৩৭৭৭৯.৯০ লক্ষ টাকা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারকে পরিশোধ করবে।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ

প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের তালিকা নিম্নরূপঃ

- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির ৬০০ মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ইউনিট নির্মাণ
- মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক
- মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পূর্ত কাজ
- প্রকল্প এলাকা লেভেলিং এবং অবকাঠামো নির্মাণ
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন সমুদ্রে ১৪.৩০ কি.মি. দীর্ঘ, ২৫০ মি. প্রশস্ত ও ১৮.৫ মি. গভীর চ্যানেল নির্মাণ
- কয়লা ও তেল আনলোডিং এর জন্য জেটি নির্মাণ
- Exhaust Gas নির্গমনের জন্য ২৭৫ মি. উঁচু চিমনী নির্মাণ
- ফ্লু গ্যাস ডি-সালফারাইজেশন ইউনিট স্থাপন
- স্থায়ী টাউনশীপ নির্মাণ
- ১৩৬০৩৫৪.৬৯ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে)
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০ মি. উঁচু ভূমি উন্নয়ন
- ১৬০৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ
- প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান
- পল্লী বিদ্যুতায়ন
- নগরায়ন
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬০০ মেঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন আরো দুটি ইউনিট নির্মাণের জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান।

১.৯ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

ডিপিপি ও প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি-১.১: অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্র আর্থিক **(লক্ষ টাকায়)**

আর্থিক কোড	আর্থিক সাব-কোড	আর্থিক সাব-কোডের ভিত্তিতে অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে							প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি						
			একক	পরিমাণ	ব্যয়					একক	পরিমাণ	ব্যয়				
					মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)			মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)
							ডিপিএ							ডিপিএ		
							পিডি	ডিপি						পিডি	ডিপি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়																
৩১১১১	৩১১১১	অফিসারের বেতন	সংখ্যক	৪৭.০	৫৫৩৬.২৫	০	০	০	৫৫৩৬.২৫	নম্বর	৪৭.০	৫৫৩৬.২৫	০	০	০	৫৫৩৬.২৫
৩১১১২	৩১১১২	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যক	৬৯.০	১৬৫৩.৯৮	০	০	০	১৬৫৩.৯৮		৬৯.০	১৬৫৩.৯৮	০	০	০	১৬৫৩.৯৮
৩১১১৩	৩১১১৩	ভাতাদি	লাম্প সাম	লাম্প সাম	৫৩৯২.৬৮	০	০	০	৫৩৯২.৬৮			৫৩৯২.৬৮	০	০	০	৫৩৯২.৬৮
৩২৪৩১ ৩২৫৮১	৩২৪৩১ ৩২৫৮১	সরঞ্জামাদির মেরামত, সংরক্ষণ ইত্যাদি	লাম্প সাম	লাম্প সাম	৮৭১.২০	০	০	০	৮৭১.২০			৮৭১.২০	০	০	০	৮৭১.২০
মোট রাজস্ব ব্যয়					১৩৪৫৪.১১	০	০	০	১৩৪৫৪.১১			১৩৪৫৪.১১	০	০	০	১৩৪৫৪.১১
(খ) **মূলধনী ব্যয়**																
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-১ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পূর্ত) ও চ্যানেল ও জেটি নির্মাণ	লট	১	৭০৯১২৫.০	০	০	৭০৯১২৫.০	০	লট	২	২১৪১৮২২.৬৯	০	০	২১৪১৮২২.৬৯	০
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার (ইপিসি অংশ)	লট	১	৮০৩৭১৮.৭৫	০	০	৮০৩৭১৮.৭৫	০	লট	১	৮৬৮৮০৪.১৭	০	০	৮৬৮৮০৪.১৭	০
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন ও জেনারেটর (ইপিসি অংশ)	লট	১	৪৫৭৯০৬.২৫	০	০	৪৫৭৯০৬.২৫	০			৫২২১২৫.৬৪	০	০	৫২২১২৫.৬৪	০
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং সিষ্টেম	লট	১	২২২৩৫৯.৩৮	০	০	২২২৩৫৯.৩৮	০	লট	১	২৪১৫৮৮.৬৬	০	০	২৪১৫৮৮.৬৬	০

আর্থিক কোড	আর্থিক সাব-কোড	আর্থিক সাব-কোডের ভিত্তিতে অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে							প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি						
			একক	পরিমাণ	ব্যয়					একক	পরিমাণ	ব্যয়				
					মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)			মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)
							ডিপিএ							ডিপিএ		
							পিডি	ডিপি						পিডি	ডিপি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		(ইপিসি অংশ)														
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ইপিসি অংশ)	লট	১	১৪৮৭.৭০	১৩৬	০	১৩৫১.৭০	০	লট	১	৭৩৮.০৭	১৩৬.০০	০	৬০২.০৭	০
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-৬ LTSA contract ৩ বছর (ইপিসি অংশ)	লট	০	০	০	০	০	০	লট	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-১-৭ ট্রায়াল রান (ইপিসি)	লট	১	১৯২৬৬৪.০৬	০	০	১৯২৬৬৪.০৬	০	লট	১	১৬৭৩৮০.৫০	০	০	১৬৭৩৮০.৫০	০
৪১১২৩	৪১১২৩	প্যাকেজ-৯ বিদ্যুত কেন্দ্র ষ্টাটআর্প এর যন্ত্রপাতি (ইপিসি)	লট	১	১৬৯৫.৩১	৫০০	০	১১৯৫.৩১	০	লট	১	১৮৮৭./৯৪	০	০	১৮৮৭.৯৪	০
৪১১২৩	৪১১২৩	ইন্সুরেন্স লোকাল ট্রান্সপোর্ট পোর্ট হ্যান্ডিলিং চার্জ ৭% সিএনএফ (ইপিসি)	লট	১	১০০৭০১.০২	১০০৭০১.০২	০	০	০	লট	১	১১১৩৮২.১৮	০	০	১১১৩৮২.১৮	০
৩২৫৭১০১	৩২৫৭১০১	পরামর্শক সেবা পোর্ট, বিদ্যুতকেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও কয়লা ক্রয় সংক্রান্ত ১১৬৯ pm লোকাল ও বিদেশি ১৫১৭ pm	পিএম	লোকাল ১৩৪১ পিএম বিদেশি ১০৪২ পিএম	৫০৭১১.০৯	০	০	৫০৭১১.০৯	০	পিএম	লোকাল ১১৬৯ পিএম বিদেশি ১৫১৭ পিএম	৮৩৪৯২.৬৮	০	০	৮৩৪৯২.৬৮	০
৩৮২১১০১	৩৮২১১০১	ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর	%	ভ্যাট-১৫% এআইটি-১০.৫%	১১২০০.৩২	১১২০০.৩২	০	০	০	%	ভ্যাট-১৫% এআইটি-১২%	২১৭৯৬.০০	২১৭৯৬.০০০	০	০	০

আর্থিক কোড	আর্থিক সাব-কোড	আর্থিক সাব-কোডের ভিত্তিতে অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে							প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি						
			একক	পরিমাণ	ব্যয়					একক	পরিমাণ	ব্যয়				
					মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)			মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)
							ডিপিএ							ডিপিএ		
							পিডি	ডিপি						পিডি	ডিপি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪১১২৩	৪১১২৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন টেস্টিং আইটি বাবদ	এল এস		৭১২৫.০০	০	০	৭১২৫.০০	০			১০৭৬৮.৫৪	০	০	১০৭৬৮.৫৪	০
৩৮২১১০১	৩৮২১১০১	ভ্যাট ৭.৫% + ৭.৫% এবং আয়কর, ইরেকশন ও কমিশনিং	%	ভ্যাট-৫.৫% এআইটি-৫%	১১৮২৫৯.৫৩	১১৮২৫৯.৫৩	০	০	০	%	ভ্যাট-৭.৫% এআইটি-৭.৫%	২৭১৩৮২.৮১	২৭১৩৮২.৮১	০	০	০
৪১৪১১০১	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৫০০.০	৩০০০০.০	৩০০০০.০	০	০	০	একর	১৬০৮.৪৬	৩০০০০.০	৩০০০০.০	০	০	০
৪১৪১১০১	৪১৪১১০১	পুর্নবাসন এ্যাকশন প্ল্যান এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান (NGO-র সহায়তান)	নম্বর	৩৮৪ পরিবার	১০০০০.০	১০০০০.০	০	০	০		৪০০০ পরিবার	৩১৬৫৭.৯২	৩১৬৫৭.৯২	০	০	০
৪১৪১১০১	৪১৪১১০১	ভূমি উন্নয়ন টাউনশীপ এর জন্য	কিউবিক মিটার	১৩৬০৩৫৪.৬৯	১০৮৮২.৮৪	১০৮৮২.৮৪	০	০	০		২৯৬৭০২৬.৬৫	১২৭৬৭.১৮	১২৭৬৭.১৮	০	০	০
৪১১১২০১	৪১১১২০১	পূর্তকাজ (অনাবাসিক) টাউনশীপ এর জন্য	লট	১	১২৬১৯.৫৪	১২৬১৯.৫৪	০	০	০			১৯৫০৯.৭৭	১৯৫০৯.৭৭	০	০	০
৪১১১১০১	৪১১১১০১	টাউনশীপ এর জন্য পূর্ত কাজ (আবাসিক)	লট	১	৮৬৭৪.৭২	৮৬৭৪.৭২	০	০	০	লট	১	১২৮৮৭.২৬	১২৮৮৭.২৬	০	০	০
৪১১২১০১	৪১১২১০১	ট্রান্সপোর্ট/যান বাহন	লট	১	২১২৪.০	১০০.০	০	২০২৪.০	০		৪	১০৬৭.৩৫	৬৭.৩৭	০	৯৯৯.৯৮	০
৩২৫৭১০১	৩২৫৭১০১	টাউনশীপ উন্নয়ন ও বাহ্যিক পরিবীক্ষণ এর পরামর্শ সেবা	পিএম	লোকাল-৪১২ পিএম	৬৩৩.৩৪	৬৩৩.৩৪	০	০	০	পিএম	লোকাল-৬৮৩ পিএম	১০৭১.৪৬	১০৭১.৪৬	০	০	০
৪১১১২০১	৪১১১২০১	টাউনশীপ নির্মাণকালীন বিদ্যুত খরচ বাবদ	এলএস	এলএস	১২০.০	০	০	০	১২০.০			১২০.০	০	০	০	১২০.০
৩৮২১১০	৩৮২১১০	কাস্টমস, ট্যাক্স	%	১২	১৭২৬৩০.৩১	১৭২৬৩০.৩১	০	০	০	%	১৬	২২৫৫১৯.৬	২২৫৫১৯.৬	০	০	০

আর্থিক কোড	আর্থিক সাব-কোড	আর্থিক সাব-কোডের ভিত্তিতে অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে							প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি						
			একক	পরিমাণ	ব্যয়					একক	পরিমাণ	ব্যয়				
					মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)			মোট	জিওবি (এফই)	পিএ		নিজস্ব অর্থ (সিপিজিসিবিএল)
							ডিপিএ							ডিপিএ		
							পিডি	ডিপি						পিডি	ডিপি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	১	ও ভ্যাট সিএনএফ এর ১২% হারে										২	২			
৩২২১১০৮	৩২২১১০৮	এলসি খোলার জন্য ব্যাংক চার্জ সিএন্ডএফ এর ০.৫% হারে	%	০.৫	৭১৯২.৯৩	৭১৯২.৯৩	০	০	০	%	০.৫	৭০৪৭.৪৯	৭০৪৭.৪৯	০	০	০
৪১১১২ ৪১১২৩১ ০ ৪১১২৩১ ৪	৪১১১২ ৪১১২৩১ ০ ৪১১২৩১ ৪	অফিস কেনা/ভাড়া, ফার্নিচার, যন্ত্রপাতি			৩০৩০.০	২৭৫০.০	০	০	২৮০.০			৩০৩০.০	২৭৫০.০	০	০	২৮০.০
৪১১২৩১ ০ ৪১১২৩১ ৪	৪১১২৩১ ০ ৪১১২৩১ ৪	টাউনশীপের জন্য ফার্ণিচার, যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক	লট	১	৯২১.০৫	৯২১.০৫	০	০	০	লট	২	১০০৭.০৫	১০০৭.০৫	০	০	০
৩২৫৩১ ৩২৫৭২	৩২৫৩১ ৩২৫৭২	বিবিধ খরচ	এলএস	এলএস	১৫২৭৭.৭৮	০	০	১৫২৭৭.৭৮	০			৩৪৪১৭.৯৮	০	০	৩৪৪১৭.৯৮	০
৩৪১১ ৩৪২১	৩৪১১ ৩৪২১	৬০% ইকুইটি ৪০% ঋণ হিসাবে অভ্যন্তরীন GoB খাতে ৩% হারে সুদ বাবদ	%	জিওবি-৩% ডিপিএ-২%	১৯৮০২২.৫৮	০	০	০	১৯৮০২২.৫৮	%	জিওবি-৩% ডিপিএ-২%	১৩৯২০৫.৬৩	০	০	০	১৩৯২০৫.৬৩
মোট রাজস্ব ব্যয়					৩১৪৯০৮২.৪৯	৪৮৭২০১.৬০	০	২৪৬৩৪৫৮.৩২	১৯৮৪২২.৫৮			৪৯৬২৪৭৮.৫৯	৬৩৭৫৯৯.৯৩	০	৪১৮৫২৭৩.০৩	১৩৯৬০৫.৬৩
(গ) Physical contingency			এলএস	এলএস	১৩৬৮৯৩.৭৫	১৪২৫.০	০	১৩৫৪৬৮.৭৫	০	%	২	৭৪৯৯০.৮১	১৪২৫.০	০	৭৩৫৬৫.৮১	০
(ঘ) Price contingency			এলএস	এলএস	২৯৯০১৫.৬৩	৪০৩৯.০৬	০.০	২৯৪৯৭৬.৫৬	০	%	৫.০	১৮৭৯৫৩.৫৯	৪০৩৯.০৬	০	১৮৩৯১৪.৫৩	০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					৩৫৯৮৪৪৫.৯৮	৪৯২৬৬৫.৬৬	০	২৮৯৩৯০৩.৬৩	২১১৮৭৬.৬৯			৫২৩৮৮৭৭.১১	৬৪৩০৬৩.৯৯	০	৪৪৪২৭৫৩.৩৮	১৫৩০৫৯.৭৫

১.১০ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

ডিপিপি অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় কর্মপরিকল্পনা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(ক) প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা

মূল ডিপিপি অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পটির মেয়াদকাল ছিল ২০২২-২০২৩ (সমাপ্তি জুন/২০২৩)। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর পর তিন বছরের দীর্ঘ মেয়াদি সেবা চুক্তি বাবদ জাইকা অর্থ প্রদান করবে বিধায় ২০২৫-২৬ সালকে প্রকল্প সমাপ্তিকাল ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগের পত্র নং ২৭.০৮২.০১৪.০০.০০.০০৮.২০১৩.১৪৬ তাং ০২/০৭/২০১৪ (পৃঃ৩৩৬/ডিপিপি (রিকাস্ট আফটার পিইসি, জুলাই, ২০১৪)

(খ) লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন মাইলফলক তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা
১	ডিপিপি অনুমোদন	৩১ মার্চ ২০১৩
২	EIA রিপোর্ট অনুমোদন	৩১ অক্টোবর ২০১৩
৩	সরকারের সাথে সাপসিডিয়ারি লোন চুক্তি	এপ্রিল ২০১৪
৪	পরামর্শক নিয়োগের জন্য (RFP)	এপ্রিল ২০১৪
৫	জাইকার সহিত ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর	১৬ মার্চ ২০১৪
৬	ভুমি অধিগ্রহণ	-
৭	পরামর্শক (MJVC) বাছাই	অক্টোবর ২০১৪
৮	EPC বাছাইয়ের জন্য চুড়ান্ত দরপত্র প্রদান	মার্চ ২০১৬
৯	EPC বাছাই	এপ্রিল ২০১৭
১০	EPC চুক্তি স্বাক্ষর	-
১১	EPC কার্যক্রম শুরু	-
১২	Unit-1 বয়লার স্থাপনের জন্য পাইলিং কাজ শুরু	৭ই এপ্রিল ২০২০
১৩	Unit-1 এর টেস্টিং ও কমিশনিং	জানুয়ারি ২০২৪
১৪	Unit-2 এর টেস্টিং ও কমিশনিং	জুলাই ২০২৪

(গ) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	কর্মপরিকল্পনা ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
২০১৪-১৫	২৭৬.১০	২৮৭.০৬ (১০৩.৯৭%)
২০১৫-১৬	২৬০.০০	২৬৭.০২ (১০২.৭০%)
২০১৬-১৭	৪৬৮.৭৭	৪৬৫.৩৬ (৯৯.২৭%)
২০১৭-১৮	৪,৮০০.০০	৪,৮৩১.৯৩ (১০০.৬৬%)
২০১৮-১৯	২,৮২৭.০০	২,৮৪৬.৫৬ (১০৬.৬৯%)
২০১৯-২০	৪,০৪৫.৫০	৪,০৪৫.৫০ (১০০%)
২০২০-২১	৪,২০০.০০	৩৫২৭.৯৪ (৮৪%) এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত

(ঘ) মেয়াদ বৃদ্ধির পরিকল্পনার বিবরণঃ

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ-পূর্ব কাজের জন্য সময় বৃদ্ধি পাবে ১১ মাস (২০ মাস থেকে ৩১ মাস) এবং নির্মাণ কাজের জন্য সময় বাড়বে ৮ মাস (৭৬ মাস থেকে ৮৪ মাস)। ইপিসি কাজ শুরু করেছে ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে। এ বর্ধিত সময় হিসেব করে সম্পন্ন করা চুক্তি অনুযায়ী ইপিসি কর্তৃক প্রথম ইউনিটের অপারেশন শুরু হবে জানুয়ারী ২০২৪ এবং ২য়টি জুলাই ২০২৪। ওয়ারেন্টি পিরিয়ড বৃদ্ধি করা হয়েছে এক বছর (১২ মাস থেকে ২৪ মাসে)। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে ডিসেম্বর ২০২৬ সালে (জুলাই/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)।

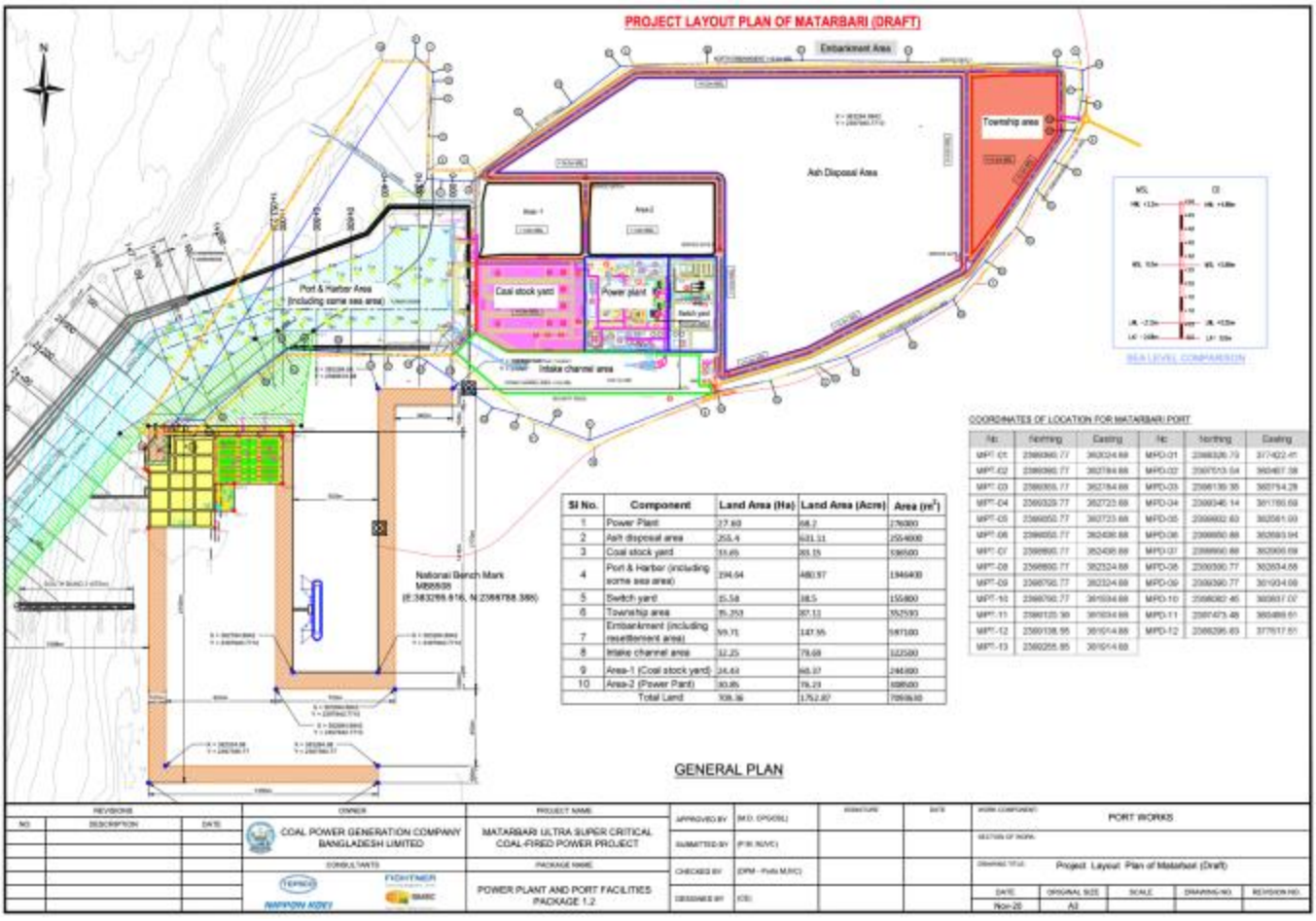

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০০ মেঃ ওঃ কোল ফায়ার্ড আল্ট্রা ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ১টি পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান ভৌত কাজ হলো: ১) ভূমি উন্নয়ন ২) ১২০০ মেঃওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন (২X৬০০) আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ ৩) পোর্ট ফ্যাসিলিটির জন্য চ্যানেল ও জেটি নির্মাণ 8) Township Development 5) Rural Electrification 6) NGO সহায়তায় Resettlement Action Plans Compensation পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং পোর্ট ফ্যাসিলিটির লে-আউট পরিকল্পনাঃ

(ঙ) টাউনশীপ: বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হলে এটি পরিচালনার জন্য সিপিজিসিবিএল ৫৮৫ জনকে নিয়োগ প্রদান করবে। প্রকল্প প্রস্তাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে আরো ১১৬ জনের কর্মসংস্থান হবে। এই টাউনশিপে আবাসিক ভবন, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, হাসপাতাল, মার্কেট সহ আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটি নির্মিত হবে।

ছবিঃ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত টাউনশীপের থ্রি-ডি দৃশ্য

(চ) পল্লী বিদ্যুতায়ন: মাতারবাড়ী/ মহেশখালী এলাকার ভবিষ্যৎ চাহিদা বৃদ্ধি মেটানোর জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে মাতারবাড়ী এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা ৫ মেগাওয়াট বিধায় প্রতিবছর আনুসাঙ্গিক ৮% হারে লোড বৃদ্ধি ধরে আগামী ২০২২ সালে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ২০ মেঃওঃ।
(তথ্যসুত্রঃ ডিপিপি পৃঃ ৩০৫-৩০৬)

(ছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ: বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেহেতু বাঁধ মেরামতে ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। তাই সওজ অধিদপ্তর বাপাউবোর সাথে সমন্বয় করে রাস্তাটি নির্মাণ করবে। (তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি পৃ: ১০৯)।

(জ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনাঃ

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের জন্য বিভিন্ন খাতে ৫৭টি ক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা মূলত মালামাল ক্রয়, পূর্ত কাজ এবং সেবা ক্রয়ের মাঝে বিভক্ত। এর মধ্যে একটি টার্নকি (ইপিসি) কাজের চুক্তি (জিডি-১) সহ ১৪টি পণ্য চুক্তি, ৩৫টি কার্য চুক্তি এবং ৮টি পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ক্রয় চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ অধ্যায় ৩.১০ এ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত এবং চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং জাইকার গাইডলাইন) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস তথ্য দিয়েছে। কোম্পানী আইন অনুযায়ী সকল চুক্তির অনুমোদন ক্ষমতা বোর্ডের ওপর ন্যাস্ত থাকায় বোর্ডের অনুমোদনে ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ /যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মূল যন্ত্রপাতি সমূহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে Planned witness for Shop Test and Inspection Schedule অনুযায়ী Pre-shipment Inspection করা হবে।

১.১১ প্রকল্পের লগফ্রেম

লগ ফ্রেমের আলোকে ২টি ৬০০ মেঃওঃ ইউনিটের কয়লা ভিত্তিক এ বিদ্যুৎ প্রকল্পের আউটপুট, আউটকাম ও ইনপুট গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	লক্ষ্য যাচাইকরণ সূচক (ওভিআই)	যাচাইকরণ উপকরণ (এমওভি)	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা/অনুমানসমূহ (আইএ)
লক্ষ্য	বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি হ্রাস করা এবং স্টেবল বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নত করার লক্ষ্যে চট্রগ্রাম বিভাগে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা নির্ভর আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করা। এর মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানীর বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মৌলিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন।	১/ ২০২৪ সালের মধ্যে মানসম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা ২/ দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাটতি হ্রাস করা ৩/ সিপিএ সহ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পোর্ট ফ্যাসিলিটি শেয়ার করা	১/ মাসিক এমআইএস রিপোর্ট ২/ বিএসএস রিপোর্ট ৩/ প্রাত্যহিক এনএলডিসি রিপোর্ট ৪/ এমআইডিআই রিপোর্ট	১/ ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা নির্ভর আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্টের সফল পরিচালনা ২/ মিডি কমিটির অধীনে বিগ-বি উদ্দোগের মৌলিক অবকাঠামোর উন্নয়ন
উদ্দেশ্য	বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কয়লা ও তেল খালাসের জন্য পোর্ট ফ্যাসিলিটি সহ ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা নির্ভর আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন।	১/ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ২/ জ্বালানী-দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ৩/ বিদ্যুৎ বিতরণের মান উন্নত করা ৪/ ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাকটরের উন্নয়ন করা ৫/ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার লক্ষ্যে কয়লা ও তেল খালাসের জন্য জেটি নির্মাণ করা	১/ প্রাত্যহিক এনএলডিসি রিপোর্ট ২/ প্রাত্যহিক উৎপাদন রিপোর্ট ৩/ প্রাত্যহিক বিদ্যুৎ বিভাগের রিপোর্ট	সরকারের ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়ন করা
আউটপুট	১/ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণ	(ক) ১২০০ মেঃওঃ কয়লা নির্ভর আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ। (খ) ১৪.৩ কিঃমিঃ দীর্ঘ, ৩৫০ মিঃ প্রশস্ত ও ১৮.৫ মিঃ গভীর চ্যানেল নির্মাণ, কয়লা ও তেল খালাসের সুবিধাদি সহ।	১/ মাসিক প্রগ্রেস রিপোর্ট ২/ ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট প্রগ্রেস রিপোর্ট ৩/ আইএমইডি প্রগ্রেস রিপোর্ট ৪/ পিসিআর	১/ ১২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে। ২/ মাতারবাড়ী বাণিজ্যিক নৌবন্দর এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কমপক্ষে ৩৭ টি প্রকল্পের মৌলিক

	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	লক্ষ্য যাচাইকরণ সূচক (ওভিআই)	যাচাইকরণ উপকরণ (এমওভি)	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা/অনুমানসমূহ (আইএ)
				অবকাঠামো বাস্তবায়িত হবে।
	২/ ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জাতীয় গ্রীডের মাধ্যমে বিতরণ	বিদ্যুতের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে এবং বিদ্যুৎ শক্তির গ্রহণযোগ্যতা উন্নত হবে।		
	৩/ চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সহ সরকারী বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পোর্ট ফ্যাসিলিটি ব্যবহার		মিডি কমিটি রিপোর্ট	
ইনপুট	১/ প্রকল্প অর্থায়ন	প্রকল্প সাহায্যঃ ৪৪,৪২,৭৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৬,৪৩,০৬৩.৯৯ লক্ষ টাকা	জাইকা ঋণ চুক্তি; জাইকার অর্থছাড়ের রিপোর্ট; অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থছাড়ের রিপোর্ট; প্রকল্প পরিচালকের রিপোর্ট	শিডিউল অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি
	২/ ভূমি অধিগ্রহণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পোর্ট, এ্যাশ পন্ড, বাঁধ এবং টাউনশীপ উন্নয়নের জন্য ১৬০৮ একর ভূমি	ডিসি অফিসের রেকর্ড	বুঝিয়ে দেয়া
	৩/ প্রকৌশল পরামর্শ সেবাসমূহ	বিদেশিঃ ১৪২৬ পি-এম দেশিঃ ১১৪৩ পি-এম	চুক্তির দলিলসমূহ	কাজের বিস্তৃতি
	৪/ মেশিনারী/ইক্যুইপমেন্ট /অবকাঠামো	ক) জেনারেটর সহ ২X৬০০ মেঃওঃ স্টীম টার্বাইন খ) ২ সেট স্টীম জেনারেটর এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি গ) ব্যলান্স অব প্লান্ট ঘ) কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ঙ) কোল ইয়ার্ড এবং এ্যাশ পন্ড চ) চ্যানেল ও জেটি	চুক্তির দলিলসমূহ, এডিপি	টার্ণ-কী ভিত্তিতে ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ; ৪১.২৯% মোট দক্ষতার আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি নিশ্চিত করা।
	৫/ প্রকল্প দল	বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১১৬ জন কর্মকর্তা	ডিপিপি	সরাসরি নিয়োগ এবং বিপিডিবি থেকে ডেপুটেশন
	৬/ জ্বালানী	৩৭২৬৭০০ মেঃটন কয়লা/বছর আমদানী হবে	মাসিক প্রগ্রেস রিপোর্ট এবং পিসিআর	যথাসময়ে কয়লা পাওয়া যাওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

প্রতি বছরের ন্যায় চলতি অর্থ বছরেও (২০২০-২০২১) আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"**মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট**"** শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য সমীক্ষাটি হাতে নেওয়া হয়েছে।

২.১ পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

২.১.০ **পরামর্শকের দায়িত্বঃ**

২.১.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

২.১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ /যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৭.১ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী যাচাইপূর্বক প্রতিবেদনে ভৌত কাজের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

২.১.৭.২ অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্যবহার ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৮ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

২.১.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

২.১.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠপর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

২.১.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা ও প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.১৪ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.২ এলাকা নির্বাচন

মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নে একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে।

২.২.১ সমীক্ষার নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণের ফলে ৩৪৩ টি গৃহস্থালী (২,০৩১ জন) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের জন্য পুনর্বাসন ও জীবিকা পুনরুদ্ধার করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমি ও জীবিকার ক্ষতি মেটানোর জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের ১৮১ জনের মধ্যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। মোট ৩৪৩টি গৃহস্থালীর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাদের থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১৮১ জন বাছাই করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২.২ পরিমাণগত নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

যে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু চলমান বা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতটুকু সফল হয়েছে তা নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিরূপনের কৌশল হচ্ছে বাস্তব পরিদর্শন ও সুবিধাভোগীদেরকে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ। সুফলভোগীদের নমুনা আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছেঃ

For small size known population

$$n = \frac{Z^2 pq}{\left(E^2(N-1) + Z^2 pq\right)}$$

Where
n is the required sample size
N is the population size i.e. 343
p and q are the population proportions. (If you don't know what these, are set them each to 0.5.
z =1.96 at 95% level of confidence
E sets the accuracy at 5% (0.05) precision level

Therefore, using the above formula the sample size (n) has been calculated
n = 181

উপরোক্ত মানসমূহ এবং সূত্র হিসাব করলে নমুনা আকার পাওয়া যায় ১৮১ জন। ক্ষতিগ্রস্থ উপকারভোগী ১৮১ জন নির্ধারণ করে দৈবচয়নের (Randomly) মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩ সরেজমিন পরিদর্শন:

প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন (Physical Verfication/Observation) করে পরামর্শক টিম প্রকল্পের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্যবহার ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির অবস্থা প্রকল্প অফিস ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন শেষে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত প্রকল্প অফিস ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন শেষে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন/স্থাপিত যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরী টেস্ট, প্রি-শীপমেন্ট/পোষ্ট-শীপমেন্ট ইন্সপেকশন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে প্রমাণাদি নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

২.৪ গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার

সমীক্ষায় পরিমাণগত পদ্ধতি ছাড়াও গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন-দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং কেআইআই। তাছাড়া যন্ত্রপাতির টেস্টিং রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দলীয় আলোচনা (এফজিডি)

প্রকল্প এলাকায় মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নে একটি করে মোট ২টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি-তে গড়ে ১৩ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ কার্যক্রমে জড়িত মাতারবাড়ী স্থানীয় জন- প্রতিনিধি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ২টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে।

কেআইআই

প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং আইএমইডির প্রতিনিধি কর্মকর্তাদের প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে কেআইআই এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৫ প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট

প্রকল্পের যন্ত্রপাতি, মালামাল সংগ্রহ স্থাপন এবং সেবা গ্রহণের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে CPGCBL এর প্রধান কার্যালয়ে ও সাইট অফিস হতে সহায়ক সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নমালার ব্যাপারে আইএমইডির মতামত নেওয়া হয়েছে। আইএমইডি এর মতামত নিয়ে প্রশ্নমালাগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে।
উপরন্তু সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এফজিডি ও কেআইআই এর জন্য এফজিডি চেকলিষ্ট ও কেআইআই চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৬ আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান

প্রকল্পের উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে, আইএমইডি'র প্রতিনিধি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সিপিজিসিএল এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যবসায়ী সমন্বয়ে মহেষখালী উপজেলায় মাতারবাড়ী ইউনিয়নে ২৭ মার্চ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। কর্মশালায় আইএমইডির প্রতিনিধি (সহকারী-পরিচালক) উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় শুরুতে আনুষ্ঠানিক পরিচিতি ও উদ্বোধনের পর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ফলাফল ও সুপারিশ সংকলন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়েছে।

২.৭ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

SWOT একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি যা কোন প্রকল্পের সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। বিবেচ্য প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য চতুর্থ অধ্যায়ে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

২.৮ কর্ম-পরিকল্পনা

গত ২০/০১/২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ, সেক্টর-০১ এর প্রধান মহোদয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আগামি ১৯/০৫/২০২১ তারিখের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হলো:

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্র নং	কার্যাবলী	সময়
১)	চুক্তি স্বাক্ষর	২০/০১/২০২১
২)	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর টেকনিক্যাল কমিটি সভার আলোচনা	১৬-০২-২০২১
৩)	স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	০২/০৩/২০২১
৪)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল	১৫/৩/২০২১
৫)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ/তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন	১৭/৩/২০২১- ৩০/৩/২০২১
৬)	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস	০১/৪/২০২১- ০৫/৪/২০২১
৭)	টেকনিক্যাল কমিটি সভা কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	২৪/৫/২০২১
৮)	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	০৬/৬/২০২১
৯)	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন	১৪/৬/২০২১
১০)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ	১৭/৬/২০২১
১১)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট ও দাখিল	২০/৬/২০২১

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য Owner's Engineer হিসেবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এমজেভিসি (Matarbari JV Consultant) কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যাতে রয়েছে জাপানের Tokyo Electric Power Services Company Ltd. (TEPSCO) ও Nippon Koei Company Ltd., জার্মানীর Fichtner GmbH ও Company KG, অস্ট্রেলিয়ার SMEC International। এমজেভিসি কর্তৃক প্রকল্পের কারিগরি বিবরণী (Technical Specification), বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বন্দরের নকশা প্রণয়ন এবং ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। জাপানের সুমিতোমো কর্পোরেশন, তোশিবা কর্পোরেশন ও আইএইচআই কর্পোরেশন এর কনেসোর্টিয়ামকে মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরামর্শক দলের সদস্যগণ সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রকল্পে স্থাপিতব্য বিভিন্ন মেশিনারির ফাউন্ডেশনের (Civil Works Foundation) কাজ চলছে। তবে বয়লার স্থাপনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। পরবর্তীতে বয়লার এসে পৌঁছালে অনতিবিলম্বে তা কমিশনিং এর কাজ শুরু করা যাবে। অন্যান্য মালামাল ও যন্ত্রাদির ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে দ্রুতগতিতে যন্ত্রাদি বসানো যাবে বলে প্রকল্প কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। চ্যানেল ড্রেজিং এবং সেডিমেন্ট মিটিগেশন ডাইক নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং নতুন নির্মিত একটি জেটিতে গত ডিসেম্বর থেকে প্রকল্পের মালামাল নিয়ে জাহাজ বার্থিং করছে। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৪২.০%, আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৬৭% এবং ইপিসি কাজের অগ্রগতি ৫২.১১%।

প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ১৪ আগস্ট, ২০১৪ সালে। পরামর্শক নিয়োগ হয়েছে ২০১৫ সালের জানুয়ারীতে যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল অক্টোবর, ২০১৪ সালে। ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল এপ্রিল মাসে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বন্দর নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজসমূহ জাপানের Penta Ocean Construction Co. Ltd., কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে।

৩.১.১ প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কার্যক্রমের সিডিউল

- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত কাজ জুলাই ২০২২ নাগাদ সম্পন্ন হবে।
- ব্যালেন্স অব প্লান্ট (BOP) এলাকায় (including switchyard, water treatment and other facilities) প্রি-কমিশনিং এপ্রিল ২০২২ হইতে শুরু হয়ে এপ্রিল ২০২৩ নাগাদ শেষ হবে।
- পাওয়ার ব্যাক Synchronization অক্টোবর ২০২২ এ করা হবে।
- বয়লার কমিশনিং এর কাজ এপ্রিল ২০২৩ নাগাদ শেষ হবে।
- স্টীম টারবাইন এর কাজ এপ্রিল ২০২৩ নাগাদ শেষ হবে।
- বয়লারের প্রাথমিক ফায়ারিং মে ২০২৩ এ করা হবে।
- Steam turbine synchronization জুন ২০২৩ নাগাদ করা হবে।
- প্রথম ইউনিটের কমাসিয়াল অপারেশন তারিখ জানুয়ারি ২০২৪।
- দ্বিতীয় ইউনিটের কমাসিয়াল অপারেশন তারিখ জুলাই ২০২৪।

৩.১.২ প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- প্যাকেজ ১.১ এর আওতায় প্রকল্পের প্রস্তুতি মূলক কার্যক্রম গত ৩রা এপ্রিল ২০১৬ তারিখে শুরু হয়ে গত ২রা এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- পল্লী বিদ্যুতায়ন অঙ্গের আওতায় সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ৯৫.৩০ শতাংশ পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- Power Block, Coal Yard এবং BOP এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- Sediment Mitigation Dike (SMD) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর পাইল ড্রাইভিংঃ পাওয়ার হাউস এবং এর আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- বয়লার ভিত্তিমূল অংশের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- চ্যানেলের ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.১.৩ প্রকল্প দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য

প্রকল্প দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য মতে এযাবৎ প্রকল্পের বিভিন্ন ইরেকশন মালামাল মাতারবারির প্রকল্প এলাকায় এসেছে। তারমধ্যে রয়েছেঃ

- বয়লার এর স্টিল স্ট্রাকচার মালামাল,
- কোল বাঙ্কার,
- প্লান্ট ওয়াটার ও কুলিং সিস্টেম,
- ফুয়েল এন্ড এশ হান্ডলিং সিস্টেম,
- কোল ও অয়েল আনলোডিং জেটির মালামাল,
- এয়ার এন্ড ফ্লু গ্যাস সিস্টেম,
- ফায়ার সিস্টেম,
- বিদ্যুৎ ও পোর্ট এর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিভিল মালামাল ইত্যাদি।

এছাড়া মুল টারবাইন, বয়লার, ট্রান্সফরমার ও সাব ষ্টেশনের প্রধান প্রধান মালামাল এবছরের মধ্যেই চলে আসার কথা রয়েছে।

৩.১.৪ প্যাকেজ ১.২ (EPC প্যাকেজ) এর আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ

- Piling works and Civil foundation work at the Power Block, Coal yard & BOP area;
- Steel structure erection works of Boiler;
- Superstructure works of Coal unloading Jetty are ongoing.
- Retaining wall construction ongoing;
- Construction of Embankment Work is going on etc.
- Start-#1 STG : Top Slab (Inc. Embedded/Anchor Bolt Work)(Operation Fl.)
- Start-#1 Coal Shed : Lean Concrete (Inc. Electrical Earthing Work_If required)
- Completion-WTP Building : Internal Finishing Work
- Start-HSD Unloading Pump & Control Building : Lean Concrete (Inc. Electrical Earthing Work If required)
- Boiler / Bunker Steel Structure Erection Start (Unit 2)
- Start-#1 Power House (Crane.) : Crane Installation
- Commencement of Pile driving for #1 Transformer, ESP E&C Bldg., TT-05 and other BOP areas.

- Completion of concrete pouring for Boiler #2 Mat foundation
- Commencement of erection of steel structure for WT E&C Bldg.
- Commencement of lean concrete & bottom rebar works for Thickener , Service water & HSD Oil tank area's.
- Completion of pile driving for aux. Boiler, absorber tower #2 and other BOP areas.

৩.২ ইপিসি কার্যক্রমের হালনাগাদ বিস্তারিত তথ্য (মে ১৯, ২০২১)

Sl No.	Field work activities	Sub-contractors	Status (up to date)	Today's Activities
1	**Slope protection works:**	POC (Japan)		
	a) Installation of Block type Retaining wall		5197/8614	চলমান আছে
	b) Fabrication of Drain for port works		9506/10842	চলমান আছে
2	Security Fence: Reclamation between Community Road and Embankment 1D	POC (Japan)		চলমান আছে
	-Precast Pile from API, Malaysia		2570 Nos	চলমান আছে
	-Precast wall panel		248/11,615	চলমান আছে
	-Precast Column		68/2,673	চলমান আছে
3	Embankment: Sand filling at Embankment-1A, 1B, & 1D	POC (Japan)	3,001,691/4,802,967 cum	চলমান আছে
	PHC Pile (Korea) arrived at the project site:	POSCO	Total 29104nos. (up to 2-7 shipment)	চলমান আছে
	6th shipment arrived (2300 nos) (Boiler#2)			
	7th shipment arrived (2820 nos) (WTP System & Cable Culvert)			
	8th shipment (1661nos) (#2 STG Bldg, WWTP Elec. Bldg)			
	8th-2 shipment (1160nos) (#2 STG Bldg, Box Culvert)			
	9th Batch (991nos) (WT System, Absorber, Aux. boiler)			
	10th Batch (2274 nos)			
	11th Batch (1263 nos)			
	12 th Batch (2065nos)			
	13 th Batch (1313nos)			
	14 th Batch (1192nos)			
	15 th Batch (1760nos)			
	2-2 Batch (Myanmar) (450nos)			
	2-2 Batch (Myanmar) (444nos)			
	2-3 Batch (Myanmar) (450nos)			
	2-4 Batch (Myanmar) (520nos)			
	2-5 Batch (Myanmar) (430nos)			
	2-6 Batch (Myanmar) (420nos)			
	2-7 Batch (Myanmar) (442nos)			
5	**Heavy equipment & Oil unloading berth:**	POSCO/ CRBC (China)		
	Hand rail (295m), Guard rail (125m)			-
	Anode installation		502+0/522EA	চলমান আছে
6	**Coal Berth:** Precast member (Cap, Beam, Plank) fabrication & installation	POSCO/ CRBC (China)		চলমান আছে
	-In-situ Slab casting		3397.2/8257.9 cum	চলমান আছে
	- Anode installation		134/1130 EA	চলমান আছে

৩.৩ স্থাপনা অনুসারে প্রকল্পের সমাপ্ত ও চলমান ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ কাজের তালিকাঃ

অফিস ভবন ও গেষ্ট হাউজের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবন গুলোতে নিয়মিত কার্যক্রম চলছে।

৩.৩.১ টাউনশিপ নির্মাণ:

প্রকল্পের আওতায় ২১টি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ৩টি আবাসিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের জন্য এই ভবন গুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায় যে, বাকী ভবনগুলো ডিজাইনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৩.২ প্ল্যান্ট নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ:

০১. Central Control Building নির্মাণ:

- মোট ১৬৮টি পাইলিং গত ২৭ আগষ্ট ২০২০ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Basement Slab এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Steel Structure Erection এর কাজ চলমান রয়েছে।

০২. Boiler-1:

- মোট ৬৯৫টি পাইলিং গত ১৬ জুলাই ২০২০ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Mat Foundation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Steel Structure Erection এর কাজ চলমান রয়েছে।

০৩. Boiler-2:

- মোট ৭০৭টি পাইলিং গত ২০ ডিসেম্বর ২০২০ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Pedestal Anchor Frame / Bolt Setting এর কাজ চলমান আছে ।
- Sump pit এর কাজ চলমান আছে ।

০৪. Electrostatic Precipitator (ESP)-1:

- মোট ২৫২ টি পাইলিং গত ২৮ জানুয়ারী ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- ISOLATED FOOTING / GIRDER এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
- Pedestal এর কাজ চলমান আছে ।

০৫. Electrostatic Precipitator (ESP)--2:

- মোট ২৫২ টি পাইলিং গত ০৩ মার্চ ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- ISOLATED FOOTING / GIRDER এর কাজ চলমান আছে ।

০৬. Power House-1:

- মোট ৯৪৪টি পাইলিং গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Foundation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- Retaining wall & pedestal এর কাজ চলমান আছে।
- Cable Basement এর কাজ চলমান আছে ।
- Cable Tunnel Area এর কাজ চলমান আছে ।
- STB Anchor Bolt Installation এর কাজ চলমান আছে ।

০৭. Power House-2:

- মোট ৮২০টি পাইলিং গত ২০ মে ২০২১ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Foundation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Retaining wall এর কাজ চলমান আছে ।

০৮. GIS & SWGR Bldg. Area:

- মোট ২৯১টি পাইলিং গত ১৯ নভেম্বর ২০২০ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Retaining wall & Basement Slab এর কাজ চলমান আছে ।
- Backfilling: এর কাজ চলমান আছে।

০৯. Water Treatment Area (WTA):

- মোট ১৫৬৫ টি পাইলিং গত ২৭ এপ্রিল ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Storage Tank ও Clarifier এর কাজ চলমান আছে।
- Chemical shed, Laboratory building, Pump shed এর কাজ চলমান আছে।
- Water Treatment building ও WT Electrical & Control building এর Steel structure erection এর কাজ চলমান আছে।

১০. Waste Water Treatment Area (WWTA):

- মোট ৬৫১ টি পাইলিং গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- WWT Electrical & Control building এর GF Slab এর কাজ চলমান আছে।
- Storage Tank, Thickener, Centrifuge building ও Clarifier এর কাজ চলমান আছে।
- Neutralization pond ও Central Effluent Monitoring Sump (CEMS) এর Foundation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং Retaining Wall এর কাজ চলমান আছে।
- Chemical shed, Pump shed এর কাজ চলমান আছে।

১১. Chimney:

- মোট ২৩৪ টি পাইলিং গত ২২ মার্চ ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Pile head treatment এর কাজ চলমান আছে।
- Lean Concrete এর কাজ চলমান আছে।

১২. FGD Area:

- মোট ৪৬২ টি পাইলিং গত ২০ এপ্রিল ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Absorber Tower এর Foundation এর কাজ চলমান আছে।

১৩. **Transformer Area:**

- মোট ১৮২ টি পাইলিং এর মধ্যে মোট ১৪৬ টি পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Absorber Tower এর Foundation এর কাজ চলমান আছে।

১৪. **CW Intake Pump pit:**

- Foundation এর কাজ গত ৯ মে, ২০২১ ইং তারিখে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Vertical wall এর কাজ চলমান আছে।

১৫. **CW Pipe Installation:**

- মোট ৮৪৬ টি পাইলিং গত ২৭ এপ্রিল ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Foundation এর এর কাজ চলমান আছে।
- মোট ১৬৮৭ এর ৩৫৯ টি Pipe এর Installation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৬. **Discharge Box Culvert:**

- মোট ৭৩৩ টি পাইলিং গত ০৯ মার্চ ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ১৭৭৫৮ এর মধ্যে ৬১৬৫ ঘনমিটারের Box Culvert Concrete এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Backfilling এর কাজ চলমান আছে।

১৭. **High Speed Diesel Oil System:**

- মোট ২৭৮ টি পাইলিং গত ২৫মে ২০২১ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- Lean concrete এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Foundation এর কাজ চলমান আছে।

১৮. **Coal Berth:**

- মোট ৬২২ টি পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Precast member fabrication & installation এর কাজ চলমান আছে।
- মোট ৮২৫৭.৯০ এর মধ্যে ৩৮৭০.২০ ঘনমিটারের Slab Concrete এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ১১৩০ এর মধ্যে ১৩৪টি Anode Installation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৯. **Oil & Heavy Equipment Unloading Berth:**

- মোট ২৪৫ টি পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Slab Concrete এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Fender installation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Hand Rail & Guard Rail এর কাজ চলমান আছে।
- মোট ৫২২ এর মধ্যে ৫০২টি Anode Installation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০. **Coal Handling System:**

- মোট ১৪৪৬ টি পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২১. **Embankment:**

- DMM এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Embankment এর soil filling কাজ চলমান আছে।
- Embankment এর slope protection ও drain এর কাজ চলমান আছে।

২২. **Security Fence:**

- মোট ১১৬১৫ এর মধ্যে ৪৪৮টি Precast wall panel ও মোট ২৬৭৩ এর মধ্যে ১২৩টি Precast column এর fabrication সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ২৫৭০টি Precast pile সাইটে মজুত রয়েছে।

২৩. <u>Revetment:</u>

- ১৭৮৩ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট North Revetment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে (জেটি-১ ও ২ Interface area ব্যাতীত)।
- ৭০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট South Revetment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২৪. <u>Sediment Mitigation Dyke:</u>

- ২১৫০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট Sediment Mitigation Dyke এর কাজ গত ১১ মে ২০২০ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৪ যন্ত্রাদি প্রস্তুতকরণের হালনাগাদ অবস্থা

SL	Equipment name	Manufacturing Status
1	Coal Handling system	সমাপ্ত
2	Stacker, Reclaimer	সমাপ্ত
3	HVAC equipment	সমাপ্ত
4	Electrostatic Precipitator (ESP)	সমাপ্ত
5	Seawater Flue Gas Desulfurization (SW-FGD)	সমাপ্ত
6	Water Treatment plant (WTP)	সমাপ্ত
7	High Speed Diesel (HSD) pump and tank	সমাপ্ত
8	400KV GIS	সমাপ্ত
9	Turbine LP Rotor, Turbine HP Rotor, Generator Stator, Generator rotor	চলমান
10	Deaerator, ID Fan, FD Fan, PAF, LP Heater, Boiler Feed Pump (BFP), Boiler Pressure Parts	চলমান
11	Coal Shed steel structure	সমাপ্ত
12	Transformer, Switchgear, DC & UPS	চলমান
13	Water Treatment plant (WTP)	সমাপ্ত
14	Ash Handling Plant (AHP)	চলমান
15	Safety valves, pressure parts, Air Preheater	চলমান

Overall Construction Progress of Power Plant Area till May 2021

Port Construction Progress till May 2021

৩.৫ ফরোয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

আলোচ্য মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা নির্ভর আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্ট এর সুফল পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো ফরওয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্পগুলি ট্রায়াল রানের পূর্বেই সমাপ্ত হওয়া । বিশেষ করে পিজিসিএল এর সঞ্চালন লাইন যথাসময়ে সমাপ্ত হওয়া বিশেষভাবে জরুরী। তাই নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত পরামর্শক দল সিপিজিসিবিএল এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের নিকট হতে কে আই আই এর মাধ্যমে ফরওয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্পগুলির অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে।

(১) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশন এর জন্য পিজিসিবি কর্তৃক নির্মানাধীন মাতারবাড়ী থেকে মদুনাঘাট ৪০০ কে.ভি. ট্রান্সমিশন লাইন এর নির্মাণকাজ ৭৬% সম্পন্ন হয়েছে।

(২) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ১২.৬ কি.মি. রাস্তা নির্মাণের কাজের অগ্রগতি ৩৯%।

পল্লী বিদ্যুতায়ন অঙ্গের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চকোরিয়া-মাতারবাড়ী ২০ কিলোমিটার ১৩২ কে.ভি. ট্রান্সমিশন লাইন, প্রকল্পের জন্য ১৩২/৩৩ কে.ভি. সাব-স্টেশন, প্রকল্পের বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৩.৬ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি **(কোটি টাকায়)**

অর্থ বছর	কর্মপরিকল্পনা ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
২০১৪-১৫	২৭৬.১০	২৮৭.০৬ (১০৩.৯৭%)
২০১৫-১৬	২৬০.০০	২৬৭.০২ (১০২.৭০%)
২০১৬-১৭	৪৬৮.৭৭	৪৬৫.৩৬ (৯৯.২৭%)
২০১৭-১৮	৪,৮০০.০০	৪,৮৩১.৯৩ (১০০.৬৬%)
২০১৮-১৯	২,৮২৭.০০	২,৮৪৬.৫৬ (১০৬.৬৯%)
২০১৯-২০	৪,০৪৫.৫০	৪,০৪৫.৫০ (১০০%)
২০২০-২১	৪,২০০.০০	৩৫২৭.৯৪ (৮৪%) এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত

৩.৭ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক নিম্নের সারণিতে অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় উল্লেখ করা হলোঃ

অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ	ছাড়	ব্যয়
২০১৪-১৫	২৭৬.১০	২৮৭.০৬	২৮৭.০৬
২০১৫-১৬	২৬০.০০	২৬৭.০২	২৬৭.০২
২০১৬-১৭	৪৬৮.৭৭	৪৬৫.৩৬	৪৬৫.৩৬
২০১৭-১৮	৪,৮০০.০০	৪,৮৩১.৯৩	৪,৮৩১.৯৩
২০১৮-১৯	২,৮২৭.০০	২,৮৪৬.৫৬	২,৮৪৬.৫৬
২০১৯-২০	৪,০৪৫.৫০	৪,০৪৫.৫০	৪,০৪৫.৫০
২০২০-২১	৪,২০০.০০	৩৫৩৭.৬৩	৩৫২৭.৯৪ (এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত)

৩.৮ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন বিশ্লেষণ:

প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে বর্ণিত হলোঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

নং	অঙ্গের বিবরণ	একক	পরিমাণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয়	এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অর্জন	
					আর্থিক	ভৌত (%)
১	অফিসারের বেতন	নম্বর	৪৭.০	৫৫৩৬.২৫	২৩১২.৬৮	১০০
২	কর্মকর্তাদের বেতন		৬৯.০	১৬৫৩.৯৮	৩৮৯.৫৯	৫১.৯০
৩	ভাতাদি			৫৩৯২.৬৮	২৫৮৮.৮১	৪৭.০
৪	সরঞ্জামাদির মেরামত, সংরক্ষণ ইত্যাদি			৮৭১.২০	৩৬৭.৫০	৩৯.০
৫	প্যাকেজ ১.১ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও চ্যানেল ও জেটি নির্মাণের প্রস্তুতি মূলক কার্যক্রম ক্রয়	লট	১	৪৩৬৯৪.২১	৪৩৬৯৪.২১	১০০
	প্যাকেজ-১-১ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পূর্ত) ও চ্যানেল ও জেটি নির্মাণ (ইপিসি অংশ)			৬৬৫৪৩০.৭৯	১৩১০৯৩৭.৫৯	
৬	প্যাকেজ-১-২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার (ইপিসি অংশ)	লট	১	৮০৩৭১৮.৭৫	-	-
৭	প্যাকেজ-১-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন ও জেনারেটর (ইপিসি অংশ)		১	৪৫৭৯০৬.২৫	-	-
৮	প্যাকেজ-১-৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং সিষ্টেম (ইপিসি অংশ)	লট	১	২২২৩৫৯.৩৮	-	-
৯	প্যাকেজ-১-৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ইপিসি অংশ)	লট	১	১৪৮৭.৭০	-	-
১০	প্যাকেজ-১-৬ LTSA contract ৩ বছর (ইপিসি অংশ)	লট	০	-	-	-
১১	প্যাকেজ-১-৭ ট্রায়াল রান (ইপিসি)	লট	১	১৯২৬৬৪.০৬	-	-
১২	প্যাকেজ-৯ বিদ্যুত কেন্দ্র ষ্টাটআর্প এর যন্ত্রপাতি (ইপিসি)	লট	১	১৬৯৫.৩১	-	-
১৩	ইন্সুরেন্স লোকাল ট্রান্সপোর্ট পোর্ট	লট	১	১০০৭০১.০২	-	-

নং	অঙ্গের বিবরণ	একক	পরিমাণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয়	এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অর্জন	
					আর্থিক	ভৌত (%)
	হ্যান্ডিলিং চার্জ ৭% সিএনএফ (ইপিসি)					
১৪	পরামর্শক সেবা পোর্ট, বিদ্যুতকেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও কয়লা ক্রয় সংক্রান্ত ১১৬৯ pm লোকাল ও বিদেশি ১৫১৭ pm	পিএম	লোকাল ১৩৪১ পিএম বিদেশি ১০৪২ পিএম	৫০৭১১.০৯	৩১০৬১.৫৯	৬৩.৯
১৫	পরামর্শক সেবার উপর ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর	%	ভ্যাট-১৫% এআইটি-১০.৫%	১১২০০.৩২	৭১৪২.৪৮	৬৩.৯
১৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন টেস্টিং আইটি বাবদ	এল এস		৭১২৫.০০	৯৫৩৩.২৬	
১৭	ইরেকশন ও কমিশনিং এই উপর ভ্যাট ৫.৫% এবং ৫% আয়কর	%	ভ্যাট-৫.৫% এআইটি-৫%	১১৮২৫৯.৫৩	১২৩৬৬৭.০০	৪৬.৫
১৮	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৫০০.০	৩০০০০.০	২৮২২৮.৯৬	১০০
১৯	পুর্নবাসন এ্যাকশন প্ল্যান এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান (NGO-র সহায়তান)	নম্বর	৩৮৪ পরিবার	১০০০০.০	১৪৮৩৫.২৭	৯৫.৩
২০	টাউনশীপ এর জন্য ভূমি উন্নয়ন	কিউবিক মিটার	১৩৬০৩৫৪.৬৯	১০৮৮২.৮৪	৪৭৮৮.০৬	৪৫.০
২১	পূর্তকাজ (অনাবাসিক), টাউনশীপ এর জন্য	লট	১	১২৬১৯.৫৪	৩৬৭৭.৫০	১৯.২৩
২২	টাউনশীপ এর জন্য পূর্ত কাজ (আবাসিক)	লট	১	৮৬৭৪.৭২	৩৪৯.৯৮	৩.০
২৩	ট্রান্সপোর্ট/যানবাহন		১	২১২৪.০	৪১৭.৩৫	৫.৮
২৪	টাউনশীপ উন্নয়ন ও বাহ্যিক পরিবীক্ষণ এর পরামর্শ সেবা	পিএম	লোকাল-৪১২ পিএম	৬৩৩.৩৪	১৩৮.৯৭	১৯.০
২৫	টাউনশীপ নির্মাণকালীন বিদ্যুত খরচ বাবদ	এলএস	এলএস	১২০.০	-	-
২৬	কাস্টমস, ট্যাক্স ও ভ্যাট, সিএনএফ এর ১২% হারে	%	১২	১৭২৬৩০.৩১	৪৬১৭১.৪৪	৪৬.০
২৭	এলসি খোলার জন্য ব্যাংক চার্জ সিএন্ডএফ এর ০.৫% হারে	%	০.৫	৭১৯২.৯৩	-	-
২৮	অফিস কেনা/ভাড়া, ফার্নিচার, যন্ত্রপাতি			৩০৩০.০	২৮৬২.৭৭	৮০.০
২৯	টাউনশীপের জন্য ফার্ণিচার, যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক	লট	১	৯২১.০৫	৯৩.৯৭	৯.০৪
৩০	বিবিধ খরচ	এলএস	এলএস	১৫২৭৭.৭৮	-	-
৩১	৬০% ইকুইটি ৪০% ঋণ হিসাবে অভ্যন্তরীন GoB খাতে ২% হারে সুদ বাবদ	%	জিওবি-৩% ডিপিএ-২%	১৯৮০২২.৫৮	১০০০০	৪৫.৫
৩২	Physical contingency as per cost distribution & Minutes of Discussion			১৩৬৮৯৩.৭৫	-	-
৩৩	Price escalation as per cost distribution & Minutes of Discussion			২৯৯০১৫.৬৩	-	-
	সর্বমোট			৩৫৯৮৪৪৫.৯৮	১৬৪৩২৫৮.৯৭	

৩.৯ তুলনামূলক বিবরণঃ প্যাকেজ ১-১ এর ইপিসি অংশের আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১৩১০৯,৩৭.৫৯ লক্ষ টাকা। যেখানে অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৬৫৪,৩০.৭৯ লক্ষ টাকা। এর কারণ হলো বর্ধিত কাজের জন্য অতিরিক্ত চুক্তিমূল্য ভিত্তিক অগ্রগতি।

মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৪-১৫ সাল হতে ২০২০-২০২১ নাগাদ প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে ৬২.৩২%। অপরদিকে সংশোধিত ডিপিপিতে ২০১৪-১৫ সাল হতে ২০২০-২০২১

পর্যন্ত সার্বিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি ধার্য্য করা হয়েছে ৩২.০৮%। প্রকল্প অফিস থেকে জানা যাচ্ছে যে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত কয়লা ভিত্তিক এ বিদ্যুৎ প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৪২.০%, আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৬৭% এবং ইপিসি কাজের অগ্রগতি ৫২.১১%। এ অগ্রগতি সত্বেও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ হলো এর কাজের পরিধি বৃদ্ধি এবং এর সাথে প্রকল্পের ওয়ারেন্টি সেবার সময়সীমা ১২ মাস থেকে ২৪ মাসে উন্নীত করা।

৩.১০ সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত অগ্রগতির তথ্য ও ফলাফলঃ

নিবীড় সমীক্ষার জন্য নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন। যার ভেতর উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় সচিত্র উপস্থাপন করা হলো। যেমনঃ পোর্টের চ্যানেলের জন্য Sediment Mitigation Dyke নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রেজিং করে এ চ্যানেলের একটি নির্দিষ্ট নাব্যতা দেয়া হয়েছে।

ছবিঃ পোর্টের জন্য নির্মিত চ্যানেলের জন্য সেডিমেন্ট মিটিগেশন ডাইক।

এ পোর্টের জন্য দুটি জেটি নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে একটি জেটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে জাহাজ ভিড়ছে আর অপরটি নির্মাণাধীন। অতিরিক্ত হিসেবে আরো ২টি জেটি দেখা গিয়েছে যা অস্থায়ী ভিত্তিতে পূর্বের তৈরি করা। প্রকল্পের কাজের জন্য নির্মাণ করা স্থায়ী দুটি জেটির একটি কয়লা ও হেভি ইক্যুইপমেন্টের জন্য এবং অন্যটি তেল আনলোডিং এর জন্য বরাদ্দ থাকবে।

ছবিঃ কয়লা ও হেভি ইকুইপমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট জেটিতে আনলোডিং হচ্ছে। ২য় ছবিতে অপর জেটির নির্মাণ কাজ চলার দৃশ্য।

৩.১১ পোর্ট ও জেটি সংক্রান্ত মতামত

নির্মিতব্য পোর্ট ফ্যাসিলিটি অত্র কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজের জন্য বিশেষায়িত বলেই প্রতীয়মান হয়, কোন বাণিজ্যিক বন্দর নয়। যে স্থায়ী জেটিটি অপারেশনাল সেটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ মিটারের মত যা মাত্র ১২০০০ (বারো হাজার) থেকে ২০০০০ (বিশ হাজার) ডেডওয়েটের জাহাজকে সেবা দিতে পারবে। যেখানে 'মাদার ভেসেল' বলতে অনেক বড় মাপের জাহাজকে বুঝায় (যেমন ৪০,০০০ ডেডওয়েটের একটি জাহাজ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০ থেকে ২০০ মিটার)। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাত্র ২ (দুই) টি জেটি কোন বাণিজ্যিক বন্দরের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। কারণ ওয়েটিং টাইম বেশি বিবেচিত হলে বড় জাহাজ সে পোর্টে সহজে ভিড়বে না। পোর্টের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান লোডিং আনলোডিং লজিস্টিক সুবিধাসমূহ এখনও জেটিতে সংযুক্ত হয়নি এবং ওয়্যারহাউজ সহ বন্দর (পোর্ট) ফ্যাসিলিটিস নেই।

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের চলমান কাজের কিছু ছবি নিম্নে দেয়া হলোঃ

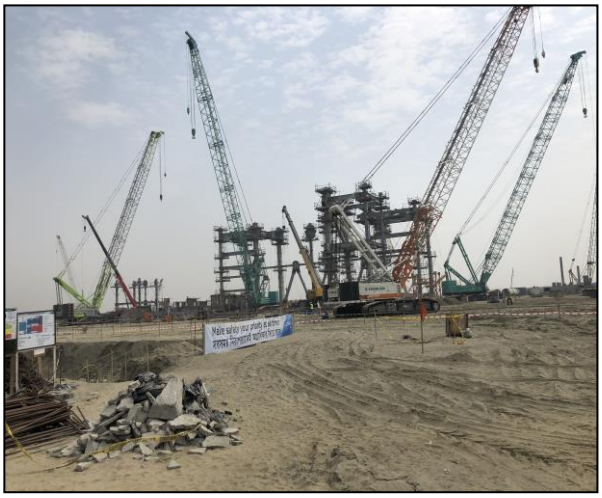

৩.১২ ক্রয় কার্যক্রম

আরডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের মালামাল, কার্য ও সেবা সংগ্রহের কাজে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ৫৭টি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি প্যাকেজ (GD-1- GD-14) মালামাল ক্রয়, ৩৫টি প্যাকেজ (WD-1- WD-35) কাজ ক্রয় সংক্রান্ত, এবং ৮টি প্যাকেজ (SD-1- SD-8) পরামশক/সেবা সংক্রান্ত। আরডিপিপি অনুযায়ী মালামাল ক্রয় বাবদ ৩,৮২১,৭২০.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে, কাজ ক্রয় বাবদ ৮৯,৮২৬.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে এবং পরামর্শক/সেবা সংক্রান্ত ক্রয় বাবদ ৯০,৬২৫.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে টাকার অঙ্কে বৃহৎ ৫টি প্যাকেজের চুক্তির বিবরণ এ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সারণি-৩.১: প্রকল্পে চলমান টাকার অঙ্কে ৫টি বৃহৎ চুক্তির সংক্ষিপ্ত তথ্য

চুক্তির ক্রমিক নং	চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	পরিমাণ ও একক	ক্রয়পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত ও চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	দরপত্র/ প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন: পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ: খোলার তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ
১	Consultancy Services for Design and Supervision of Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project.	ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য উপদেষ্টা সেবা : ইন্টারন্যাশনাল - ৯৩৫ ম্যান মান্থ লোকাল- ১,১২৩ ম্যান মান্থ মোট- ২,০৫৮ ম্যান মান্থ	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে	সিপিজিসিবিএল বোর্ড	ডিজাইন ও সুপারভিশনের উপদেষ্টা সেবার জন্য প্রাক্কলিত মূল্য : ৬,২৯০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন সমপরিমান টাকা ৪৯১.৪০ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) চুক্তি মূল্য : টাকা ৪৭৯.১৯৫৮৮৫১ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)	(১) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস- ১১/০২/২০১৪ (২) যুগান্তর- ১১/০২/২০১৪ (৩) ডেইলি স্টার- ১২/০২/২০১৪ (4) ইত্তেফাক - ১৩/০২/২০১৪	EOI প্রস্তাব- ৩১/০৩/২০১৪ RFP প্রস্তাব- ১৪/০৭/২০১৪	১০/১২/২০১৪	০৭/০১/২০১৫
২	Procurement of Preparatory Work for Power Plant and Port Facilities under Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project, Package-1.1 - ১৪/০২/২০১৬ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	পাওয়ার প্লান্ট তৈরি ও বন্দর সুবিধার প্রস্তুতিমুলক কাজের প্রকিউরমেন্ট	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা	প্রাক্কলিত মূল্য : টাকা ৪,৭২৯,৩২৩,৭২০.০০ (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) চুক্তি মূল্য : (JPY 97,920,300 + USD 59,980,684 + BDT 76,309,553 + ট্যাক্স BDT 504,662,284) সমমূল্য টাকা ৪,৮০৬,৩০৮,০৬১.৩৭ (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)	(1) The Daily Star- 23/07/2015 (2) The Financial Express- 24/07/2015 (3) The Daily Ittefaq- 23/07/2015 (4) The Kalar Kantho- 24/07/2015	০৪/১০/২০১৫	১৯/০১/২০১৬	১৪/০২/২০১৬
৩	Procurement of Design, Supply and Installation of Chakaria-Matabari 132 KV Single Circuit Transmission Line on Double Circuit Tower on Turnkey Basis under RE-Component of Matarbari USC Coal-Fired Power Project,	Procurement of Plant Design, Supply and Installation of Chakaria-Matabari 132 KV Transmission Line	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা	প্রাক্কলিত মূল্য : টাকা ২৭.০ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) চুক্তি মূল্য : USD 1,674,679.14 + BDT 128,598,802.38 (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য টাকা ২৬.০৯ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট	(১) দৈনিক সমকাল- ০৯/১১/২০১৫ (২) The Independent- ০৯/১১/২০১৫ (৩) দৈনিক ইত্তেফাক - ১০/১১/২০১৫ (৪) The Daily Star- ১০/১১/২০১৫	১০/০১/২০১৬	০৭/০৩/২০১৬	০৭/০৪/২০১৬

চুক্তির ক্রমিক নং	চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	পরিমাণ ও একক	ক্রয়পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত ও চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	দরপত্র/ প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন: পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ: খোলার তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ
	Package - 4.1 CPGCBL/PKG-4.1/2016/511, Date: 07.04.2016				ব্যতীত)				
৪	Procurement of Plant Design, Supply and Installation of 132/33 KV Matarbari Substation on Turnkey Basis under RE-Component of Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project, Package - 4.2 CPGCBL/PKG-4.2/2016/368, Date: 15.03.2016	Procurement of Plant Design, Supply and Installation of 132/33 KV Matarbari Substation.	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা	প্রাক্কলিত মূল্য : টাকা ৫৭.১ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতিত) চুক্তি মূল্য : USD 2,275,584 + BDT 20,79,02,125 (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য টাকা ৩৮.৭৬৭৩২৬১ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)	(1) The Daily Star - 02/09/2015 (2) The Independent - 03/09/2015 (3) The Daily Samakal - 02/09/2015 (4) The Kalar Kantho - 03/09/2015	২৯/১০/২০১৫	০৯/০২/২০১৬	১৫/০৩/২০১৬
৫	Procurement of Power Plant and Port Facilities Under Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project, Package-1.2	পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop with PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে।	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা	চুক্তি মূল্য : **YEN 91,071,543,365 +USD 3,031,770,736 +BDT 59,308,193,044** (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য টাকা ৩৬২৯৯.৮৮ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য মার্কিন ডলার ৪.৫৮ বিলিয়ন (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)	(১) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস- ০৪ জুন ২০১৫ (২) যুগান্তর- ০৪ জুন ২০১৫ (৩) ডেইলি স্টার- ০৪ জুন ২০১৫ (৪) ইত্তেফাক- ০৪ জুন ২০১৫	১০/০৮/২০১৫	১০/০৭/২০১৭	২৭/০৭/২০১৭

উপরোক্ত ৫টি চুক্তির বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য যা প্রকল্প অফিস থেকে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে বিশ্লেষণ করা গেলঃ

চুক্তি নং ১: ৪৭৯ কোটি টাকার"ডিজাইন ও পরামর্শ সেবা"র দরপত্রের ব্যাপারে প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় 'দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয়ের সংখ্যা' এবং 'দরপত্র/প্রস্তাব জমার সংখ্যা'র বিপরীতে কোন তথ্যই উল্লেখ নেই।

চুক্তি নং ২: এই প্যাকেজে মোট ১১টি দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয় করা হয়েছিল, এর মধ্যে ৩টি দরপত্র জমা পড়েছে। এ দরপত্রের বিজ্ঞাপন সিপিটিইউ এর মাধ্যমে ই-জিপিতে যায়নি।

চুক্তি নং ৩: এই প্যাকেজে মোট ৭টি দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয় করা হয়েছিল, এর মধ্যে ১টি দরপত্র জমা পড়েছে। এ দরপত্রের বিজ্ঞাপন সিপিটিইউ এর মাধ্যমে ই-জিপিতে যায়নি। "Procurement of Plant Design, Supply and Installation of Chakaria-Matabari 132 KV Transmission Line" চুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৭টি দরপত্র বিক্রয় করা হলেও জমা হয়েছে মাত্র ১টি এবং দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশে Angelique International Limited এর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ চুক্তির টাকার মূল্য ২৭ কোটি।

চুক্তি নং ৪: এই প্যাকেজে মোট ১০টি দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয় করা হয়েছিল, এর মধ্যে ৩টি দরপত্র জমা পড়েছে। এ দরপত্রের বিজ্ঞাপনও ই-জিপিতে যায়নি। এ চুক্তির ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি ঘটেছে ৩২.১%। টেকনিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশ অনুযায়ী কাজটি দেয়া হয়েছে Energypac Engineering Limited কে।

চুক্তি নং ৫: প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ দরপত্র বিক্রয়ের সংখ্যা ১৪টি। প্রাকযোগ্যতার ভিত্তিতে এই প্যাকেজে মোট ২টি দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয় করা হয়েছিল, এর মধ্যে ২টি দরপত্র জমা পড়েছে। এ দরপত্রের বিজ্ঞাপন সিপিটিইউ এর মাধ্যমে ই-জিপিতে যায়নি। পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তিমূল্য ৩৬,২৯৯.৮৮ কোটি টাকা যেখানে অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৫,৯৮৪.৪৫৯৮ কোটি টাকা যাতে জিওবি খাতের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪,৯২৬.৬৫ কোটি টাকা।

মূল ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজের আওতায় প্যাকেজ ১-১ এর আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও জেটি নির্মাণের জন্য চুক্তি মূল্য আছে ২৪,৯১৬.৮১ কোটি টাকা। আরডিপিপিতে সংশোধিত প্যাকেজের প্রাক্কলন ৩৮,১১৩.০৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ১৩,১৯৭ কোটির বেশী, যা মূল প্যাকেজের ৫২.৯৭%। মূল ঠিকাদারের সাথে ভেরিয়েশন অর্ডারে এই চুক্তি করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

বেশ কয়েক অঙ্গে ডিপিপির চেয়ে অধিক ব্যয়ে চুক্তি করা হয়েছে এবং মে, ২০২১ পর্যন্ত ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ও করা হয়েছে। অঙ্গগুলো হলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ইলেকট্রিফিকেশন, ইরেকশন ও কমিশনিং, ভ্যাট ও আয়কর এবং পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ।

মূল ডিপিপিতে পন্য ১টি, কার্য ১টি ও সেবার আওতায় ৪টি ক্রয় প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরডিপিপিতে পণ্য ক্রয়ের আওতায় ১৪টি, কার্য ক্রয়ের আওতায় ৩৫টি এবং সেবা ক্রয়ের আওতায় ৮টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রায় সকল প্যাকেজই ২০১৬-২০১৭ সালে চুক্তি করা হয়েছে এবং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত বিষয়গুলি বিদ্যুৎ বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে।

৩.১৩ ক্রয়কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত এবং চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং জাইকার গাইডলাইন) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস তথ্য দিয়েছে। অনুমোদন প্রদান করছে কোম্পনী বোর্ড।
এ প্রকল্পে ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- জাইকার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির আলোকে জাইকার গাইড লাইন অনুসারে দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়;
- অতঃপর দরপত্র দলিল জাইকাতে প্রেরণ করা হয়;
- জাইকা দরপত্র দলিলে অনাপত্তি দিলে তা সিপিজিসিবিএল এর বোর্ড হতে অনুমোদন করা হয়;
- তারপর দরপত্র আহবান করা করা হয়;
- দরপত্র আহবানের পর তা মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন করে জাইকার অনাপত্তি নেয়া হয়;
- তারপর তা সিপিজিসিবিএল এর বোর্ড এর অনুমোদন নেয়া হয়;
- এরপর খসড়া চুক্তিপত্র/ দলিল এর উপর মন্ত্রণালয় ও জাইকার অনাপত্তি নেয়া হয়;
- অতঃপর বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে তা ঠিকাদারের নিকট কার্যাদেশ/ নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড জারী করা হয়;
- শেষে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয়।

তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বড় কজগুলোর মধ্যে ভূমি উন্নয়ন ও ব্যারাক নির্মাণ সহ বিভিন্ন ভৌত কাজের দরপত্র সিপিটিইউ (CPTU) এর মাধ্যমে ই-জিপিতে আসলেও ইপিসি কাজের দরপত্রের বিজ্ঞাপন CPTU এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় পত্রিকায় প্রদত্ত দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের তথ্য পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৪ ইন্সপেকশন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ মালামালের Pre-shipment Inspection এর ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের Major Equipment সমূহের মধ্যে Steam Turbine Rotor, FDF,IDF, Separator Drain Tank, Generator Rotor, HP Heater, Coal Unloader, Stacker, Reclaimer, 400kV GIS, Generator Transformer, DC & UPS, Main/BFP Turbine Digital Electro Hydro Control System, Generator exciting system , Safety valves & Steam turbine bypass control valves, main cooling water pump, Boiler Feed Pump (Motor & Turbine Driven) এর Planned witness for Shop Test and Inspection Schedule এপ্রিল ২০২১ থেকে আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত। বিশ্বব্যাপী বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উক্ত test সমূহের জন্য করনীয় বিষয়ে সিপিজিসিবিএল, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির কারণে সিপিজিসিবিএল এর অনুমোদন নিয়ে প্রকল্পের ঠিকাদার ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত ৯ (নয়) টি প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পাদনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ক্রমিক	যন্ত্রপাতি
০১	Unit 1, Steam Turbine Rotor (LP), NDE (Ultrasonic Test) in Japan on Early Jun 2021.
০২	Unit 1, Turbine Driven Boiler Feedwater Pump (A & B) in Germany on 16 April 2021.
০৩	Unit 1, MBFP-Pump Assembly, Performance Test in Germany on 27th May.
০৪	Unit 1, HP Heater 8 (Shell Side), Hydro Test for Shell side in Japan in Middle of June 2021
০৫	250MVA Generator step up transformer (GSUT) / 116MVA Start-up / Stand-by transformer (SUT) / 60MVA Unit Auxiliary transformer (UAT) - GSUT/SUT/UAT at Korea during 12 to 23 of July 2021
০৬	400kV GIS Equipment from 10th to 14th May 2021 in South Korea
০৭	Separator & Separator Drain Tank in late June 2021 in Japan
০৮	RO HP Pump in China
০৯	IPBD/SPBD in India

৩.১৫ উদ্দেশ্য অর্জন

উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও input পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

পরিবেশের ভারসাম্যের বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে উন্নত ও কস্ট ইফেকটিভ প্রযুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতারবাড়িতে ২টি ৬০০ মেঃওঃ ইউনিটের আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে যাতে উচ্চ দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় এবং সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

প্রকল্পের ইনপুট হিসেবে যেসব অঙ্গ কাজ করার কথা তার সবই অংশ নিয়েছে এ প্রকল্পে। যথাসময়ে এর অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এ প্রকল্পটি সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ১ম অধ্যায়ে (১.৮ প্রকল্পের লগফ্রেম) বিস্তারিত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

৩.১৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগঃ

এ প্রকল্পে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্যা

নং	দায়িত্ব পালন সময়	নাম	বদলের কারণ	দায়িত্বপালনের স্থায়িত্বকাল
০১	জুলাই, ২০১৪ থেকে এপ্রিল, ২০১৮	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	অবসর	৩ বছর ৯ মাস
০২	এপ্রিল, ২০১৮ থেকে জুলাই, ২০১৮	জনাব খালেদ মাহমুদ	অতিরিক্ত	৩ মাস
০৩	জুলাই, ২০১৮ থেকে অক্টোবর, ২০১৯	জনাব গোলাম কিবরিয়া	অবসর	১ বছর ৩ মাস
০৪	নভেম্বর, ২০১৯ থেকে জানুয়ারী, ২০২০	জনাব মোঃ সেলিম আবেদ	অতিরিক্ত	২ মাস
০৫	জানুয়ারী, ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২০	জনাব মোঃ আবদুল মোত্তালিব	-	৬ মাস
০৬	জুলাই, ২০২০ থেকে চলমান	জনাব আবুল কালাম আজাদ	চলমান	১০ মাস

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের ৭ বছরে এপর্যন্ত মোট ৬ জন দায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যার মধ্যে ২ জন অতিরিক্ত হিসেবে ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভায়, যা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর, একজন প্রকল্প পরিচালক ও ন্যূনতম ২জন উপ-প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন নিয়োগের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পে শুরু থেকেই পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা আরো সহজ হবে।

জনবল নিয়োগ

প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সাবলীলভাবে, সময়মত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একজন প্রকল্প পরিচালক, একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক, একজন সহকারি প্রকল্প পরিচালক, ২৮ জন উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, ২৮ জন মাঠ কর্মী এবং একজন গাড়ি চালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগের তারিখ ও সংখ্যা নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলোঃ

জনবল নিয়োগের তারিখ ও সংখ্যা

	পদবী	সংখ্যা	নিয়োগের তারিখ
প্রকল্প সমন্বয়কারী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে জুলাই, ২০১৪ হতে এখন পর্যন্ত ০৩ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যায়ক্রমে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী	নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি/অর্থ)	০২	বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
প্রকল্প পরিচালক	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প)	০১	২২.০৭.২০২০ হতে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।
	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)	০১	বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ DGM/সমমান	০৭	
	নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমান	০৮	বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সমমান	১৩	
	সহকারী প্রকৌশলী/সমমান	০৮	
	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমান	০৬	
	কর্মচারী/স্টাফ	৫৫	
	সর্বমোট	১০২	

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন

এ প্রকল্পটি একটি স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে বিশেষ এ কমিটির সভাসমূহ আয়োজনের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলোঃ

কমিটির সভাসমূহ আয়োজেনের সারসংক্ষেপ

সভা	তারিখ	স্থান	বিরতি
১ম	০৬ নভেম্বর ২০১৪	কক্ষ নং-১২১, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	
২য়	২৩ অক্টোবর, ২০১৬	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ	২৩ মাস
৩য়	১০ ডিসেম্বর, ২০১৭	বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ	১৪ মাস
৪র্থ	০৮ জানুয়ারী, ২০১৯	বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ	১৩ মাস
৫ম	০১ ডিসেম্বর, ২০১৯	বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ	১১ মাস
৬ষ্ঠ	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ	২ মাস ১৭ দিন
৭ম	২৮ অক্টোবর, ২০২০	বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ	৭ মাস

এ কমিটির সভাসমূহ প্রতি তিন মাস পর পর হওয়ার কথা যা প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্ত বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ২য় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৩ মাস পর এবং এর পরেরটির বিরতি ১৪ মাস।

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ

প্রকল্প দফতর হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণের পর্যায়সমূহঃ

- ✓ মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ শুরুঃ জুন ২০১৩।
- ✓ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ডিসি অফিসে অর্থ প্রদানঃ জুন ২০১৪।
- ✓ মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমি হস্তান্তরঃ আগষ্ট ২০১৪।
- ✓ ডিসি অফিস কর্তৃক ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান শুরুঃ আগষ্ট ২০১৪।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১৪ সালের জুন মাসের দিকে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়। এই কার্যক্রমের শুরুর দিকে কোন পর্যবেক্ষক দল প্রকল্প স্থানটি পরিদর্শনে গেলে ও ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে মতবিনিময় করলে অনেক সমস্যা এড়ানো যেত বলে প্রতীয়মান হয়।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ডিপিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে সময়মত অর্থছাড় হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রকল্প পরিচালকের দফতর হতে স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য দেয়া হয়েছে যা সবই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখিত। প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ও সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৩.১৭ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১৭.১ কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী

কী ইনফরমেন্টস সাক্ষাতকার হিসাবে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইএমইডি প্রতিনিধি, প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালক, এবং সিপিজিসিবিএল এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১৭.২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে লোডশেডিং এর অবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। তবে ভবিষ্যতে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পায়নের ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়লেও লোডশেডিং এর আশংকা কমে যাবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আরো অন্য প্রকল্প হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৩.১৭.৩ প্রকল্পের উপকারভোগিদের থেকে সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সংখ্যাগত বিশ্লেষণের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ৩৪৩ টি পরিবার থেকে ১৮২ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ ৩৪৩টি পরিবার (উপকারভোগি) হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

৩.১৭.৪ উত্তরদাতাদের পেশা

খানা প্রধানগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। ব্যবসা হল প্রধান পেশা, যেখানে প্রায় ৫১% খানা প্রধান নিয়োজিত। কৃষি হল দ্বিতীয় পেশা যা প্রায় ২৩% খানা প্রধান নিয়োজিত। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পেশা হল চাকুরি (৬%), সবজি/ফল বিক্রেতা (২%), কৃষি শ্রমিক প্রায় (২%), অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন প্রায় ১৪% খানা প্রধান।

উত্তরদাতাদের পেশার শতকরা বন্টন

পেশার নাম	সংখ্যা	শতকরাহার
কৃষি	৪১	২২.৫
ব্যবসা	৯৩	৫১.১
মৎস্যজীবী	২	১.১
চাকুরি	১০	৫.৫
রিক্সা/ভ্যান চালক	১	০.৫
কৃষি শ্রমিক	৩	১.৬
সবজি/ফল বিক্রেতা	৪	২.২
ছোট দোকানদার	২	১.১
অন্যান্য	২৬	১৪.৩
মোট	১৮২	১০০.০

উত্তরদাতাদের বর্তমানে আয়ের প্রধান উৎসসমূহ

আয়ের প্রধান উৎসের নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষি	৫৭	৩১.৩
চাকুরি	৯	৪.৯
মাছ ধরা	৮	৪.৪
সবজি বিক্রি	৭	৩.৮
ব্যবসা	৮৮	৪৮.৪
রিক্সা/ভ্যান চালক	৬	৩.৩
ছোট দোকানদার	৭	৩.৮
মোট	**১৮২**	**১০০.০**

৩.১৭.৫ জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

জমি অধিগ্রহণ

উত্তরদাতাদের জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৯৮% উত্তরদাতাদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে।

জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কিত তথ্য

উত্তর	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭৯	৯৮.৪
না	৩	১.৬
মোট	১৮২	১০০.০
হ্যাঁ হলে, জমির পরিমান গড় শতাংশ		
গড় শতাংশ	১২৮.০	

লবণ চাষের চিত্রঃ

এককালীন কোন টাকা পেয়েছেন কি না **সে সম্পর্কিত তথ্য**

প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ কিছু লোক এককালীন কোল পাওয়ার কোম্পানী থেকে গড়ে ২,২০,০০০ টাকা পেয়েছেন।

৩.১৮ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

প্রকল্প এলাকায় মোট ২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) পরিচালনা করা হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৬ জন অর্থাৎ প্রতিটি এফজিডি-তে গড়ে প্রায় ১৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য, শিক্ষকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

৩.১৮.১ অংশগ্রহণকারীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স প্রায় ৪২ বছর। বয়সের বন্টন থেকে দেখা যায় যে, সংখাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৩০-৪৯ বছর, ১৮% এর বয়স ৫০ বা তার বেশি, আর মাত্র ২০% অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৩০ বছরের নিচে। অর্ধেকের বেশী অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পর্যন্ত। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতঃ কৃষি কাজে ২৪%, ব্যবসায়ী ৪২%, চাকুরী ২৬%, গৃহিনী ৮% ইত্যাদি।

৩.১৮.২ প্রকল্পের ফলে এলাকার কর্মসংস্থান বাড়বে কি না সে সম্পর্কিত মতামত

প্রকল্পের কাজ শেষ হলে যখন আরো লোকবল নিয়োগ করা হবে তখন এলাকার কিছু শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকরির ব্যবস্থা করলে কর্মসংস্থান বাড়বে।

৩.১৮.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত মতামত

উপস্থিত প্রায় সকলেই বলেছেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে তবে সেটি সমুদ্রবন্দর এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঢোকার জন্য।

৩.১৮.৪ ব্যবসা করার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত মতামত

প্রকল্প এলাকা জুড়ে প্রায় ৬০০০ ইঞ্জিনিয়ার, টেকনেশিয়ান এবং শ্রমিক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বসবাস সে ক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের চাহিদা আছে। তবে বৃহৎ আকারের ব্যবসা করার সুযোগ বাড়বে আরো ৪/৫ বছর পরে যখন প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা তৈরি হবে তখন কাঁচামাল, মাছ মাংসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানসহ ঔষধ, গাড়ি মেরামত, তৈল, সেলুন, হোটেল রেস্তোঁরা সহ অনেক ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে বলে প্রায় সকলেই বলেছেন।

৩.১৮.৫ নতুন হোটেল রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করার সুযোগ সম্পর্কে মতামত

যেহেতু শত শত শ্রমিক কর্মচারী কাজ করবে এবং বাহির থেকে অনেক পর্যটক ঘুরতে আসবেন প্রকল্প এবং গভীর সমুদ্র বন্দর দেখার জন্য তাদের সেবার জন্য হোটেল/রেষ্টুরেন্ট প্রয়োজন হবে। তখন এলাকায় অবশ্যই হোটেল রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা চালুর সুযোগ হবে মর্মে সকলেই জানান।

৩.১৮.৬ টাউনশীপের কাজ বাস্তবায়নের ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ে মতামত

এই প্রকল্পটি ঘিরে এই এলাকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ হবে কিনাঃ তারা জানান যে, অত্র এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় পড়ালেখার জন্য ছেলেমেয়েদের প্রায় ২/৩ কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। যদি কর্তৃপক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং সবার জন্য তা উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে অবশ্যই এখানে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৩.১৮.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এলাকার বাইরে থেকে অনেকে এখানে অবস্থান করায় স্থানীয় বাজারে অর্থের সঞ্চালন বেড়ে গেছে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা

উপস্থিত প্রায় সকলেই জানান অবশ্যই অর্থের সঞ্চালন বেড়ে গেছে

- শত শত শ্রমিক কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করছে।
- যাতায়াতের জন্য স্থানীয় ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করছে।
- ছোট ছোট হোটেল রেস্তোরাতে নাস্তাসহ খাওয়া দাওয়া করছে ইত্যাদির কারণে অর্থের সঞ্চালন বেড়ে গেছে।

৩.১৮.৮ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি

কম্পিউটার, সেলাই, গরু ছাগল পালন এই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৬ মাস মেয়াদী এপ্রশিক্ষণের মান ভালো ছিল বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সময় এবং পরিবেশ উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য তারা আবেদন জানান, যেমন-ইলেকট্রিক কাজ, ক্ষুদ্র ও ভারী যন্ত্রপাতি মেরামত, গাড়ী মেরামতের কাজ ইত্যাদি।

৩.১৮.৯ প্রকল্পের কিছু ভালো দিক সম্পর্কে তাদের মতামতঃ

- বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ হবে;
- জল ও স্থল পথের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে;
- জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে;
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে;
- এই প্রকল্পের ফলে শিল্পায়ন বাড়বে;
- প্রকল্পের ফলে যে কোন উৎপাদন (যান্ত্রিক) বৃদ্ধি পাবে।

৩.১৯ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের সহিত মতবিনিময় কর্মশালা

মতবিনিময় সভার স্থানঃ সিপিজিসিবিএল এর কনফারেন্স কক্ষ, মাতারবাড়ী ইউনিয়ন, উপজেলা-মহেশখালী. জেলা-কক্সবাজার

সভার তারিখ: ২৭ মার্চ, ২০২১, সময়: সকাল ১০ ঘটিকা, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিগণের পরিচিতিঃ ফারজানা খানম, উপ পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন মজুমদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিচালন), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), মোঃ রকিবুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (তড়িৎ), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), প্রফেসর ড. মোঃ রিয়াজুল হামিদ, (টিম লিডার), মোহাম্মদ মুকাম্মিলুর রহমান (মেরিন ইঞ্জিনিয়ার), ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, মোস্তাক আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ, ঢাকা, সিপিজিসিবিএল এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠানে মাতারবাড়ীতে আলোচনা

স্থানীয় কর্মশালায় মাতারবাড়ীতে আলোচনা সভা

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালার বিশেষ অতিথি ফারজানা খানম, উপ পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং অংশগ্রহণকারী সকল সুধীবৃন্দকে এ প্রকল্প সম্পর্কিত যত প্রকার সুবিধা-যেমন এলাকার জীবনমানের উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ইত্যাদি এবং অসুবিধা যেমন ঠিকমত ভূমি অধিগ্রহণকৃত টাকা পেয়েছেন কি না, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না, না পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণের জন্য আগ্রহী কি না, কর্মসংস্থানের সমস্যা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি সমস্যার কথা কোন প্রকার দ্বিধা না করে উপস্থাপনের আহবান জানান। তিনি আরও বলেন যে এ কর্মশালায় তাদের উত্থাপিত সমস্যাগুলো প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তুলে ধরা হবে। তিনি আরো বলেন তাদের দেয়া ভূমির সাহায্যেই এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন এবং মাতারবাড়ীর এ এলাকা একদিন বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের মত উন্নত হবে। আর এর ফল এখানের জনসাধারণ হিসেবে তারা ভোগ করবে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রফেসর ড. মোঃ রিয়াজুল হামিদ উন্মুক্ত আলোচনা শুরু করেন। ভূমি অধিগ্রহণের টাকা পেতে কোন সমস্যা হয়েছে কি না, প্রতি শতকের মূল্য কত টাকা পেয়েছেন, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন। উপস্থিত জনসাধারণের মাঝে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অনেকেই অনেক মত দেন এবং তাদের অবস্থান জানান। কেউ জানিয়েছেন যে, টাকা পেতে তাদের অনেক সময় লেগেছে এবং প্রশিক্ষণ আরো প্রয়োজন। উপস্থিত মহিলা সদস্য দাবি জানান যে মহিলাদের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজন কারণ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অনেক পুরুষ বেকার হয়ে আয় রোজগারহীন হয়ে পড়েছে এবং সেজন্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ থাকলে তারা বিকল্প আয় দিয়ে পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারবে।

উন্মুক্ত আলোচনা

(১) সুবিধা সম্পর্কিত আলোচনায় সুবিধাভোগীগণ বলেন

- এ প্রকল্পের ফলে এলাকার অনেক উন্নয়ন হবে, এ এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- গ্রামের অনেক শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।
- এলাকার রাস্তাঘাটের অনেক উন্নয়ন হয়েছে।
- এলাকায় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এখন অনেক রাত পর্যন্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকছে বেচাকেনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সকল স্তরের অনগ্রসর গ্রামের মানুষ উপকৃত হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকা বিদ্যুতায়িত হওয়ার ফলে ছোট-বড় অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।
- যোগাযোগ, শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হইতেছে।
- প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি হবে;
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে;

(২) অসুবিধা সম্পর্কে বলেন

- যাদের জমি গিয়েছে তাদের কেউ কেউ এখনও টাকা পায়নি।
- এলাকার বেকার শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অপ্রতুল যা আরো বৃদ্ধি করা দরকার।
- প্রকল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা শ্রমিকের সংখ্য যথেষ্ট নয়, কারণ অনেকে যথাযথভাবে সংসার চালাতে পারছে না।

(৩) পরামর্শসমূহ

- তালিকাভুক্ত ১০৪৯ জন শ্রমিকে কাজে লাগানো দরকার;
- এলাকার নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো বাড়ানো দরকার;
- যাদের অনেক লবন ও চিংড়ি চাষ ক্ষতি হয়েছে তাদের থেকে আরো কিছু শ্রমিকে কাজের ব্যবস্থা করা;

৩.২০ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ

৩.২০.১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কেআইআই

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট"

প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার

এ প্রকল্প মনিটরিং করা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যপারে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেগুলো হলো আইএমইডি, বিদ্যুৎ বিভাগ, জাইকা, ইআরডি, বিদ্যুৎ বিভাগের সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা।

তিনি আরো জানান যে, এ প্রকল্পটিতে ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে (সংযুক্তি)।

এই প্রকল্পের যন্ত্রাংশ ও মালামাল এর গুণগত মান কেমন ছিল? এমন প্রশ্নের জবাবে পরিচালক জানান যে, মূল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল যন্ত্রপাতি সমূহ এখনো আসেনি। তবে প্রকল্পের Boiler-1 এর Steel Structure Erection এর কাজ গত ০৮ মার্চ ২০২১ থেকে শুরু হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োনীয় জনবল নিয়োগ করে কাজ পরিচালনা করছে বলে তিনি তথ্য দেন।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। যেমন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬০০ মেঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন আরো দুটি ইউনিট নির্মাণ করা হবে। অক্টোবর ২০২০ থেকে Tepsco, Japan মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (২য় ফেজ) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু করেছে।

প্রকল্পটি ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। এ প্রকল্পটি ভিশন ২০২১ এর সাথে সমন্বিত একটি প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০২৪ সালে উচ্চ দক্ষতার মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত হবে।

এই প্রকল্পের ফলে বিদ্যুৎ শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি হবে। প্রকল্পে Ultra Super Critical Technology প্রয়োগ করা হচ্ছে, যার ফলে তুলনামূলক ভাবে কম কয়লা ব্যবহার করে একই পরিমান বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

এই প্রকল্পের ফলে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ হবে। ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি জানান, প্রকল্পে Ultra Super Critical Technology সহ উন্নত দেশের-মুলত জাপান, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক উন্নত দেশের নামীদামি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে যার ফলে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত হবে।

প্রকল্পের ফলে উন্নত এবং সুলভ প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ করা হবে বলে তিনি মতামত দিয়েছেন।

টেকসইকরণ পরিকল্পনাঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবনী ধারণা উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পে Ultra Super Critical Technology, আধুনিক Control System, উন্নত যন্ত্রপাতি, ESP, FGD, Power Plant

Simulator সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে দেশের প্রকৌশলীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহি হবে।

প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের নামকরা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TEPSCO (Japan), NIPPON KOEI (Japan), FICHTNER (Germany) & SMEC (Australia) কাজ করছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানই এই প্রকল্পের ডিজাইন করছে যেখানে উন্নত এবং সুলভ প্রযুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে Japan এর Sumitomo Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation and IHI Corporation কাজ করছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ইপিসি ঠিকাদার প্রকল্পের দেশীয় প্রকৌশলীদের প্রকল্প বাস্তবায়নকলীন সময়ে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে যাওয়ার দুই বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Operation and maintenance প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৩.২০.২ যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর সাক্ষাৎকার

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে লোডশেডিং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমবে বলে তিনি মনে করেন। ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরণের আরো প্রকল্প হাতে নেয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

আলোচ্য প্রকল্পে বিলম্বের ব্যপারে তিনি জানান যদিও এটি আরম্ভের ১ মাস ১২ দিন পর অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু এ প্রকল্পের মেয়াদ বিবেচনায় তা নগণ্য।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে তিনি জানান যে আলোচ্য প্রকল্পটির জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবগত সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রও গ্রহণ করা হয়েছে। সমীক্ষাসমূহের আলোকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এ প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, যে এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে কোন বিলম্ব হয়নি।

প্রকল্পটি জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন। জাপানীজ পরামর্শকের তত্বাবধানে কাজ হচ্ছে যার ফলে কাজের গুণগত মান ভালো হবে বলে প্রত্যাশিত। এ বিষয়গুলোকে তিনি প্রকল্পের সবল দিক হিসেবে উল্লেখ করেন।

অপরদিকে দুর্বল দিক হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ করা মালিকদের ক্ষতিপূরণে বিলম্ব এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা ও বারবার তা পরিবর্তন হওয়াকে উল্লেখ করেন।

প্রকল্প এলাকার ও এর জনগণের সার্বিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে তিনি এ প্রকল্পের সুযোগ হিসেবে মনে করেন।

৩.২০.৩ আইএমইডি প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার

আইএমইডি'র প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায়ঃ

(১) এ প্রকল্পের বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে।

(২) জাপানের দক্ষ ঠিকাদার ও পরামর্শকের তত্বাবধানে এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান ভালো যেটি একটি সবল দিক।

(৩) এ প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সুযোগের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন মহেশখালি উপজেলার অত্র এলাকার উন্নয়নে প্রকল্পটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

৩.২১ অডিট সম্পর্কিত বিবরণ

প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ প্রকল্পে ফাপাড (FAPAD) অডিট করা হয়েছে। নিম্নে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ছকটি সন্নিবেশিত হলোঃ

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থা/কোম্পানীর নাম	পূর্বের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি			বিবেচ্য মাসের নতুন অডিট আপত্তি	মোট আপত্তি		বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি (ফেব্রুয়ারী-২০২১)	
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)		পার্ট-এ	পার্ট-বি		পার্ট-এ	পার্ট-বি	পার্ট-এ	পার্ট-বি	পার্ট-এ	পার্ট-বি
	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর	০৩ (তিন)	-	-	০৩ (তিন)	-	-	-	০৩ (তিন)	-
	মোট	০৩ (তিন)	-	-	০৩ (তিন)	-	-	-	০৩ (তিন)	-
	সর্বমোট	পার্ট-এ = ০৩ (তিন)টি			পার্ট-এ = ০৩ (তিন)টি				পার্ট-এ = ০৩ (তিন)টি	

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালকের মন্তব্যঃ

বর্নিত অনিষ্পন্ন ০৩টি অডিট আপত্তিই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত; যা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার কার্যালয়ের আওতাভুক্ত। উক্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব ইতোপূর্বে ০২(দুই) বার জেলা প্রশাসন কার্যালয়, কক্সবাজার হতে সংগ্রহ করতঃ ফাপাডে প্রেরণ করা হলেও আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয় মর্মে পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য ফাপাড হতে পত্র প্রেরণ করে।

উক্ত আপত্তি সংক্রান্ত সকল নথি/ডকুমেন্টস জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকায় সিপিজিসিবিএল (প্রকল্প অফিস) হতে উক্ত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিমূলক পুনঃজবাব প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ণিত ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আপত্তিসমূহ মাতারবাড়ী প্রকল্প দপ্তরের আপত্তি হিসেবে বিবেচনা না করে জেলা প্রশাসন কার্যালয়, কক্সবাজার দপ্তরের আপত্তি হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন। তাই আপত্তিসমূহ প্রকল্প দপ্তর (সিপিজিসিবিএল) হতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে স্থানান্তরের অনুরোধ জানিয়ে ব্রডসীট জবাব প্রস্তুত করে বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে ফাপাড এ প্রেরণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT)

৪.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ এ প্রকল্পের সবল দিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়ঃ

- প্রকল্পটির জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবগত সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে;
- প্রকল্পটি জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অন্যান্য অর্থায়নের তুলনায় জাইকার ঋণের সূদের হার কম;
- প্রকল্পটি জাইকা/জাপানিজ পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের গুণগতমান অত্যন্ত ভালো;
- প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব হয়নি;
- যথা সময়ে অর্থ ছাড় করা হয়েছে;
- অত্র প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে;
- বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে;
- খাতওয়ারী বাজেট চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে;
- সিসিটিভি ক্যামেরা ও দ্রোন ব্যবহার করে প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে;
- প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয়;
- প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়েছে; এবং
- প্রকল্পের বিদেশী শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ এ প্রকল্পের দুর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বিতরণে বিলম্ব;
- দীর্ঘদিন যাবৎ পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা এবং বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়া। প্রথম চার বছর সংস্থার প্রধান প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন;
- ১ম স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে ২ বছর ৩ মাস পর সভা হয়েছে। এতে প্রথম কয়েক বছরে মনিটরিং-এ দুর্বলতা ছিল;
- প্রকল্পের প্রাথমিক নিরীক্ষার কাজে চ্যানেলের বিষয়টি যথাযথভাবে দেখা হয়নি। এটি এ প্রকল্পের একটি বড় দুর্বলতা;
- প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে।

৪.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ

এ প্রকল্পের ফলে নিম্নের সুযোগসমূহ সৃষ্টি হতে পারেঃ

- প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হলে অত্র এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নত হবে এবং দেশের বিদ্যমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণসহ মহেশখালী ও অত্র এলাকায় চলমান অন্যান্য প্রকল্পের কাজকে বেগবান করবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বিদ্যুৎ শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
- কাঙ্খিত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ হবে;
- প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে প্রকল্প এলাকায় নগরায়ন ও শিল্পায়ন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।
- এই প্রকল্পে পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের সংস্থান রয়েছে।

৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

ঝুঁকিগুলো নিম্নরূপঃ

- করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পের মালামালগুলো সঠিক সময়ে শিপমেন্ট না হওয়ার আশঙ্কা;
- লিংক প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব বা বাঁধাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা;
- প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের সার্বিক পর্যবেক্ষণ, ডিপিপি/ আরডিপিপি পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায় হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সরেজমিনে ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ, সুফলভোগীদের তথ্য জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেআইআই-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আলোকে গৃহিত পর্যবেক্ষণ ও ফলাফলের সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

৫.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরামর্শক দলের সদস্যগণ সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রকল্পে স্থাপিতব্য বিভিন্ন মেশিনারির ফাউন্ডেশনের (Civil Works Foundation) কাজ চলছে। তবে বয়লার স্থাপনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। অন্যান্য মালামাল ও যন্ত্রাপাতির ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে দ্রুত গতিতে যন্ত্রপাতি বসানো যাবে। চ্যানেল ড্রেজিং এবং সেডিমেন্ট মিটিগেশন ডাইক নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং নতুন নির্মিত একটি জেটিতে গত ডিসেম্বর থেকে প্রকল্পের মালামাল নিয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৪২.০%, আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৬৭% এবং ইপিসি কাজের অগ্রগতি হয়েছে ৫২.১১%। অর্থাৎ মূল ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি টার্গেট অনুযায়ী রয়েছে। কিন্তু গভীর সমুদ্র বন্দরের পরিসর বৃদ্ধি এবং ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ৩ বছর ৬মাস বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। এই কোভিড মহামারীর কারণেও প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৫০০০ শ্রমিক কাজ করছে। এটা আশাব্যঞ্জক দিক। তাছাড়া, প্রকল্পের কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ড্রোন এবং ভিডিও এর মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

৫.২ প্রকল্প থেকে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা ছাড়া আরো যে সুবিধা সমূহ পাওয়া যাবে সেগুলো হলো-

(ক) এ প্রকল্প কিছু সাধারণ সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যা দ্বিতীয় পর্যায়ের ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজেও ব্যবহার হবে। এর ফলে সে প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ও পরিচালন ব্যয় কমবে, যা শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের ট্যারিফ কমাতে ভূমিকা রাখবে।

(খ) এই প্রকল্প একটি বন্দর সুবিধা নির্মাণ করছে, যাতে ৩৫০ মিটার প্রশস্ত, ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৮.৫ মিটার গভীর চ্যানেল অন্তর্ভুক্ত থাকছে। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য প্রথম বন্দর সুবিধা যেখানে ১৮.৫ মিটার গভীর নাব্যতার চ্যানেল থাকবে। এই অবকাঠামো মাতারবাড়ী বাণিজ্যিক বন্দরও ব্যবহার করবে, যার পরিচালন ব্যয় ও আয় সিপিজিসিবিএল এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মাঝে শেয়ার হবে। সার্বিকভাবে এই প্রকল্পের সাধারণ সুবিধাসমূহ শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের ট্যারিফ কমাতে ভূমিকা রাখবে।

(গ) কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল (যা এখনও কোম্পানীর পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে) বাস্তবায়ন হলে চ্যানেলের অবকাঠামোও ব্যবহৃত হবে, যার ফলে কয়লা ভিত্তিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমে যাবে।

(ঘ) মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিগ-বি উদ্যোগের দ্বার উন্মোচিত হবে, যা নিয়েছেন বাংলাদেশ ও জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। যেটি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দেবে।

বর্তমানে মাতারবাড়ী এলাকায় ৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মিডি কমিটি কাজ করছে, যা বিগ-বি উদ্যোগের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে ভূমিকা রাখছে।

৫.৩ ডিপিপি ও আরডিপিপির তুলনামূলক ব্যয়ের পর্যালোচনা:

(ক) ২০১৭ সালে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি হলেও মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ডিপিপি সংশোধন ও অনুমোদন করা হয়নি। আরডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে চ্যানেলের আকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি প্রকল্পের ডিটেইলড ডিজাইনের সময় প্রতিভাত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রকল্পের প্রাথমিক নিরীক্ষার কাজে চ্যানেলের বিষয়টি যথাযথভাবে দেখা হয়নি।

ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য অংশই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোর্ট ফ্যাসিলিটি (জেটি ও চ্যানেল) নির্মাণ সংক্রান্ত। কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব হয়নি। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকল্প শুরুর পর থেকে প্রতি অর্থবছরে গড়ে প্রায় শতভাগ এবং এ বছর এখন পর্যন্ত তা ৮৪%। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত বরাদ্দের সাপেক্ষে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৬৭%। বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় ও পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের কর্মপরিধির পরিবর্তন

ক্রম	কাজের নাম	ডিপিপি অনুসারে কাজের পরিধি	প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে কাজের পরিধি
১	চ্যানেল নির্মাণ	৩ কি:মি: দীর্ঘ, ২৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণ	• ১৪.৩ কি:মি: দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮.৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণ • Dyke, Seawall, Revetment, Navigation Aids, Security Fence
২	ভূমি উন্নয়ন (চ্যানেল ও বাঁধ)	Compaction & Reclamation	Deep Mixing Method (DMM) Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) পদ্ধতিতে Land Reclamation
৩	Security Module	-	Security Module
৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন ও সঞ্চালন লাইন	5 MVA SS	10 MVA SS
		2x15/25 MVA SS	2x25/41 MVA SS
৫	পুনর্বাসন কার্যক্রম	থোক	Land Acquisition & Resettlement Action Plan (LARAP) অনুযায়ী ▪ এককালীন সহায়তা, জমির অতিরিক্ত ক্ষতিপূরন ▪ ক্ষতিগ্রস্থদের প্রশিক্ষন ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন ▪ ছিন্নমূলদের জন্য ৫০টি বাড়ি নির্মাণ
৬	টাউনশীপ নির্মাণ	ভূমি উন্নয়ন (৮ মি., ১৭ হেক্টর) আবাসিক-অনাবাসিক ভবন	▪ ভূমি উন্নয়ন (১০ মি., ২৭ হেক্টর) ▪ আবাসিক-অনাবাসিক ভবন ▪ নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ ▪ ETP/STP/WTP

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রকল্প সাহায্য (পিএ) খাত (কোটি টাকায়)

ক্র.ন	অংগ	অনুমোদিত ডিপিপি তে প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আরডিপিপি তে প্রাক্কলিত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	মোট ব্যয় বৃদ্ধির শতকরা হার (%)
০১	চ্যানেল ও জেটি নির্মাণ এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট সিভিল ওয়ার্কস	৭,০৯১.২৫.০	২১,৪১৮.২৩	১৪,৩২৬.৯৭	৮৭.৩৪%
০২	পাওয়ার প্ল্যান্ট (Turbine, Boiler, Coal & Ash Handling, Trial Run, Miscellaneous)	১৬,৯৭২.৩৩	১৮,৩৮০.১০	১,৪০৭.৭৭	৮.৫৮%
০৩	Local Transportation of Equipment, insurance & Port handling charge, Commissioning power, Project Management, temporary facilities, etc	০.০০	১,১১৩.৮২	১,১১৩.৮২	৬.৭৯%
০৪	পরামর্শক সেবা (Port-Power Plant, Coal Procurement, etc.)	৫০৭.১১	৮৩৪.৯৩	৩২৭.৮২	২%
০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন	৭১.২৫	১০৭.৬৯	৩৬.৪৪	০.২২%

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয়ের প্রাক্কলন জিওবি খাত (কোটি টাকায়)

ক্র.ন	অংগ	অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আরডিপিপি তে প্রাক্কলিত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	মোট ব্যয় বৃদ্ধির শতকরা হার (%)
০১	ভ্যাট-এআইটি, আমদানী শুল্ক	৩,০২০.৯০	৫,১৮৬.৯৮	২,১৬৬.০৮	১৩.২০%
০২	Local Transport, insurance & Port handling charge,	১,০০৭.০১	০.০০	-১,০০৭.০১	-৬.১৪%
০৩	পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১০০.০০	৩১৬.৫৮	২১৬.৫৮	১.৩২%
০৪	টাউনশীপ নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, আবাসিক-অনাবাসিক ভবন,অন্যান্য)	৩২১.৭৭	৪৫১.৬৪	১২৯.৮৭	০.৭০%
০৫	পরামর্শক সেবা (টাউনশীপ, পুনর্বাসন বাস্তবায়ন)	৬.৩৩	১০.৭১	৪.৩৮	০.০৩%

সংস্থার নিজস্ব খাত

ক্র.ন	অংগ	অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আরডিপিপি তে প্রাক্কলিত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	মোট ব্যয় বৃদ্ধির শতকরা হার (%)
০১	Interest during construction (IDC)	১,৮৮০.২৩	১৩৯২.০৬	-৫৮৮.১৭	-৩.৫৯%
	সবমোট পিএ+জিওবি+সংস্থার নিজস্ব	৩৫,৯৮৪.৪৬	৫২,৩৮৮.৭৭	১৬,৪০৪.৩১	

মূল প্রকল্প ব্যয় ছিল ৩৫,৯৮৪.৪৬ কোটি টাকা। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৫২,৩৮৮.৭৭ কোটি টাকা। ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬,৪০৪.৩১ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধির হার ৪৫.৫৯%।

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের আলোকচিত্র

Dredged Channel

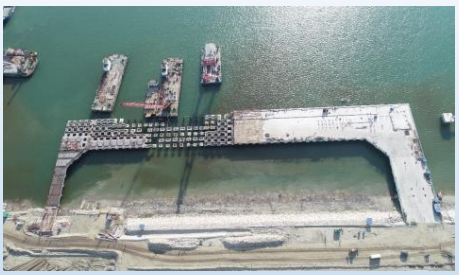

Construction works of Coal Unloading

Oil and Heavy Equipment Unloading Jetty

Vessel carrying Power Plant Equipment berthed in unloading Jetty of newly constructed port

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের আলোকচিত্র

Steel Structure Erection works of Boiler

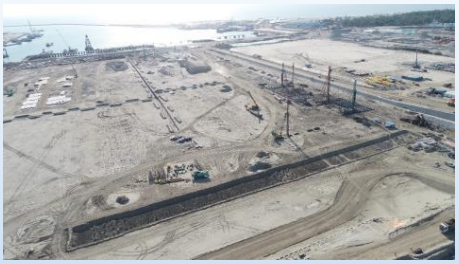

Piling works of Coal yard Area

Piling works of Boiler Chimney

Piling & Civil Foundation works in Power Plant Area

(খ) প্রকল্পটিতে ইপিসি চুক্তি ও বৈদেশিক মুদ্রার হার পরিবর্তনের কারণে প্যাকেজ ১.১ [Power plant (Civil) and Construction of Channel & Jetty]-এ ২৪,৯১৬.৮১ কোটি টাকা থেকে ১৩,১৯৬.২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩৮,১১৩.০৪ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চুক্তিটি ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পোর্ট ও পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের Detail Design প্রস্তুত করা হয় যেখানে পোর্ট অবকাঠামো ও ভূমি উন্নয়ন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পের Detail Design অনুযায়ী সিপিজিসিবিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এবং জাইকা'র সম্মতিতে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ ও কর্মপরিধি সর্ম্পকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬.০৪.২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যুৎ বিভাগে অপর একটি সভা ০২.০৫.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের Scope

সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়ে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে JICA, ERD, Power Division এর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচনা করা হয় এবং উক্ত কর্মপরিধির আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নে জাইকা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়।

(গ) ইপিসি চুক্তিমূল্য ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অনুসরণ করে মূল ডিপিপি প্রণয়ন করা হলেও ইপিসি চুক্তি অনুযায়ী আলোচ্য প্যাকেজটির কার্যক্রম ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, ইপিসি চুক্তি মূল্যের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ১৩,১৯৬.২২ (১১,৭১৫.৬৯+১৪৮০) কোটি টাকা এবং তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের জন্য ১৪৮০.৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।
ব্যয় বৃদ্ধির কারণঃ
Detail Design অনুযায়ী চ্যানেলের কাজের পরিধি বৃদ্ধি (১৪.৩ কি.মি ও ১৮.৫ মি. গভীর চ্যানেল, Sediment Mitigation Dyke, Seawall, Deep Mixing Method (DMM) ও Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) পদ্ধতিতে Land Reclamation সহ আনুষঙ্গিক কাজের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঘ) সংশোধিত ডিপিপি'তে ২৩৫০.১৩১৩ কোটি টাকা মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অতিরিক্ত কাজ (চ্যানেল কে আরো ১০০মি. প্রশস্তকরণ ও ৩৯৭ মি. Break Water নির্মাণ) এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অতিরিক্ত কাজ আলোচ্য প্রকল্পেও রাখা হলে ডাবল কাউন্টিং ও ডাবল রিপোর্টিংয়ের সমস্যা সৃষ্টি হবে কি না এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ
বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিপিজিসিবিএল ও জাইকার উপযুক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অতিরিক্ত কাজ মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের আরডিপিপিতে রাখা হলে ডাবল কাউন্টিং ও ডাবল রিপোর্টিংয়ের সমস্যা সৃষ্টি হবে না বলে নিশ্চিত করা হয়।

(ঙ) Power Plant (Boiler, Turbine, Generator, Coal & Ash handling System, Trial Run, Equipment for plant Start-up, transport, miscellaneous cost) অঙ্গে ১৬৯৭২.৩৩২৩ কোটি টাকা থেকে স্বাক্ষরিত ইপিসি চুক্তি অনুযায়ী ১৪০৭.৭৭০৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি (৮.২৯%) করে ১৮৩৮০.১০৩১ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৪০৭.৭৭০৮ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে ১.৮৭% শুধুমাত্র miscellaneous cost খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ব্যয় জুলাই ২০১৬ সালে অনাকাঙ্খিত গুলশান ট্র্যাজেডির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Special Security Module বিড ডকুমেন্টে সংযোজনের জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ইপিসি চুক্তির Special Security Module বিস্তারিত আরডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। Security Module বিড ডকুমেন্ট এ অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে ইপিসি বিডার বিড সাবমিশনে সম্মত হয় । উপরোক্ত বিষয়ে সিপিজিসিবিএল বোর্ড অবগত রয়েছে। পরবর্তীতে জাইকার সম্মতি সাপেক্ষে Security Module বিড ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। miscellaneous খাতে ব্যয় ৩৪৩.৭০ কোটি টাকা (১৮৩৮০.১০৩১X ১.৮৭%= ৩৪৩.৭০)।
Security Module এর অন্তর্ভুক্ত কাজ

- নিরাপত্তামূলক অবকাঠামো নির্মাণ
- নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি
- Security Personnel
- Vehicles for Security Personnel

(চ) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে সাব-স্টেশন ও লাইন নির্মাণ কাজের আওতায় ব্যয় ৭১.২৫০০ কোটি টাকা থেকে ৩৬.৪৩৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এর আওতায় ১০৭.৬৮৫৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই চুক্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদার ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্মাণকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং প্রকল্প এলাকায় অন্যান্য প্রকল্পেরও নির্মাণকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

- এ বিষয়ে জাইকা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- পল্লী বিদ্যুতায়ন কাজের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে জাইকা কর্তৃক Concurrence দেওয়া হয়।

(ছ) গত ২৭ জুলাই ২০১৭ ইং তারিখে পাওয়ার প্লান্ট ও পোর্ট নির্মাণের জন্য ইপিসি ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ইউনিটের COD জানুয়ারী ২০২৪ এবং দ্বিতীয় ইউনিটের COD জুলাই ২০২৪ এবং ওয়ারেন্টি পিরিয়ড সমাপ্ত হবে জুলাই ২০২৬। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ছাড়াই অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের বাইরে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পোর্ট ও পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য নিযুক্ত ইপিসি ঠিকাদারের প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সিপিজিসিবিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এবং জাইকার সম্মতিতে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

(জ) মূল ডিপিপি অনুসারে চ্যানেল নির্মাণের ৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ, ২৫০ মিটার প্রস্থ, ১৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণের প্রস্তাবনা থাকলেও আরডিপিপি'তে ১৪.৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮.৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। চ্যানেলের ব্রেক ওয়ালের বাইরের সেডিমেন্টেশন কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সে বিষয়ে জানা যায় যে, প্রকল্প পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের Detail Design প্রস্তুতের সময় মূল ডিপিপি অনুসারে প্রস্তাবিত চ্যানেলের গভীরতা সনাক্ত করে এবং Detail Design এ ১৪.৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ, ২৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮.৫ মিটার গভীর চ্যানেল নির্মাণের প্রস্তাব করে। উক্ত কর্মপরিধির আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নে জাইকা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়।
চ্যানেলের ব্রেক ওয়ালের বাইরের সেডিমেন্টেশন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ maintenance dredging এর মাধ্যমে সরানো হবে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ঝ) মূল ডিপিপি অনুসারে ভূমি উন্নয়ন (চ্যানেল ও বাঁধ) খাতে Compaction & Reclamation করার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রস্তাবিত আরডিপিপি'তে "Deep Mixing Method (DMM) & Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD)" পদ্ধতিতে Land Reclamation এর প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পদ্ধতি পরিবর্তন এবং এ পরিবর্তনের ফলে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রকল্প পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের Detail Design প্রস্তুতের সময় Detail Soil Investigation করে এবং Soil condition অত্যান্ত নিম্নমানের এবং সেক্ষেত্রে Compaction & Reclamation পদ্ধতি ব্যবহার করে ভূমি উন্নয়ন করলে পাওয়ার প্ল্যান্টের Slip Failure ঘটবে বিধায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান "Deep Mixing Method (DMM) & Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD)" পদ্ধতি ব্যবহারের সুপারিশ করে এবং এ বিষয়ে জাইকা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ঞ) LARAP (Land Acquisition & Resettlement Action Plan) অনুযায়ী এককালীন সহায়তা, জমির অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্থদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ছিন্নমূলদের জন্য ৫০টি বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাবনা নতুনভাবে আরডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত LARAP (Land Acquisition & Resettlement Action Plan) অনুযায়ী পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সিপিজিসিবিএল বোর্ড কর্তৃক বাজেটের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক মানের বাণিজ্যিক বন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, এলপিজি টার্মিনাল, অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বিভিন্ন ধরণের কলকারখানা নির্মাণ করা হবে যেখানে বিপুল সংখ্যক

কারিগরি লোকজনের প্রয়োজন হবে বিধায় MIDI কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ত) টাউনশিপ নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল ডিপিপি অনুসারে আবাসিক/অনাবাসিক ভবন নির্মাণের ৮ মিটার উচ্চতায় ১৭ হেক্টর ভূমি উন্নয়নের প্রস্তাব থাকলেও প্রস্তাবিত আরডিপিপি'তে এটি বাড়িয়ে ১০ মিটার উচ্চতায় ২৭ হেক্টর ভূমি উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে, মূল বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১০মি. পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশে আবাসিক/অনাবাসিক ভবন নির্মাণে ৮ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করে নির্মাণ করলে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে বিধায় আরডিপিপি'তে এটি বাড়িয়ে ১০ মিটার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প এলাকায় মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প ফেজ- ২ সহ অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লোকজনের আবাসনের কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ১০ হেক্টর ভূমি উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(থ) আন্তর্জাতিক পরামর্শক সেবা (পোর্ট ও প্ল্যান নির্মাণ, প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কয়লা সংগ্রহ) বাবদ অনুমোদিত ডিপিপি'তে ৫০৭.১১০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিলো, যা সংশোধিত প্রস্তাবে ৩২৭.৮১৫৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৮৩৪.৯২৬৮ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে এ অঙ্গটির আওতায় আন্তর্জাতিক পরামর্শকের পরিমাণ ১০৪২ জনমাস হতে বৃদ্ধি করে ১৫১৭ জনমাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক অঙ্গের ব্যয় ও পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ:

- পোর্ট কাজের পরিধি বৃদ্ধি (১৪.৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮.৫ মিটার)
- Sediment Mitigation Dyke, Revetment, Seawall,
- Deep Mixing Method (DMM) ও Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি
- Money inflation

(দ) জুলাই, ২০১৬ সালে অনাকাঙ্খিত হলি আর্টিজান ট্রাজেডির পরেও পরামর্শক সেবা কার্যক্রম চলমান ছিল। মূল ডিপিপি'তে ১৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সংস্থান থাকলেও সংশোধিত প্রস্তাবে ১৬০৮.৪৬ একরের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১০৮.৪৬ একর অতিরিক্ত প্রস্তাব করার কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রকল্প এলাকার ভিতরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাধঁ ছিল যা ব্যতীত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ছিল। পরবর্তীতে উক্ত বাঁধ সহকারে ভূমি অধিগ্রহণ/ অধিযাচন করায় ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইহাতে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে কোনো ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(ধ) ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৪৩.৫০%। কিন্তু পুর্নবাসন অঙ্গে ১৪৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি'তে বরাদ্দকৃত ৩১৬.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দের যৌক্তিকতা নিরূপণ সম্পর্কে জানা যায় যে,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত LARAP (Land Acquisition & Resettlement Action Plan) অনুযায়ী পুনর্বাসন ও ক্ষতিপুরণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাক্কলন করা হয়েছে যা প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনকে করা হচ্ছে।

(ণ) মূল ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ ১.১ এর আওতায় প্ল্যান্ট ও জেটি নির্মাণের জন্য চুক্তি মূল্য ছিল ২৪,৯১৬.৮১ কোটি টাকা। আরডিপিপিতে সংশোধিত প্যাকেজের প্রাক্কলন ৩৮,১১৩.০৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ১৩,১৯৭ কোটি বেশী, যা মূল প্যাকেজের ৫২.৯৭%। মূল ঠিকাদারের সাথে এই চুক্তি করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। একই ঠিকাদারের মাধ্যমে এতো বড় একটি কাজের চুক্তি করায় উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া, ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থানের অধিক ব্যয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন ছিল। তা করা হয়নি। তবে এখন ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(প) বেশ কয়েক অঙ্গে অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থানের চেয়ে অধিক ব্যয়ে চুক্তি করা হয়েছে এবং মে, ২০২১ পর্যন্ত ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ও করা হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন না নেওয়ায় বিদ্যমান পরিপত্রের ২.১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। অঙ্গাগুলো হলো পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ, ইলেকট্রিফিকেশন, ইরেকশন ও কমিশানিং, ভ্যাট ও আয়কর এবং পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ।

(ফ) মূল ডিপিপিতে পণ্য ১টি, কার্য ১টি ও সেবার আওতায় ৪টি ক্রয় প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরডিপিপিতে পণ্য ক্রয়ের আওতায় ১৪টি, কার্য ক্রয়ের আওতায় ৩৫টি এবং সেবা ক্রয়ের আওতায় ৮টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি প্যাকেজের কাজ ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাবের পূর্বেই করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ প্যাকেজের আওতায় ডিপিপি সংস্থান বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাপানী কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন নেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়।

(ব) আরডিপিপিতে মাননীয় প্রধানন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে মর্মে জানা যায়। কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কোন জনবল, যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্রের সংস্থান রাখা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা হলো যে, প্রকল্প শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে ন্যাস্ত করা হবে। কিন্তু তা হলেও আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতির সংস্থান রাখা সমীচীন ছিল।

৫.৪ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

- **গভীর সমুদ্র বন্দরের জন্য চ্যানেলের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি।**

- Deep Mixing Method (DMM) Method is applied to strengthen base/ foundation for civil works because of loose/mud soil.
- Prefabricated Vertical Drain (PVD) is applied for rapid settlement of soil by removing water inside soil.
- **জুলাই, ২০১৬ সালে গুলশানে অনাকাঙ্খিত হলি আর্টিজান ট্র্যাজেডি।**
- **ওয়ারেন্টি পিরিয়ড বৃদ্ধি (১২ মাস থেকে ২৪ মাস)।**

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির কারণঃ

জাইকা ওডিএ ঋণ সহায়তায় মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট বাংলাদেশ সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প। জাইকা কর্তৃক সম্পাদিত প্রাথমিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে মূল ডিপিপি প্রণীত হয়েছিল যা ১২ আগস্ট ২০১৪ সালে অনুমোদিত হয়। সেখানে প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয়েছিল জুলাই/২০১৪ থেকে জুন/২০২৩। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ প্রাথমিক সার্ভে রিপোর্ট ২০১৩ পর্যালোচনা করেন এবং অতিরিক্ত ৭৩টি বোরহোলের (জাইকা ৪৫টি এবং পরামর্শক ২৮টি) মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সয়েল প্রফাইল অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। সয়েল প্রফাইলের পূর্ণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার মাটির গুণগত অবস্থা জাইকা কর্তৃক প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনায় অপ্রত্যাশিতভাবে খুবই দুর্বল। কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের পরামর্শক প্রকল্প এলাকায় সাবসয়েল উন্নয়ন কাজের জন্য ডীপ মিক্সিং মেথড (ডিএমএম) রেকমেন্ড করেন। আর পাওয়ার ব্লক এরিয়ায় ভূমির রিক্লেমেশেনের জন্য প্রিফেব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেইন (পিভিডি) পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয় পরামর্শকের পক্ষ থেকে। এই বড় পরিবর্তনটি নভেম্বর ৩০ থেকে এবং ডিসেম্বর ১০, ২০১৫ তারিখের মধ্যে জাইকা এপ্রেইজাল মিশনের পরিদর্শনে নিশ্চিত করা হয়। ইতোপূর্বে প্রকল্প এলাকার দুর্বল মাটির উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় নিয়ে উপর্যুপরি আরো দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা

হয়। বিদ্যুৎ বিভাগে অনুষ্ঠিত ২য় সভাটিতে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজকে আরো একটি বিড দ্বারা পৃথক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। সাথে সাথে সয়েল ইমপ্রুভমেন্টের জন্য সিমেন্ট মিশ্রণ ব্যবহারের দিকটি পরামর্শক কর্তৃক পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

ডিটেইল ডিজাইনে এসে চ্যানেলের নাব্যতা সংকটটি প্রতিভাত হয়। চ্যানেলের কাজের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে ৩.০ কিঃমিঃ থেকে ১৪.৩০ কিঃমিঃ, নাব্যতা ১৫ মিঃ থেকে ১৮.৫ মিঃ উন্নীত করা হয় এবং সেডিমেন্টেশন মিটিগেশন, সী-ওয়াল, রিভেটমেন্ট ও নেভিগেশন এইড সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সংযুক্ত হয় যা প্রাথমিক নিরীক্ষায় আলোচনা হয়নি। প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির জন্য পাওয়ার প্লান্ট ও পোর্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণ কাজের ইপিসি কন্ট্রাকটর নিয়োগের পূর্বেই প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ (২.৭৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ, ১০০ মিঃ প্রশস্ত ও ৭ মিঃ গভীর চ্যানেল নির্মাণ) পৃথক প্যাকেজের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

২০১৬ সালে গুলশানের ঘটনার প্রেক্ষিতে ইপিসি বিড সাবমিশন দীর্ঘায়িত হয় (জুলাই ২০১৬ থেকে জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত) এবং পাওয়ার প্লান্টের ওয়ারেন্টি সময়সীমাও ১২মাস থেকে ২৪ মাসে বৃদ্ধি করা হয়।

৫.৫ প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

কয়লা ভিত্তিক এ বিদ্যুৎ প্রকল্পে জুলাই ২০১৪ সাল থেকে পর্যন্ত মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যার ভেতর দুই জন অতিরিক্ত হিসেবে ছিলেন। সর্বশেষে জুলাই ২০২০ থেকে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আবুল কালাম আজাদ। স্টিয়ারিং কমিটির তৃতীয় সভায় সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যেন এ প্রকল্পে পূর্ণকালীন একজন প্রকল্প-পরিচালক ও ন্যূনতম ২ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সাবলীলভাবে, সময়মত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সকল পর্যায়ের জনবলও নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার সর্বমোট সংখ্যা ১০২। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত জনবলের একটি তালিকা তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা আছে।

৫.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা মনিটরিং

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটির সংস্থান রয়েছে। এতে বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধিগণ আছেন। তিন মাস বিরতিতে সভাসমূহ অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। স্টিয়ারিং কমিটির বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্তসমূহ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে মনিটরিং করা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো আইএমইডি, বিদ্যুৎ বিভাগ, জাইকা, ইআরডি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ, জেলা প্রশাসকের দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারী সংস্থা।

৫.৭ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা

এই প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাপান, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়ার নামকরা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোই প্রকল্পের ডিজাইন করেছে যেখানে উন্নত এবং সুলভ প্রযুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে জাপানী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ইপিসি ঠিকাদার প্রকল্পের দেশীয় প্রকৌশলীদের প্রকল্প বাস্তবায়নকলীন সময়ে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে যাওয়ার দুই বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Operation and maintenance প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৫.৮ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট/ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাতারবাড়ী ১২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ প্রকল্পের সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত এবং চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং জাইকার গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের মালামাল, কার্য ও সেবা সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনাতে মোট ৫৭টি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি প্যাকেজ (GD-1- GD-14) মালামাল ক্রয়, ৩৫টি প্যাকেজ (WD-1-WD-35) কার্য ক্রয় সংক্রান্ত এবং ৮টি প্যাকেজ (SD-1- SD-8) পরামর্শক/সেবা সংক্রান্ত। আরডিপিপি অনুযায়ী মালামাল ক্রয় বাবদ ৩,৮২১,৭২০.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে, কার্য ক্রয় বাবদ ৮৯,৮২৬.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে, পরামর্শক/সেবা সংক্রান্ত ক্রয় বাবদ ৯০,৬২৫.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে টাকার অঙ্কে বৃহৎ ৫টি প্যাকেজের চুক্তির বিবরণ এ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল যন্ত্রপাতিসমূহ Shop Test এবং Pre-shipment Inspection এর পর আসবে যার Planned Schedule এপ্রিল ২০২১ থেকে আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত। বিশ্বব্যাপী বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উক্ত test সমূহের জন্য করণীয় বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.৯ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত পর্যালোচনা

এ প্রকল্পে ফাপাড (FAPAD) অডিট করা হয়েছে। অডিট সংক্রান্ত ০৩টি আপত্তি অনিষ্পন্ন যেগুলো এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত; যা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার কার্যালয় এর আওতাভুক্ত। উক্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব ইতোপূর্বে ০২(দুই) বার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ফাপাড হতে পুনঃজবাব চাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্প অফিস জানায় যে, উক্ত আপত্তি সংক্রান্ত সকল নথি/ডকুমেন্টস জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকায় সিপিজিসিবিএল (প্রকল্প অফিস) হতে উক্ত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিমূলক পুনঃজবাব প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ণিত আপত্তিসমূহ প্রকল্প দপ্তরের আপত্তি হিসেবে বিবেচনা না করে জেলা প্রশাসন কার্যালয়, কক্সবাজার দপ্তরের আপত্তি হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ফাপাডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.১০ সমীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত পর্যালোচনা

“মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট” প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৪৩টি পরিবার (উপকারভোগি) হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১৮২ জনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা হলো ব্যবসা। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসার সমস্যা হলেও প্রকল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যবসার গতি বেড়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লান্ট চালু হলে ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো বাড়বে মর্মে জানা যায়। জমি অধিগ্রহণের অর্থ কেউ কেউ পাননি মর্মে জানান। এ বিষয়ে ডিসি অফিস থেকে জানা যায় যে, জমির মালিকানা সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে কেউ কেউ অর্থ পায়নি বা পেতে দেরি হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় মোট ২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) পরিচালনা করা হয় যেসব আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত উঠে আসে। প্রকল্প সফলভাবে শেষ হলে এলাকায় কর্মসংস্থান বাড়বে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে, ব্যবসা করার সুযোগ বাড়বে বলে তারা মতামত দেন।

৫.১১ উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প মেয়াদ শেষে জাতীয় গ্রিডে ১২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ যুক্ত করা যার ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে প্রকল্পটি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তাছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি ব্যাপক অবদান রাখতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যাপক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের কাজ চলছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের এ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজের প্রায় ৪২% বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের এই গতি অব্যাহত থাকলে পুনর্নির্ধারিত মেয়াদের পর প্রকল্পটির পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জন হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়। তাছাড়া এই প্রকল্পটি ঘিরে এ অঞ্চলে আরো ৩৭টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। এ অঞ্চলে পাওয়ার হাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব ও লজিস্টিক হাব নামে ৩টি হাব প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ফলে অচিরেই প্রকল্প এলাকাটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রির্সোস ফান্ডার হিসেবে পরিণত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৫.১২ প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজের সংশোধিত ব্যয় পর্যালোচনাঃ

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য মূল প্যাকেজ ১.১ এর আওতায় ইপিসি দরপত্রের চুক্তিমূল্য ছিল ২৪,৯২৬.৮১ কোটি টাকা। প্ল্যান্টের স্কোপ বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে পোর্ট নির্মাণের স্কোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৩,১৯৬.২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে একই ইপিসি ঠিকাদারের সাথে সংশোধিত চুক্তি করা হয়। সংশোধিত চুক্তিটির ভেরিয়েশন ব্যয় বৃদ্ধির হার ৫২.৯৬%। কোম্পানী আইন অনুযায়ী মূল দরপত্রটি কোম্পানীর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর ১৩,১৯৬.২৩ কোটি টাকা (৫২.৯৬%) বৃদ্ধিপূর্বক সংশোধিত দরপত্রটিও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয় মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে দরপত্র সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য হয়। তাছাড়া ৫০% পর্যন্ত ভেরিয়েশন চুক্তি মূল অনুমোদনকারীর চেয়ে একধাপ উপরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য। আলোচ্য প্রকল্পের উল্লেখিত উক্ত দরপত্রটি ১৩,১৯৬.২৩ কোটি টাকার (৫২.১৬%) ভেরিয়েশনটিও মূল দরপত্রের ন্যায় কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানী আইন অনুযায়ী বোর্ডের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে, তাই দরপত্র অনুমোদনে এ ক্ষেত্রে কোন বাঁধা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। তবে বোর্ডের উপরে কোন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ থাকলে দরপত্রটি অধিকতর যাচাইয়ের আরো সুযোগ তৈরি হতো।

৫.১৩ চ্যানেল প্রশস্তকরণের বিষয়ে পর্যালোচনা

প্যাকেজ-১-১ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পূর্ত) ও চ্যানেল ও জেটি নির্মাণ (ইপিসি অংশ) এর কাজের প্যাকেজের বর্ধিত ব্যয়ের বড় একটি কারণ হলো ডিটেইল ডিজাইনের পর্যায়ে এসে চ্যানেলের নাব্যতা সংকটটি প্রতিভাত হওয়া। চ্যানেলের কাজের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে ৩.০ কিঃমিঃ থেকে ১৪.৩০ কিঃমিঃ, নাব্যতা ১৫ মিঃ থেকে ১৮.৫ মিঃ বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা এবং সেডিমেন্টেশন মিটিগেশন, সী-ওয়াল, রিভেটমেন্ট ও নেভিগেশন এইডসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সংযুক্ত হয়, যা প্রাথমিক নিরীক্ষায় আলোচনা হয়নি। এ বিষয়টি আলোচ্য রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। এত বড় একটি ব্যয়বহুল এবং দেশের উন্নয়নের মহাপরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ফিজীবিলিটি বিশ্লেষণে চ্যানেলের ব্যাপারটি উপেক্ষিত হয়েছে। সমুদ্রের বুকে বিদেশ থেকে ড্রেজার এনে ড্রেজিং করা, পাথর আমদানী করে ডাইক স্থাপন করাসহ সকল কাজই উচ্চ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৫.১৪ প্রকল্পের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ

২০১৬ সালে গুলশানে হলি আরটিজান হামলার পর সিপিজিসিবিএল মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশী ঠিকাদার ও পরামর্শকের নিরাপত্তার জন্য Security Module এর সংস্থান রেখে দরপত্র দলিল সংশোধন করা হয়। এর ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও নিয়োজিত বিদেশী জনবলের জন্য এ কাজের নিমিত্ত আলাদা অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়।

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকাটি একটি সমদ্রু তীরবর্তী এলাকা ও দুর্গম এলাকা। প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বক্ষণিক বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার বাহিনী, কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্য, ডিজিএফআই ইত্যাদি নিয়োজিত রয়েছে।

প্রকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	নিযুক্ত সদস্য সংখ্যা (জন)
	(ক) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কতৃক নিযুক্ত সদস্য	১৪৬
	(খ) সরকারী সংস্থাসমূহ	
	সিপিজিসিবিএল-এর নিরাপত্তা কর্মকর্তা	৩
	বাংলাদেশ পুলিশ	৪৩
	বাংলাদেশ আনসার বাহিনী	৮০
	আনসার বিএন	৪০
	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	৮
	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৮
	মোট (খ)	১৮২
	সর্বমোট (ক+খ)	**৩২৮**

৫.১৫ SWOT ANALYSIS

ক) প্রকল্পটির সবলদিক ও সুযোগসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কিন্তু দুর্বল দিক ও ঝুঁকি প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়নে বাঁধা প্রদান করতে পারে। তাই দুর্বল দিকগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যাতে দুর্বল দিকগুলোর উপর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তা প্রকল্পের সবল বা সুবিধা হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। অন্যথায় এই দুর্বল দিকগুলোই প্রকল্পের ঝুঁকি হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত করতে পারে।

খ) অপরদিকে প্রকল্পে যে ঝুঁকির উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ এবং Mitigation ব্যবস্থা নেয়া হলে তাও প্রকল্পের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন এই মহামারীর মধ্যে প্রকল্পে ৪০০০/৫০০০ শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছে। তাই যন্ত্রপাতি শিপমেন্ট ও ইন্সপেকশনের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। লিংক প্রকল্পগুলো সময়মত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা প্রয়োজন।প্রকল্প ব্যয় যাতে আর বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

১. প্রকল্পটির পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সঠিক সময়ে অর্জনের লক্ষে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় হলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনাকে তড়িৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রকল্পের তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।

২. মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র পাওয়ার প্ল্যান্ট ও জেটি (Turnkey Package) এর প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪,৯১৬.৮১ কোটি টাকা হতে ১৩,১৯৬.২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩৮,১১৩.০৪ কোটি টাকায় ইপিসি চুক্তির যাবতীয় তথ্যাদির বিষয়ে আইএমইডিকে অবহিত করা যেতে পারে।

৩. প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এটি সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত মেঘা প্রকল্প। এখন প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। এই প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন সংস্থার বেশ কয়েকটি প্রকল্প জড়িত। পরিপূর্ণভাবে সুবিধা পেতে হলে সকল প্রকল্পের কাজ সমন্বিতভাবে নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে। তাই প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা প্রয়োজন।

৪. আরডিপিপিতে মাননীয় প্রধানন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে মর্মে জানা যায়। কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কোন জনবল, যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্রের সংস্থান রাখা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা হলো যে, প্রকল্প শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে ন্যাস্ত করা হবে। কিন্তু তা হলেও আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতির সংস্থান রাখা সমীচীন ছিল।

৫. প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমির উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও তার মূল্য পরিশোধ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের কিছু পরামর্শ রয়েছে। সে বিষয়গুলো আলোচনাক্রমে সমাধান করা যায়।

৬. FAPAD অডিট সংক্রান্ত যে তিনটি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এ বিভাগে প্রেরণ করা যায়, যাতে আইএমইডি এই অডিট আপত্তিগুলোর বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

৭. প্রকল্পের জন্য বিদেশে প্রস্তুতাধীন যন্ত্রাদি নির্মাণ কাজ কোন পর্যায়ে আছে তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন এবং ফ্যাক্টরীতে টেস্টিং এর সময় CPGCBL এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

৮. আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রকল্প নিজেদের হাতে বুঝে নেয়ার পূর্বেই এদেশীয় প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা মনিটরিং করা দরকার।

৯. সারা বছর প্রকল্প সংলগ্ন চ্যানেলের নাব্যতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চ্যানেলে কোন দুর্ঘটনার কারণে কোন জাহাজডুবির ঘটনা ঘটলে তা দ্রুততম সময়ে স্যালভেজের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

১০. প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মনিটরিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহও সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত করা দরকার।

১১. সরকারের ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সবার জন্য মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের এই ধরনের প্রকল্পে শুরু থেকেই পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া উচিত।

১২. ফরোয়ার্ড লিংকেজ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক। এর ধারাবাহিকতায় অবশিষ্ট কাজগুলোও যেন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ট্রায়ালের আগেই সমাপ্ত হতে পারে সেটি মনিটরিং করা প্রয়োজন।

১৩. বিদেশী কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে সার্বক্ষণিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৬.২ উপসংহার

সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ধরে রেখেছে। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। মহেশখালী অঞ্চলটি বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার একটি উজ্জল নক্ষত্র। এখানে ৩টি হাব স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তা হলো পাওয়ার হাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব ও লজিস্টিক হাব। এই অঞ্চলকে গিয়ে ৩৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করে সরকার জ্বালানী বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে সরকার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের এই মেগা প্রকল্পটি এখানে বাস্তাবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বিশেষ অবদান রাখবে। বর্তমানে মাতারবাড়ী এলাকায় ৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মিডি কমিটি কাজ করছে যা বিগ-বি উদ্যোগের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবে মর্মে আশা করা যায়।

পরিশিষ্টঃ ১

Terms of Reference (TOR)

For

In-depth Monitoring of the project

"Mararbari 2×600 MW Ultra Super Critical Coal Fired Power Project"

Monitoring and Evaluation Sector: 02

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১	প্রকল্পের নাম	:	"মাতারবারি ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট"
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সিপিজিসিএল
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায়

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট জিওবি পিএ সংস্থার অর্থ	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপির তুলনায়	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়
মূল অনুমোদিত	জুলাই২০১৪ - জুন ২০২৩	৩৫৯৮৪.৪৬ ৭০৪৫.৪৩ ২৮৯৩৯.০৩	-	-
১ম- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি	-	-	-	-
১ম সংশোধন	-	-		

৬. **ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:** জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২৭৩৮৩৩.০৬ লক্ষ টাকা।

৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- বাংলাদেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা।
- ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- বিদ্যুৎ শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনী ধারণা উৎসাহিতকরণ;
- পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা;
- কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব নিশ্চিতকরণ;
- উন্নত এবং সুলভ প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ।

৮. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ**

- ১৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ;
- ১৩৬০৩৫৪.৬৯ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন;
- মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক;
- মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পূর্ত কাজ;
- প্রকল্প এলাকা লেভেলিং এবং অবকাঠামো নির্মাণ;
- স্থায়ী টাউন শীপ নির্মাণ;
- ফ্লু গ্যাস ডি-সালফারাইজেশন ইউনিট স্থাপন;
- আবাসিক ও অনাবাসিক নির্মাণ কাজ।

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR) :

৯.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

৯.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৯.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৭.১ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী যাচাইপূর্বক প্রতিবেদনে ভৌত কাজের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

৯.৭.২ অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্যবহার ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৮ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

৯.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

৯.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠপর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

৯.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা ও প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯.১৪ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
২.	(ক) টিম লিডার	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলেকট্রিকাল/মেকানিক্যাল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে বিএসসি ডিগ্রি।	• প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাসহ ইলেকট্রিকাল/মেকানিক্যাল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • টিম লিডার হিসেবে ন্যূনতম ০১ (এক) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি বাংলা/ইংরেজির বিষয় ভিত্তিক ভাষাগত জ্ঞানকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, সেবা, কার্য), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন, Performance Security বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; • সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগীদের (JICA) প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকতে হবে; • "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি (অক্টোবর, ২০১৬)" বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে (https://imed.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে); এবং • আইএমইডি'র Guideline for Industry, Power & Energy এর বিষয়ে ধারনা থাকতে হবে

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
			(https://imed.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।
	(খ) মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে বিএসসি ডিগ্রি। ১ জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।	• প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাসহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা; • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, সেবা, কার্য), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন, Performance Security বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; • সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগীদের (JICA) প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকতে হবে; এবং • "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি (অক্টোবর, ২০১৬)" বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে (https://imed.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।
	(গ) মেরিন ইঞ্জনিয়ার	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতেমেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে বিএসসি ডিগ্রি।	সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ০১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	(ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি /পরিসংখ্যান/সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতাভুক্ত বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	আর্থ-সামাজিক ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। Resettlement বিষয়ে বাস্তব জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

পরিশিষ্টঃ ২

প্রকল্পে চলমান ৫ টি বৃহত্তম চুক্তিগুলোর তথ্য

চুক্তি নং-১

১.০ চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	:	Consultancy Services for Design and Supervision of Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project.
১.১ পরিমাণ ও একক	:	ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য উপদেষ্টা সেবা : ইন্টারন্যাশনাল - ৯৩৫ ম্যান মান্থ লোকাল- ১,১২৩ ম্যান মান্থ মোট- ২,০৫৮ ম্যান মান্থ
১.২ ক্রয়পদ্ধতি ও ধরণ	:	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ -জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে
১.৩ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড।
১.৪ প্রাক্কলিত ও চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	:	ডিজাইন ও সুপারভিশনের উপদেষ্টা সেবার জন্য প্রাক্কলিত মূল্য : ৬,২৯০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন সমপরিমান টাকা ৪৯১.৪০ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) চুক্তি মূল্য : টাকা ৪৭৯.১৯৫৮৮৫১ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)
১.৬ দরপত্র/ প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন		
ক) পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	(৫) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস- ১১/০২/২০১৪ (৬) যুগান্তর- ১১/০২/২০১৪ (৭) ডেইলি স্টার- ১২/০২/২০১৪ (৮) ইত্তেফাক- ১৩/০২/২০১৪
খ) ওয়েব সাইটের নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	সিপিজিসিবিএল ও বিউবো এর ওয়েব সাইট, ১০/০২/২০১৪
১.৭ সংস্থা কর্তৃক অনলাইন/ই-জিপি সরবরাহ (হ্যাঁ/না)	:	প্রযোজ্য নহে
১.৮ প্রস্তাবিত দরপত্র/প্রস্তাব কেনাকাটার প্রস্তাব,দাখিল স্থান	:	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর (তৎকালীন) কক্ষ নং- ৫২০, লেভেল ৫, বিদ্যুৎ ভবন। ১ আবদুল গনি রোড, ঢাকা।
১.৯ দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ		
ক) খোলার তারিখ	:	EOI প্রস্তাব- ৩১/০৩/২০১৪ RFP প্রস্তাব-১৪/০৭/২০১৪
খ) খোলার সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
১.১০ দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	:	RFP প্রস্তাব
ক) প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও সময়	:	কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন শুরু - ২০/০৭/২০১৪
খ) শেষ তারিখ ও সময়	:	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ (টেকনিকাল ও ফিনান্সিয়াল নেগোসিয়েশন সম্পাদনপূর্বক)- ২৯/০৯/২০১৪
গ) দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশ পেশের তারিখ	:	২৯/০৯/২০১৪
১.১১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা।
১.১২ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	:	১০/১২/২০১৪
১.১৩ কার্য সম্পাদন জামানত	:	প্রযোজ্য নহে (জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসারে)
১.১৪ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ	:	০৭/০১/২০১৫

চুক্তি নং-২

২.০ চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	:	Procurement of Preparatory Work for Power Plant and Port Facilities under Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project, Package-1.1 - ১৪/০২/২০১৬ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
২.১ পরিমাণ ও একক	:	পাওয়ার প্লান্ট তৈরি ও বন্দর সুবিধার প্রস্তুতিমুলক কাজের প্রকিউরমেন্ট
২.২ ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	:	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে
২.৩ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা
২.৪ প্রাক্কলিত ও চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	:	প্রাক্কলিত মূল্য : টাকা ৪,৭২৯,৩২৩,৭২০.০০ (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) চুক্তি মূল্য : (JPY 97,920,300 + USD 59,980,684 + BDT 76,309,553 + ট্যাক্স BDT 504,662,284) সমমূল্য টাকা ৪,৮০৬,৩০৮,০৬১.৩৭ (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)
২.৬ দরপত্র/প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন		
ক) পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	(4) The Daily Star- 23/07/2015 (5) The Financial Express- 24/07/2015 (6) The Daily Ittefaq- 23/07/2015 (7) The Kalar Kantho- 24/07/2015
খ) ওয়েব সাইটের নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	www.cpgcbl.gov.bd - 22/07/2015
২.৭ সংস্থা কর্তৃক অনলাইন/ই-জিপি সরবরাহ (হ্যাঁ/না)	:	প্রযোজ্য নহে
২.৮ প্রস্তাবিত দরপত্র/প্রস্তাব কেনাকাটার প্রস্তাব,দাখিল স্থান	:	সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর, ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
ক) দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয়ের সংখ্যা	:	১১ টি
খ) দরপত্র/প্রস্তাব দাখিলের স্থান	:	কোম্পানী সচিব, সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
গ) দরপত্র/প্রস্তাব জমার সংখ্যা	:	৩ টি
২.৯ দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ		
ক) খোলার তারিখ	:	০৪/১০/২০১৫
খ) খোলার সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
২.১০ দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	:	দরপত্র
ক) প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও সময়	:	কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন - ২০/১০/২০১৫ আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন- ২২/১১/২০১৫
খ) শেষ তারিখ ও সময়	:	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ (টেকনিকাল ও ফিনান্সিয়াল নেগোসিয়েশন সম্পাদনপূর্বক)- ১৭/১২/২০১৫

গ) দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশ	:	টেকনিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক Penta Ocean Construction Co. Ltd., Japan এর প্রস্তাব গ্রহন।
২.১১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) ও অনুমোদনের তারিখ	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা। ১৮/০১/২০১৬
২.১২ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	:	১৯/০১/২০১৬
২.১৩ কার্য সম্পাদন জামানত		
ক) কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ	:	JPY 10,820,193 USD 6,627,866 BDT 8,432,206
খ) কার্য সম্পাদন দাখিলের তারিখ	:	০৪/০২/২০১৬
২.১৪ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ	:	১৪/০২/২০১৬

চুক্তি নং-৩

৩.০ চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	:	Procurement of Design, Supply and Installation of Chakaria-Matabari 132 KV Single Circuit Transmission Line on Double Circuit Tower on Turnkey Basis under RE-Component of Matarbari USC Coal-Fired Power Project, Package - 4.1 CPGCBL/PKG-4.1/2016/511, Date: 07.04.2016
৩.১ পরিমাণ ও একক	:	Procurement of Plant Design, Supply and Installation of Chakaria-Matabari 132 KV Transmission Line
৩.২ ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	:	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে
৩.৩ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা
৩.৪ প্রাক্কলিত ও চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	:	প্রাক্কলিত মূল্য : টাকা ২৭.০ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) চুক্তি মূল্য : USD 1,674,679.14 + BDT 128,598,802.38 (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য টাকা ২৬.০৯ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)
৩.৬ দরপত্র/প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন		
ক) পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	(৫) দৈনিক সমকাল- ০৯/১১/২০১৫ (৬) The Independent- ০৯/১১/২০১৫ (৭) দৈনিক ইত্তেফাক - ১০/১১/২০১৫ (৮) The Daily Star- ১০/১১/২০১৫
খ) ওয়েব সাইটের নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	www.cpgcbl.gov.bd - ১১/১১/২০১৫
৩.৭ সংস্থা কর্তৃক অনলাইন/ই-জিপি সরবরাহ (হ্যাঁ/না)	:	প্রযোজ্য নহে
৩.৮ প্রস্তাবিত দরপত্র/প্রস্তাব কেনাকাটার প্রস্তাব,দাখিল স্থান	:	সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর, ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
ক) দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয়ের সংখ্যা	:	০৭ টি
খ) দরপত্র/প্রস্তাব দাখিলের স্থান	:	কোম্পানী সচিব, সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর

		ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
গ) দরপত্র/প্রস্তাব জমার সংখ্যা	:	০১ টি
৩.৯ দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ		
ক) খোলার তারিখ	:	১০/০১/২০১৬
খ) খোলার সময়	:	সকাল ১১:০৫ ঘটিকা
৩.১০ দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	:	দরপত্র
ক) প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও সময়	:	কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন শুরু - ১০/০১/২০১৬ আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন শুরু - ১৫/০২/২০১৬
খ) শেষ তারিখ ও সময়	:	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ (টেকনিকাল ও ফিনান্সিয়াল সম্পাদনপূর্বক)- ২২/০২/২০১৬
গ) দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশ	:	টেকনিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক Angelique International Limited এর প্রস্তাব গ্রহন।
৩.১১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা।
৩.১২ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	:	০৭/০৩/২০১৬
৩.১৩ কার্য সম্পাদন জামানত		
ক) কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ	:	USD 167467.91 BDT 12859880.24
খ) কার্য সম্পাদন দাখিলের তারিখ	:	০৩/০৪/২০১৬
গ) কার্য সম্পাদন জামানতের প্রমানীকরণ তারিখ	:	০৪/০৪/২০১৬
৩.১৪ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ	:	০৭/০৪/২০১৬
৩.১৫ প্রাক্কলন ও অর্জিত ফলাফলের বিচ্যুতি / পার্থক্য বিশ্লেষণ প্রতিবেদন		
ক) মূল্যের বিচ্যুতি = প্রাক্কলিত ব্যয় - প্রকৃত ব্যয়	:	৩.৩৭% কম (প্রাক্কলিত মূল্য অনুযায়ী) (২৭.০ কোটি টাকা ২৬.০৯ কোটি টাকা) = ০.৯১ কোটি টাকা
খ) কার্য সম্পাদনের বিচ্যুতি = প্রাক্কলিত কাজ - প্রকৃত কাজ	:	প্রযোজ্য নহে।
গ) সময়ের বিচ্যুতি = প্রাক্কলিত সময় -প্রকৃত সময়	:	প্রযোজ্য নহে।
৩.১৬ ক্রিটিক্যাল অনুপাত (Critical Ratio)	:	প্রযোজ্য নহে।

চুক্তি নং-৪

৪.০ চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	:	Procurement of Plant Design, Supply and Installation of 132/33 KV Matarbari Substation on Turnkey Basis under RE-Component of Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project, Package - 4.2 CPGCBL/PKG-4.2/2016/368, Date: 15.03.2016
৪.১ পরিমাণ ও একক	:	Procurement of Plant Design, Supply and Installation of 132/33 KV Matarbari Substation.
৪.২ ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	:	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop without PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে
৪.৩ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা
৪.৪ প্রাক্কলিত ও চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	:	প্রাক্কলিত মূল্য : টাকা ৫৭.১ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতিত) চুক্তি মূল্য : USD 2,275,584 + BDT 20,79,02,125 (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য টাকা ৩৮.৭৬৭৩২৬১ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)
৪.৬ দরপত্র/প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন		
ক) পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	(4) The Daily Star - 02/09/2015 (5) The Independent - 03/09/2015 (6) The Daily Samakal - 02/09/2015 (7) The Kalar Kantho - 03/09/2015
খ) ওয়েব সাইটের নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	www.cpgcbl.gov.bd - 01/09/2015
৪.৭ সংস্থা কর্তৃক অনলাইন/ই-জিপি সরবরাহ (হ্যাঁ/না)	:	প্রযোজ্য নহে
৪.৮ প্রস্তাবিত দরপত্র/প্রস্তাব কেনাকাটার প্রস্তাব, দাখিল স্থান	:	সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর, ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
ক) দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয়ের সংখ্যা	:	১০ টি
খ) দরপত্র/প্রস্তাব দাখিলের স্থান	:	কোম্পানী সচিব, সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
গ) দরপত্র/প্রস্তাব জমার সংখ্যা	:	০৩ টি
৪.৯ দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ		
ক) খোলার তারিখ	:	২৯/১০/২০১৫
খ) খোলার সময়	:	সকাল ১১:০৫ ঘটিকা
৪.১০ দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	:	দরপত্র
ক) প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও সময়	:	কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন শুরু- ৩০/১০/২০১৫ আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন শুরু- ২৬/০১/২০১৬
খ) শেষ তারিখ ও সময়	:	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ (টেকনিকাল ও ফিনান্সিয়াল সম্পাদনপূর্বক)- ২৮/০১/২০১৬

গ) দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশ	:	টেকনিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক Energypac Engineering Limited এর প্রস্তাব গ্রহন।
৪.১১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা।
৪.১২ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	:	০৯/০২/২০১৬
৪.১৩ কার্য সম্পাদন জামানত		
ক) কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ	:	USD 2,27,558 BDT 20,790,213
খ) কার্য সম্পাদন দাখিলের তারিখ	:	২২/০২/২০১৬
গ) কার্য সম্পাদন জামানতের প্রমানীকরণ তারিখ	:	১৩/০৩/২০১৬
৪.১৪ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ	:	১৫/০৩/২০১৬
৪.১৫ প্রাক্কলন ও অর্জিত ফলাফলের বিচ্যুতি / পার্থক্য বিশ্লেষণ প্রতিবেদন		
ক) মূল্যের বিচ্যুতি = প্রাক্কলিত ব্যয় - প্রকৃত ব্যয়	:	৩২.১% কম (প্রাক্কলিত মূল্য অনুযায়ী) (৫৭.১ কোটি টাকা - ৩৮.৭৭ কোটি টাকা) = ১৮.৩৩ কোটি টাকা ।
খ) কার্য সম্পাদনের বিচ্যুতি = প্রাক্কলিত কাজ — প্রকৃত কাজ	:	প্রযোজ্য নহে।
গ) সময়ের বিচ্যুতি = প্রাক্কলিত সময় -প্রকৃত সময়	:	প্রযোজ্য নহে।
৪.১৬ ক্রিটিক্যাল অনুপাত (Critical Ratio)	:	প্রযোজ্য নহে।

চুক্তি নং-৫

৫.০ চুক্তির (কন্ট্রাক্ট) নাম ও নম্বর	:	Procurement of Power Plant and Port Facilities Under Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project, Package-1.2
৫.১ পরিমাণ ও একক	:	পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ
৫.২ ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	:	International Competitive Bidding (ICB) - Single Stage Two Envelop with PQ - জাইকা গাইডলাইনস্ অনুসরনে।
৫.৩ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) অনুমোদনকারী	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা
৫.৪ চুক্তিকৃত (কন্ট্রাক্ট) মূল্য	:	চুক্তি মূল্য : **YEN 91,071,543,365 +USD 3,031,770,736 +BDT 59,308,193,044** (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য টাকা ৩৬২৯৯.৮৮ কোটি (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত) সমমূল্য মার্কিন ডলার ৪.৫৮ বিলিয়ন (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)
৫.৬ প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ দরপত্রের বিজ্ঞাপন	:	
ক) পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	(৯) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস- ০৪ জুন ২০১৫ (১০) যুগান্তর- ০৪ জুন ২০১৫ (১১) ডেইলি স্টার- ০৪ জুন ২০১৫ (১২) ইত্তেফাক- ০৪ জুন ২০১৫

খ) ওয়েব সাইটের নাম ও প্রকাশের তারিখ	:	সিপিজিসিবিএল এর ওয়েব সাইট: ০৩ জুন ২০১৫
৫.৭ প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ দরপত্র সংগ্রহ/ কেনাকাটার স্থান		সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর, ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
(ক) প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ দরপত্র বিক্রয়ের সংখ্যা	:	১৪ টি
(খ) প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ দরপত্র দাখিলের স্থান	:	কোম্পানী সচিব সিপিজিসিবিএল, ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
(গ) প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ দরপত্র জমার সংখ্যা	:	০২ টি
৫.৮ প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	:	
ক) খোলার তারিখ	:	১০/০৮/২০১৫
খ) খোলার সময়	:	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
৫.৯ প্রাকযোগ্যতা যাচাইকরণ প্রস্তাব মূল্যায়ন	:	
ক) প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও সময়	:	০১/১১/২০১৫; বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
খ) শেষ তারিখ ও সময়	:	২৯/১১/২০১৫; বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
গ) প্রাকযোগ্যতা প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর সুপারিশ	:	It is recommended that following applicants be accepted as prequalified to bid for the project: **I. Joint venture of Marubeni Corporation, Mitsubishi Hitachi Power System Ltd. and TOA Corporation and** **II. The Consortium of Sumitomo Corporation, Toshiba Corporation and IHI Corporation.**
৫.১১ প্রস্তাবিত দরপত্র/প্রস্তাব কেনাকাটার প্রস্তাব,দাখিল স্থান	:	
ক) দরপত্র/প্রস্তাব বিক্রয়ের সংখ্যা	:	০২ টি (প্রাকযোগ্যতা ভিত্তিতে)
খ) দরপত্র/প্রস্তাব দাখিলের স্থান	:	কোম্পানী সচিব, সিপিজিসিবিএল এর দপ্তর ইউনিক হাইটস, লেভেল ১৭, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১২১৭
গ) দরপত্র/প্রস্তাব জমার সংখ্যা	:	০২ টি (প্রাকযোগ্যতা ভিত্তিতে)
৫.১২ দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ		
ক) দরপত্র/প্রস্তাব ইস্যু	:	২৪/০৩/২০১৬
খ) দরপত্র/প্রস্তাব জমাদানের শেষ তারিখ	:	৩১/০১/২০১৭
গ) দরপত্র/প্রস্তাব জমাদানের শেষ সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
৫.১৩ দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	:	
৫.১৩.১ কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন		
ক) কারিগরী প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময়		৩১/০১/২০১৭; সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
খ) প্রক্রিয়াকরণ শুরুর তারিখ ও সময়	:	১৪/০২/২০১৭; দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা
গ) প্রক্রিয়াকরণের শেষ তারিখ ও সময়	:	২৮/০২/২০১৭; দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা
৫.১৩.২ আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন		
ক) আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময়	:	২২/০৩/২০১৭; সকাল ১০:০০ ঘটিকা
ক) প্রক্রিয়াকরণ শুরুর তারিখ ও সময়	:	১১/০৪/২০১৭; দুপুর ১২:০০ ঘটিকা

খ) প্রক্রিয়াকরণের শেষ তারিখ ও সময়	:	০৩/০৫/২০১৭; সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা
৫.১৪ প্রিকন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশনে স্থিরকৃত চুক্তি মূল্য	:	**YEN 91,071,543,365 +USD 3,031,770,736 +BDT 59,308,193,044** (ট্যাক্স-ভ্যাট ব্যতীত)
৫.১৫ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	:	সিপিজিসিবিএল বোর্ড ও জাইকা।
৫.১৬ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর তারিখ	:	১০/০৭/২০১৭
৫.১৭ কার্য সম্পাদন জামানত		
ক) কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ	:	**JPY 9,107,154,337 + USD 303,177,074 +BDT 5,930,819,304**
খ) কার্য সম্পাদন দাখিলের তারিখ	:	২০/০৭/২০১৭
গ) কার্য সম্পাদন জামানতের প্রমাণীকরণ তারিখ	:	২৩/০৭/২০১৭
৫.১৮ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) স্বাক্ষরের তারিখ	:	২৭/০৭/২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd

বিষয়: "মাতারবাড়ি ২ × ৬০০ মেঃ ওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" -শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ১ম খসড়া প্রতিবেদন (1st Draft Report) এর ওপর অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১, আইএমইডি
তারিখ	:	২৪ মে, ২০২১ খ্রিঃ
সময়	:	দুপুর ০২.৩০ টা
স্থান	:	অনলাইন জুম ক্লাউড মিটিং-এ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হলো।

২.০ উপস্থাপনা:

২.১ সভাপতি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত টেকনিক্যাল কমিটির সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরামর্শক ফার্মের টিম লিডার প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের পর সভাপতি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কমিটির সদস্যদের মতামত আহবান করেন।

৩.০ আলোচনা:

৩.১ আলোচনার শুরুতেই বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত এ প্রকল্পটি রাষ্ট্রের একটি বৃহদাকার প্রকল্প। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রণীত প্রতিবেদনটি যে মানের হওয়ার প্রয়োজন তা হয়নি। তিনি জানান যে, ভূমি অধিগ্রহণে সমস্যার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়েছে কি না তাও উল্লেখ নেই। প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো অত্যন্ত দুর্বল হয়েছে মর্মেও তিনি মন্তব্য করেন। সিপিটিইউ এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) বলেন যে, প্রকল্পের ব্যাপক কর্মকান্ড রয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদনটি সে অনুযায়ী তথ্যবহুল হয়নি। তাছাড়া, প্রতিবেদনে ধারাবাহিকতা নেই। এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি প্রকল্পের আওতাধীন টেন্ডারগুলো সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদনে মন্তব্য উল্লেখ করার বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.২ আলোচনায় অংশ নিয়ে আইএমইডি'র পরিচালক জানান যে, প্রতিবেদনটি পরামর্শকের সাথে চুক্তিকৃত ToR অনুযায়ী হয়নি। ToR এর ১৪টি কার্যপরিধি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিপালন করেই পরামর্শক কাজ করবেন এবং তার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। প্রতিবেদনে পরামর্শক ToR অনুযায়ী কাজ করেছেন এটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, প্রকল্পের পটভূমি ও বিবরণ যথাযথভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া, প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো বাস্তবসম্মত ও প্রাসঙ্গিক এবং যথাযথ হওয়া প্রয়োজন মর্মেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি জানান যে, পরামর্শকের ToR অনুযায়ী মনিটরিং কাজ সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। তিনি সদস্যদের মতামত এবং ToR এর আলোকে প্রতিবেদনটি দ্রুত সংশোধন ও পুনর্গঠন করার জন্য পরামর্শককে অনুরোধ জানান।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনার পর অধ্যায় ভিত্তিক সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১ ১ম অধ্যায়:
প্রকল্পের পটভূমি, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উদ্দেশ্য, সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব, প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ, অঙ্গভিত্তিক বিবরণ, প্রকল্পের টার্গেট প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকল্পের লগফ্রেম, মূল ও প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে হবে। প্রকল্পের পটভূমিতে বিদ্যুৎ সেক্টরের মাস্টার প্ল্যান ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

৪.২ ২য় অধ্যায়:
পরামর্শকের কর্মপরিকল্পনা (ToR) এর আলোকে ১ম অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে অগ্রগতির বিবরণ (ভৌত ও আর্থিক) প্রদান করতে হবে। অগ্রগতির বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে;

৪.৩ ToR অনুযায়ী পরামর্শকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ১৪টি কার্যপরিধি অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রদান করতে হবে;

৪.৪ প্রতিটি অঙ্গের আওতাধীন বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.৫ প্ল্যান্টের কোন যন্ত্রপাতি কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, কোন যন্ত্রপাতির অগ্রগতি হয়নি তার বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.৬ নির্মাণ কাজের প্রতিটি ভবনের বিস্তারিত অগ্রগতি ও গুণাগুণ উল্লেখ করতে হবে;

৪.৭ অসমাপ্ত কাজের বিবরণ ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রদান করতে হবে;

৪.৮ প্রকল্প সংশোধনের কারণ এবং মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করতে হবে;

৪.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নের ঝুঁকি উল্লেখ করে তা নিরসণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে;

৪.১০ ৩য় অধ্যায়:
২য় অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হবে;

৪.১১ ৪র্থ অধ্যায়:
৩য় অধ্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে কোন মতামত থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.১২ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি কিভাবে নিরসণ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হবে;

৪.১৩ প্রকল্পের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করতে হবে;

৪.১৪ ৫ম অধ্যায়:
সার্বিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করতে হবে;

৪.১৫ ৬ষ্ঠ অধ্যায়:
বাস্তবভিত্তিক মতামত বা সুপারিশ প্রদান করতে হবে; এবং

৪.১৬ উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে পুনর্গঠন করে ০১/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে প্রেরণ করতে হবে।

৫.০ সভায় অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(ড. গাজী মোঃ
সাইফুজ্জামান)
প্রধান, আইএমইডি
ও
সভাপতি, টেকনিক্যাল
কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd

বিষয়: "মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃ ওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" -শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ১ম খসড়া প্রতিবেদন (1st Draft Report) এর ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
তারিখ	:	১২ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	অনলাইন জুম ক্লাউড মিটিং-এ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হলো।

২.০ উপস্থাপনা:

২.১ সভাপতি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত স্টিয়ারিং কমিটির সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরামর্শক ফার্মের টিম লিডার প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের পর সভাপতি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কমিটির সদস্যদের মতামত আহবান করেন।

৩.০ আলোচনা:

৩.১ আলোচনার শুরুতেই বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত এ প্রকল্পটি রাষ্ট্রের একটি বৃহদাকার প্রকল্প। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রণীত প্রতিবেদনটি যাতে Value addition হয় সে বিষয়ে আমরা আশা করি। পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্মপ্রধান বায়ু দূষণ এবং জ্বালানি সাশ্রয়ের বিষয়ে আলোকপাত করেন। আইএমইডির পরিচালক প্রতিবেদনের তথ্যের ঘাটতি সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরেন। তাছাড়া, আইএমইডির প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.২ সভাপতি জানান যে, প্রকল্পটি রাষ্ট্রের একটি সম্পদ। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই প্রকল্পটির সুবিধা অসুবিধা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আইএমইডি কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর কারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ ও সুষ্ঠু হতে পারে। আজকের আলোচনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে। যার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করা হলে এর গুণগত মান আরো বৃদ্ধি পাবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১ প্রকল্পের অর্থায়নের একটি অংশ গভীর পোর্ট নির্মাণের জন্য এবং এর ব্যয়ভার নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় প্রদান করবে। তাই প্রকল্পের Mode of Financing স্পষ্টভাবে লিখতে হবে;

৪.২ মূল ডিপিপির তুলনায় প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬,৪০৪.৩১ কোটি টাকা, যা ৪৫.৫৮%। ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকল্পের কোন কোন অঙ্গের (component) পরিমাণ কতটুকু কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধি যৌক্তিক কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.৩ প্যাকেজ-১.১ এর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩,১৯৭ কোটি টাকা, যা মূল প্যাকেজের চেয়ে ৫২.৯৭% বেশি। এ ব্যয় কি জন্যে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কোন অঙ্গের (component) পরিমাণ কতটুকু, বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.৪ প্যাকেজ-১.১ এর আওতায় স্কোপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি হয়েছে কিনা, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ব্যয় ও পরিমাণ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে;

৪.৫ কয়েকটি প্যাকেজ ও অঙ্গের ব্যয খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন প্যাকেজ-১.১, প্যাকেজ-১.২, প্যাকেজ-১.৩, প্যাকেজ-১.৪ এবং পরামর্শক সেবা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। এসব প্যাকেজ ও অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কি তা উল্লেখ করতে হবে এবং ব্যয় বৃদ্ধির ভিত্তি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, এসব প্যাকেজের কাজ একই ঠিকাদার দ্বারা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে;

৪.৬ মূল ডিপিপিতে প্যাকেজ সংখ্যা ছিল ৬টি। সংশোধিত ডিপিপিতে প্যাকেজ সংখ্যা ৬৫টি। এসব প্যাকেজের কাজ কখন করা হয়েছে এবং এ কাজ করার ফলে বিদ্যমান পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে;

৪.৭ কয়েকটি অঙ্গে ইতোমধ্যে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে অধিক ব্যয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে;

৪.৮ জ্বালানি হিসেবে কয়লার সাশ্রয়ের বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে;

৪.৯ প্ল্যান্ট নির্মাণের ফলে পরিবেশের ক্ষতি Mitigation এর কৌশল কি নেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে;

৪.১০ বায়ু দূষণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে;

৪.১১ জাপানের ঠিকাদার ও পরামর্শকদের সিকিউরিটি মেজার সম্পর্কে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.১২ এই প্ল্যান্ট ঘিরে আরো ৩৭টি প্রকল্প হবে, যার বেইজ হচ্ছে বিবেচ্য প্ল্যান্ট। উক্ত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন সুবিধা এ প্রকল্পে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে বিবরণ রাখতে হবে;

৪.১৩ নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

৪.১৪ পোর্ট-নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি অন্যতম কারণ। কি কারণে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পোর্ট নির্মাণের সিদ্ধান্ত আসলো সে বিষয়টি প্রতিবেদনে যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪.১৫ এই প্রকল্পে প্রায় ৪০০০ লোক কাজ করছে। এ বিষয়ে একটি বিবরণ প্রদান করতে হবে। প্রকল্পটির কার্যক্রম নিয়মিত ভিডিও মনিটরিং করা হচ্ছে। এ বিষয়টি রিপোর্টে আনতে হবে; এবং

৪.১৬ উপরিউক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ করতে হবে।

৫.০ সভায় অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
সচিব, আইএমইডি
ও
সভাপতি, স্টিয়ারিং
কমিটি

পরিশিষ্টঃ ৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.govt.bd

বিষয়: "মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃ ওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর ১৪ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালার প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	:	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিশেষ অতিথি	:	প্রকৌশলী মোঃ বেলায়েত হোসেন চেয়ারম্যান, পিডিবি
সভাপতি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
তারিখ	:	১৪/০৬/২০২১ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ০৯.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষ

২.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কর্মশালার প্রধান অতিথি ও বিদ্যুৎ সচিব এবং বিশেষ অতিথি ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ উপস্থিত এবং ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কর্মশালার সমন্বয়ক ও আইএমইডির প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) কর্মশালার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর তার আহবানে পরামর্শক ফার্ম Data Development Service (DDS) এর টিম লিডার প্রতিবেদনটি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। তিনি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিচিতি, পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রকল্প ব্যয় ও অর্থায়নের ধরণ, প্রধান প্রধান কার্যক্রম, প্রধান প্রধান কাজের সিডিউল, প্রকল্পের অগ্রগতি, ক্রয় কার্যক্রম, SWOT ANALYSIS, অডিট সম্পর্কিত বিবরণ, পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ কর্মশালায় উপস্থাপন করেন।

৩.০ আলোচনা:

৩.১ আলোচনার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় বলেন যে, প্রকল্পটি বাংলাদেশের বর্তমানে বৃহত্তম মেগা প্রকল্প। এটি একটি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Fast Track Monitoring Committee কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হয়ে থাকে। উক্ত কমিটি কর্তৃক এ প্রকল্পটি প্রতি ৩ মাস অন্তর পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেয়ার বিষয়ে এ বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটেই প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি জানান যে, নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলে যাতে প্রকল্পের Value Addition হয় সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তিনি আরো জানান যে, এ প্রতিবেদনটির উপর ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ও ২৪ মে, ২০২১ তারিখে ২টি টেকনিক্যাল কমিটির সভা হয় এবং ০২ মার্চ, ২০২১ ও ১২ জুন, ২০২১ তারিখে ২টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়। উক্ত কমিটির সভার পর্যালোচনার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রতিবেদন আজকের সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২ আজকের কর্মশালার প্রধান অতিথি এবং বিদ্যুৎ সচিব বলেন, প্রকল্পটি বিদ্যুৎ বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তিনি আইএমইডিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতিবেদনটি বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্য প্রতিবেদনের প্রতি তার কিছু প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেন। এই প্রতিবেদনে যার প্রতিবেদন ঘটেনি মর্মে তিনি জানান। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে প্রকল্পটি সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পিইসি সভা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬,৪০৪.৩১ কোটি টাকা, যা মূল ব্যয়ের ৪৫.৫৮%। এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে চুল চেরা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ প্রকল্পই ব্যয় ও

মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প গ্রহণের সময় ফিজিবিলিটি স্টাডি সঠিকভাবে করা হলে এমন হতো না মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন প্রতিবেদনটি Situational Analysis হয়েছে কিন্তু Critical Analysis হয়নি। প্রকল্প যাতে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ে সমাপ্ত হতে পারে সে জন্য একটি দিক নির্দেশনা এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আইএমইডির কাছে তার প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাহলেই প্রতিবেদনটি Value Addition করবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় প্রধান অতিথির বক্তব্য সমর্থন করে বলেন যে, প্রকল্পটির ব্যয় অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই প্রতিবেদনটিতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ এবং বর্ধিত ব্যয়ের অনুমোদন অবস্থা সম্পর্কে চুল চেরা বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন।

৩.৩ এ পর্যায়ে মূখ্য আলোচক প্রতিবেদনের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ, সময় বৃদ্ধির কারণ, বর্ধিত ব্যয়ের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ের Critical Analysis দরকার। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এখানে ৩টি হাব হয়েছে, যথা-পাওয়ার হাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব ও লজিস্টিক হাব। প্রকল্পের বিবরণে এগুলো আনা যেতে পারে।

৩.৪ অতঃপর তিনি প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ভিত্তিক তথ্যের ঘাটতি সম্পর্কে বলেন যে, প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম এবং অনুমোদন অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার (পৃ: ৩)। ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ১২ মাস হতে ২৪ মাস বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ের উপর কি প্রভাব পড়েছে তা বিশ্লেষণ করতে হবে (পৃ: ৪)। ইক্যুইটি, ঋণ ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন পরিষ্কার করা দরকার (পৃ: ৬ ও ২৪)। পৃষ্ঠা ৩৮ এ পরামর্শকের ক্রয় পদ্ধতিতে ভুল রয়েছে, যা সংশোধন করতে হবে। পৃষ্ঠা ৪৬, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ এ উল্লিখিত তথ্যের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করতে হবে। SOWT ANALYSIS আরো সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বিভিন্ন সংস্থার নাম সঠিকভাবে লেখা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩.৫ সভাপতি বলেন যে, আজকের সভায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে, তার আলোকে প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, বিগত টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করা হয়নি। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং আজকের কর্মশালার আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি দ্রুত পুনর্গঠন করার জন্য পরামর্শক ফার্মকে অনুরোধ করেন।

৪.০ <u>সুপারিশ</u>:

৪.১ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ও ২৪ মে, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভা এবং ০২ মার্চ, ২০২১ ও ১২ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করতে হবে;

৪.২ প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে Critical Analysis ধর্মী মতামত ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে;

৪.৩ প্রকল্প এলাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.৪ সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম করণ হিসেবে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের স্কোপ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা এবং বর্ধিত ব্যয়ের অনুমোদন অবস্থার বিবরণ প্রদান করতে হবে;

৪.৫ SOWT ANALYSIS আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান করতে হবে;

৪.৬ তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে;

৪.৭ মূখ্য আলোচক জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী, মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, আইএমইডি কর্তৃক প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা ও মতামত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে;

৪.৮ প্রকল্পটির মাধ্যমে মাতারবাড়িসহ আশেপাশের এলাকায় উন্নয়নের মাধ্যমে যে ব্যাপক পরিবর্তন হতে চলছে যেমন- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উক্ত এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থানে বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আলোচ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

০৫। কর্মশালার সভাপতি কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
সচিব
আইএমইডি

পরিশিষ্টঃ৬

প্রকল্প দফতর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ও সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে উল্লেখিত হলোঃ

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা (০৬ নভেম্বর, ২০১৪)

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক)	মাতারবাড়ী ও মহেশখালী এলাকায় যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে প্রস্তাবিত ২ (দুই) লেনের সংযোগ সড়কটি ভবিষ্যতে ৬(ছয়) লেনে উন্নীতকরণসহ প্রতিটি ইন্টার সেকশন পয়েন্টে মাল্টি লেভেল ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(খ)	ভবিষ্যতে মাতারবাড়ী ও মহেশখালী এলাকায় পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য প্রস্তাবিত ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট টার্মিনেশন লাইনকে ৮০০ কেভি-তে উন্নীতকরণ অথবা ডাবল সার্কিট লাইনের পরিবর্তে চার সার্কিট লাইন নির্মাণের বিষয়ে জাইকার সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(গ)	ECNEC সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের Time line আরও এগিয়ে আনার উদ্দেশ্যে JICA'র সাথে আলোচনায় ও সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঘ)	মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় জেটি নির্মাণের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঙ)	সভায় দাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(চ)	প্রতি ০৩ (তিন) মাসে অন্ততঃ একটি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভা (২৩ অক্টোবর, ২০১৬)

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক)	মাতারবাড়ী প্রকল্প এলাকার জন্য সড়কের এ্যালাইনমেন্ট সোজা করা সহ উন্নয়ন প্রকল্পের মালামাল পরিবহনের উপযোগী সড়ক নির্মাণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়কে অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(খ)	মাতারবাড়ী প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের জন্য একজন সমন্বয়কারী কর্মকর্তা নিয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(গ)	মাতারবাড়ী প্রকল্পে সাগরের নিরাপত্তা প্রদানে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীকে সম্পৃক্তকরণের প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঘ)	জরুরী প্রয়োজনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিদেশী কর্মীদের দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তর নবিলা থেকে মাতারবাড়ী (রাজঘাট) পর্যন্ত আনুমানিক ৪ (চার) কি.মি. সড়ক সংস্কার/পুনর্নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশণ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে পুনরায় পত্র প্রদান করতে হবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঙ)	মাতারবাড়ীকে দ্রুত শুল্ক স্টেশন ঘোষণা ও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে আমদানীকৃত মালামালের উপর এআইটি মওকুফ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় এসআরও জারির নিমিত্তে এনবিআরকে পত্র প্রদান করা হবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(চ)	মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে পিজিসিবি'র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের প্রতিনিধি সুনির্দিষ্টকরণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ছ)	নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সরকারী/বেসরকারী/আইপিপি সকলের ক্ষেত্রে এআইটি মওকুফ সুবিধা সুষমকরণের লক্ষ্যে এনবিআর কর্তৃক জারীকৃত এসআরও সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা (১০ডিসেম্বর, ২০১৭)

ক্রমিক নং	সুপারিশ	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.১	মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে এনবিআর এর প্রতিনিধি কো-অপ্ট **করা হলো**;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৪.২	মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত মালামালের উপর এআইটি মওকুফ করার বিষয়ে এনবিআর কর্তৃক এসআরও জারির বিষয়টি নিয়মিত অনুসরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৪.৩	মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের মাস্টার লিস্টের পণ্যসমূহ ফেরতের ভিত্তিতে এবং স্থায়ী আমদানি পণ্যসমূহ দ্বিতীয় শুল্কায়ন (Second appraisement) পদ্ধতিতে সকল প্রকার শুল্ক-কর, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব	এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে নিয়মিত

	বোর্ডের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে। বর্ণিত বিষয়সমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রধান/বিশেষ অতিথি কর একটি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে;	যোগাযোগ করছেন।
৪.৪	প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক ও ন্যূনতম দু'জন উপ-প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন নিয়োগ দিতে হবে।	প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।
৪.৫	প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা (০৮ জানুয়ারী, ২০১৯)

সিদ্ধান্ত	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক) মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে এনবিআর এর প্রতিনিধি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(খ) প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
(গ) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি চূড়ান্তকরণের সময় আলোচ্য প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঘ) প্রকল্প এলাকায় অবস্থানরত বিদেশি পরামর্শক ও ঠিকাদারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অস্থায়ী ব্যাটেলিয়ন আনসার ব্যারাক নির্মাণ কাজটি সম্পাদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সুপারিশ করা হলো;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঙ) জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা (০১ ডিসেম্বর, ২০১৯)

সিদ্ধান্ত	**সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**
(ক) টাউনশিপ স্থাপনের নিমিত্ত Detailed Master Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিভাজন ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা যেতে পারে;	টাউনশিপ স্থাপনের নিমিত্ত Detailed Master Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিভাজন আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
(খ) টাউনশিপের মাস্টার প্ল্যানের জন্য পরামর্শকের TOR–এ আলোচনা অনুযায়ী water supply source, water supply network, sewage treatment plant -এর অবস্থানসহ sewage and waste water disposal এর ব্যবস্থা, টাউনশিপের আভ্যন্তরীণ রাস্তা এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

(গ) Detailed Master Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণের প্রস্তাব সিপিজিসিবিএল দ্রুত বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে;	Detailed Master Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
(ঘ) জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
(ঙ) আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে অনতিবিলম্বে তা বিদ্যুৎ বিভাগের নজরে আনতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্টি জটিলতাসমূহ বিদ্যুৎ বিভাগ-কে অবহিত করা হচ্ছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা (১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০)

সিদ্ধান্ত	**সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**
ক) পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বাস্তবায়ন এবং VAT & IT on Erection and Commissioning খাতে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব অতিশীঘ্রই বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং বিদ্যুৎ বিভাগ উক্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
খ) সিপিএ-এর জন্য মাতারবাড়ী চ্যানেলে অতিরিক্ত কাজের ব্যয় কোন DPP–তে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা সিপিএ এর সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
গ) আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে অনতিবিলম্বে তা বিদ্যুৎ বিভাগের নজরে আনতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্টি জটিলতাসমূহ বিদ্যুৎ বিভাগ-কে অবহিত করা হচ্ছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভা (২৮ অক্টোবর, ২০২০)

ক্র.নং	সিদ্ধান্তসমূহ	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১	আরডিপিপি-তে প্রত্যেকটি অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সংযুক্তি আকারে ডি পি পি তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৩.২	প্রকল্পের মাধ্যমে পোর্টের জন্য নির্মিত /নির্মাণাধীন অবকাঠামোর বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে। যেহেতু প্রকল্পের মাধ্যমে পোর্টের জন্য অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে সেহেতু প্রকল্পের শিরোনামে মাল্টি পারপাস শব্দটি যুক্ত করে পুনঃনামকরণ করা যেতে পারে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৩.৩	Ash Pond এর জন্য ন্যূনতম পরিমাণ জমি নির্ধারণ করে অবশিষ্ট জায়গার সর্বোত্তম বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৩.৪	পোর্টের লভ্যাংশ, জমির বিকল্প ব্যবহার এবং ফ্লাই অ্যাশ বিক্রয় থেকে আয় সংশোধিত ডি পি পি ‘র আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিবেচনা করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৩.৫	মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অতিরিক্ত কাজ (চ্যানেলকে আরো ১০০ মি. প্রশস্তকরণ ও ৩৯৭ মি. Sediment Mitigation Dike নির্মাণ) মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ঠিকাদার দ্বারা Variation Order এর মাধ্যমে করার এবং উক্ত ব্যয় চট্রগ্রাম পোর্ট অথরিটি (সিপিএ) কর্তৃক Repay করার বিষয়টি মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের আরডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
৩.৬	প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

পরিশিষ্টঃ ৭

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের

নিবিড় পরিবী**ক্ষণে**র জন্য **খানা জরিপ** প্রশ্নমালা

ক. তথ্যসংগ্রহের এলাকা/স্থান

বিভাগ :_____ ২। জেলা: _____

উপজেলা:_____ ৪। ইউনিয়ন:_____

খ. উত্তরদাতার পারিবারিক তথ্যাদি

১। উত্তরদাতার নাম: ----------২। লিঙ্গঃ ১. পুরুষ ২. মহিলা

৩। পিতা / মাতার / স্বামীর নাম: ----------

৪। ফোন/মোবাইল: ----------

৫। বয়স (বছর): ----------

৬। উত্তরদাতার পেশাঃ
১. কৃষক, ২. *ব্যবসায়ী,* ৩.মৎস্যজীবী, *৪. মাছ বিক্রেতা,* ৫.চাকুরি,
৬. রিক্সা/ভ্যান চালক, ৭. *কৃষি শ্রমিক, ৮. সবজি/ফল বিক্রেতা*
৯. ছোট দোকানদার, ১০. অন্যান্য.....

৭। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩. ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪. দশম শ্রেণির নিচে
৫.এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬. এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে

৮। বসবাসরত বাসস্থানের ধরণ কেমন?
১) পাকা ২) অর্ধ পাকা ৩) কাঁচা ৪) ঝুপড়ি ঘর ৫) টিনের ঘর

৯। বর্তমানে আপনার আয়ের প্রধান উৎস কি? .....

১০। আপনার সর্বমোট বাৎসরিক আয় কত .....টাকা

১১। প্রকল্পের আগে আপনার সর্বমোট বাৎসরিক আয় কত .....টাকা ছিল?

১২। আপনার জমি কি প্রকল্পের প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করা হয়েছে? ১. হ্যাঁ ২. না

১৩। উত্তর হ্যাঁ হলে, মোট জমির পরিমান কত ---------- শতাংশ

১৪। জমির ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

১৫। উত্তর হ্যাঁ হলে, ক্ষতি পূরণের টাকার পরিমান প্রতি শতক কত টাকা করে পেয়েছেন?----------

১৬। টাকা পেতে কত মাস সময় লেগেছিল----------মাস

১৭। টাকা পেতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

১৮। উত্তর হ্যাঁ হলে কি কি অসুবিধা হয়েছিল?

১৯। কোন এনজিও এর সহায়তায় টাকা পেয়েছিলেন? ১. হ্যাঁ ২. না

২০। উত্তর হ্যাঁ হলে, এনজিও এর নাম----------

২১। ক্ষতি পূরণের টাকা কি যথেষ্ট ছিল? ১. হ্যাঁ ২. না

২২। উত্তর না হলে, কারণ কি?

২৩। ক্ষতি পূরণের টাকা না পেয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন

২৪। প্রকল্পের কারণে ব্যবসার ক্ষতি হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২৫। উত্তর হ্যা হলে কোন ধরনের ব্যবসা (সঠিক স্থানে টিক চিহ্ন দিন)
১. দোকান, ২. লবন চাষ, ৩.চিংড়ি চাষ

২৬। ক্ষতি পুরণ পেয়েছিলেন কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

ক্ষতি পূরণের ধরণ
১. দোকান ----------টাকা
২. লবন চাষ ----------টাকা
৩. চিংড়ি চাষ---------- টাকা

২৭। আপনি কি ভবিষ্যতে ব্যবসা করার ব্যাপারে আশাবাদী ১. হ্যাঁ ২. না

২৮। প্রকল্প এলাকায় আপনি কি শ্রমজীবি ছিলেন? ১. হ্যাঁ ২. না

২৯। উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরনের শ্রম দিতেন:
১. চাষাবাদ, ২. লবন চাষ, ৩. চিংড়ি চাষ. ৪. দোকানের কর্মচারী ৫. অন্যান্য .....

৩০। আপনি কি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

প্রশিক্ষণের ধরন----------: প্রশিক্ষণের সময়কাল ----------দিন

৩১। এই প্রশিক্ষণের ফলে আপনি কি নতুন কোন কাজ করতে পারবেন? ১. হ্যাঁ ২. না

৩২। উত্তর হ্যাঁ হলে আপনার ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা বলুন?

৩৩। উত্তর না হলে কারণ বলুন
১. প্রশিক্ষণ সঠিক ছিল না
২. প্রশিক্ষণের সময় কম ছিল
৩. এ এলাকায় এই প্রশিক্ষণ উপযুক্ত নয়
৪. অন্যান্য----------

৩৪। অন্য কোন কারণ থাকলে বিস্তারিত বলুন

৩৫। আপনি কি ভবিষ্যতে কাজ পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী ১. হ্যাঁ ২. না

৩৬। উত্তর না হলে কারণ বলুন

৩৭। আপনি কি এককালীন কোন টাকা পেয়েছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

৩৮। উত্তর হ্যাঁ হলে, কত টাকা পেয়েছেন----------

টাকা পেতে কত মাস সময় লেগেছিল----------মাস

৩৯। টাকা পেতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

৪০। উত্তর হ্যাঁ হলে কি কি অসুবিধা হয়েছিল?

৪১। কোন এনজিও এর সহায়তায় টাকা পেয়েছিলেন? ১. হ্যাঁ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে, এনজিও এর নাম----------

৪২. এ প্রকল্প হওয়ার ফলে এ এলাকার পরিবেশের কোন সমস্যা হবে কি না?

হলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয়?

৪৩। এ প্রকল্প হওয়ার ফলে জীব বৈচিত্র্যের কোন রুপ সমস্যা হবে কি না?

হলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে----------

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

কী ইনফরমেন্টদের সাক্ষাৎকার

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

উত্তর দাতার নাম ----------পেশা/পদবী----------

মোবাইল নাম্বার----------

১. আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশেলোডশেডিং উল্লেখযো**গ্য** পরিমানে কমবে কি না?

২. এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরো অন্য প্রকল্প হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে কি না? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে কিভাবে?

---

৩. ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি?

৪. প্রকল্পের অনুমোদনের কোন পর্যায়ে বিলম্ব হয়েছে কি না? বিস্তারিত বলুন।

৫. এই প্রকল্পের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোন রুপ সমস্যা হবে কি না?

হলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে----------

৬. এই প্রকল্পের ফলে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোন রুপ সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না

থাকলে কি ধরণের সমস্যা হতে পারে----------

৭. প্রকল্পে অর্থ ছাড়ে কোন বিলম্ব হচ্ছে কি না?

৮. বিলম্ব হয়ে থাকলে বিস্তারিত বলুন

---

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নকালিন সবলদিক সমূহ বলুন

---

১০. প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ বলুন

---

১১. প্রকল্পের সুযোগসমূহ বলুন

---

১২. প্রকল্পের ঝুঁকি সমূহ বলুন

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট"

FGD এফজিডি পরিচালনার জন্য গাইডলাইন/চেক লিষ্ট

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার স্থানঃ

১। জেলাঃ ----------২। উপজেলাঃ ----------

৪। ইউনিয়নঃ ----------৫। তারিখঃ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	শিক্ষা	মোবাইল নং
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						

মাতারবাড়ীতে যে সব উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে এ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে আপনাদের এলাকায় যে পরিবর্তন আসবে, সে ব্যাপারে নিম্নলিখিত প্রশ্নমালার উত্তর দিন:

১. এলাকায় কর্মসংস্থান কিভাবে বাড়বে কি বলে মনে করেন?

২. যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতি হবে কি? হ্যাঁ/ না

৩. ব্যবসা করার সুযোগ সুবিধা কিভাবে বাড়বে বলে মনে হয়?

৪. টাউনশীপের কাজ বাস্তবায়নের ফলে-

ক. চিকিৎসা সুবিধার উন্নতি হবে কি? হ্যাঁ/ না
হ্যাঁ হলে কিভাবে উন্নতি হবে মতামত দিন

খ. স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে আপনাদের ছেলে-মেয়েদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ হবে কি? হ্যাঁ/ না

৫. পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের স্থাপিত বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপনের ফলে আপনাদের এলাকায় লোডশেডিং কমবে বলে মনে করেন?

৬. নতুন হোটেল/রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করার সুযোগ পাবেন কি? হ্যাঁ/ না

হ্যাঁ হলে কিভাবে সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?

৭. ব্যক্তি মালিকানায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপিত হবে কি? হ্যাঁ/ না

৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে আপনার এলাকার বাইরে থেকে অনেকে এখানে অবস্থান করায় আপনাদের স্থানীয় বাজারে অর্থের সঞ্চালন বেড়ে গেছে কি? হ্যাঁ/ না

বাড়লে কারন কি

৯. এর ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে কি? হ্যাঁ/ না

১০. আপনার আয়ের পরিমাণ কি বেড়েছে? হ্যাঁ/ না

১১. সার্বিকভাবে আপনারা কি এলাকায় বিনিয়োগ বাড়ায় সন্তুষ্টু?

১২. আপনারা এ প্রকল্প থেকে কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না?

১৩. প্রশিক্ষণের মান কেমন ছিল? কত দিনের ছিল?

১৪. এ প্রশিক্ষণ পেয়ে কি ধরনের উপকৃত হয়েছেন।

১৫. আপনাদের যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার সঠিক মূল্য পেয়েছেন কি না?

১৬. না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি?

১৭. টাকা পেতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি না?

অসুবিধা হয়ে থাকলে কি কি অসুবিধা হয়েছিল?

১৮. প্রকল্পের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে কি না?

১৯. প্রকল্পের ফলে এলাকার জীব বৈচিত্র্যের কোন ক্ষতি হবে কি না?

২০. হলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করেন?

২১. প্রকল্পেটি কিছু ভালদিক বলুন

২২. প্রকল্পের ফলে কি কি সুযোগ হয়েছে বলুন

২৩. প্রকল্পের কিছু খারাপদিক বলুন

CPGCBL প্রকল্প কার্য্যালয়/প্রধান অফিস থেকে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট-২

"মাতারবাড়ী 2x600 মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট"

উত্তরদাতা সম্পর্কীয় তথ্য

১। নাম ---------- ২.পদবী----------

প্রতিটি দরপত্রের জন্য পৃথকভাবে তথ্য প্রদান করুন
দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের (লট)/কাজের নাম

প্যাকেজে (লট) নাম্বার একর: পরিমাণ:

প্রাক্কলিত মূল্য: চুক্তি অনুযায়ী মূল্য:

প্রকৃত মূল্য পরিশোধ (টাকায়) মূল্য পার্থক্য:

দরপত্র আহবানের পদ্ধতি (ICB/OTM/LTM ইত্যাদি)ঃ----------

ক্রয় সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে?

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নাম:

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)----------তারিখঃ----------২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)----------তারিখঃ---------- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট -------তারিখঃ----------
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু----------শেষ----------তারিখঃ সময়ঃ

১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১৩	মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন
১৬	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	১. হ্যাঁ ২.না
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
২০	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	১. হ্যাঁ ২.না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	----------তারিখ
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	----------টাকা
২৫	চুক্তি মূল্য	----------টাকা
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
৩২	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ;	
৩৩	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৫	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ	----------
৩৬	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৭	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
৩৮	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ না
৩৯	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা----------টি নিস্পত্তির সংখ্যা----------টি
৪০	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ?	---------- ----------

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

তারিখ:

ফোন:

"মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট"

প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

উত্তরদাতার (প্রকল্প পরিচালকের নাম: ---

মোবাইল নাম্বার--------------------

১. প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কি না?

২. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকদের ক্রমানুসারে তথ্য দিন

দায়িত্ব পালন সময়	প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প পরিচালক বদলের কারণ

৩. প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব হয়েছে কি না? হ্যাঁ/ না ☐

বিলম্ব হয়ে থাকলে কারণ কি?

----

৪. যথা সময়ে অর্থছাড় হচ্ছে কি না? হ্যাঁ/ না ☐

বিলম্ব হয়ে থাকলে কারণ কি?

----

৫. অত্র প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ/ না ☐

৬. আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কি না? হ্যাঁ/ না ☐

৭. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি না? হ্যাঁ/ না

না হয়ে থাকলে কারণসহ বিস্তারিত বলুন

---

৮. খাতওয়ারী বাজেট চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত বরাদ্দ পাচ্ছেন কি না? হ্যাঁ/ না

৯. আপনার প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয় কিনা? হ্যাঁ/ না
মনিটরিং হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম বলুন

---

১০. প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ/ না

১১. প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না

১২. প্রকল্পের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রদান করুন

১৩. প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে উত্তরণের জন্য Exit plan আছে কিনা? হ্যাঁ/ না
যদি থাকে তবে বিস্তারিত জানান

---

১৪. এই প্রকল্পের যন্ত্রাংশ ও মালামাল এর গুণগত মান কেমন ছিল? (কিছু সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে)।

১৫. এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরো অন্য প্রকল্প হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে কিনা? হ্যা/না

যদি উত্তর হ্যা হয় তবে কিভাবে

---

১৬. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কিনা? হ্যাঁ/ না

উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান

---

১৭. ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি? হ্যা/না
উত্তর হ্যা হলে বিস্তারিত বলুন

---

১৮. আপনার মতে এই প্রকল্প ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে?

---

১৯. এই প্রকল্পের ফলে বিদ্যুৎ শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কিভাবে হবে বলে মনে করেন?

২০. এই প্রকল্পের ফলে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে বলুন

২১. এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবনী ধারণা উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে যুক্তি দিন;

২২. এই প্রকল্পের ফলে পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোন রুপ সমস্যা হবে কি না?

২৩. এই প্রকল্পের ফলে উন্নত এবং সুলভ প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ কিভাবে করা হবে?

সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ

২৪. প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা দাখিল করুন

২৫. প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য দাখিল করুন

২৬. সম্পাদিত কাজের টেষ্ট রেজাল্ট ও প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ;

২৭. চুক্তিপত্র ও আনুসাঙ্গিক সংযোজনী;

২৮. কার্যাদেশ ও ভেরিয়েশন অর্ডারের কপি;

২৯. ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যয় বিবরণী প্রতিবেদন

৩০. ফাপাড অডিট সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য

৩১. ক্রয়কৃত মালামালের ইন্সপেকশন রিপোর্ট এর কপি দিন

ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস
বাড়ি নং-৬১, সড়ক-০৬, ব্লক-এ,
সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬
ই-মেইল:ddslma2015@gmail.com